A DRAMA

ON THE HINDOO FEMALES.

ENCOURAGED BY THE LATE JORASANKO
THEATRICAL ASSOCIATION.

BY

BEPIN MOHUN SEN

হিন্দু মহিলা নাটক।

অর্থাৎ

হিন্দু যোষাদিগের হীনাবস্থা-ব্যঞ্জক দৃশ্য কাব্য।

শ্রীবিপিনমোহন সেনগুপ্ত

প্রণীত।

"যদুচ্যতে পার্ব্বতি পাপবৃত্তয়ে
ন রূপমিত্যব্যভিচারি তদ্বচঃ।
তথাহি তে শীলমুদারদর্শনে
তপস্বিনামপ্যুপদেশতাং গতম্।"
কুমার সম্ভব।

" ——— Of all the gifts that God
To man has given, the best is a good wife,
The bad, the bitt'rest curse of human life."
Sir walter scott.

CALCUTTA.
PRINTED AT J. G. CHATTERJEA & Co's PRESS,
No. 22, AMHERST STREET.
1868.

LIBRARY OF THE RAJAH OF COOCHBEHAR

Published by Beipinmohun Sain Goopto.

উৎসর্গ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত যোড়াসাঁকোস্থ নাট্যশালাধ্যক্ষ

মহোদয়গণ সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন মেতৎ।

হিন্দুমহিলাগণের বর্ত্তমান দুরবস্থা বিষয়ে একখানি নাটক রচনা করিলে উৎকৃষ্ট রচয়িতাকে মহাশয়েরা দ্বিশত মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিবেন, এই বিজ্ঞাপন " সোমপ্রকাশে " ও ইংরেজী সংবাদ পত্রে দৃষ্টি করায় এ নাটকখানি প্রণীত হইল। নাটক লেখা এই আমার প্রথমোদ্যম; এতন্মধ্যে যে কএকটী সচরাচর-উপেক্ষিত বিষয় সন্নিবেশিত হইল, তাহাতে বোধ হয় সহৃদয় মহোদয় মাত্রেই প্রাগুক্ত মহিলাগণের হীনাবস্থা সবিশেষ হৃদ্বোধ করিতে পারিবেন। অভিনয়-অনুপযোগী হওনাশঙ্কায় ইহাতে পদ্যাদি নানা ছন্দ সাধ্যপক্ষে পরিত্যাগ করিয়াছি, তবে যে স্থলে দুই একটি না রাখিলে নিতান্ত নাট্যালঙ্কার বিহীন হয়, এমত স্থানেই তত্তাবৎ নিবেশিত হইয়াছে। যাহা হউক যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণেও ইহা আপনাদিগের স্বদেশ হিতৈষী এই সাধিয়সী চেষ্টার ফলোৎপাদন কত্বা সম্বন্ধে সাফল্য সম্পাদন করে, তাহা হইলে স্বীয় যত্নায়াসে পূর্ণাভীষ্ট বোধে, সমধিক সুখী হইব নিবেদন মিতি।

সোমড়া বাটী
৩০এ বৈশাখ।
শঃ ১৭৮৮।

ভবতামেকান্ত বশম্বদ
শ্রীবিপিনমোহন সেনগুপ্তস্য।

বিজ্ঞাপন।

যোড়াসাঁকো নাট্যশালা-অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে লিখিত এতৎ পুস্তকে মুদ্রিত পত্র খানি পাঠে সাধারণে, এই নাটক প্রণয়নের উদ্দেশ্যাদি বিদিত হইবে। দুঃখের বিষয় এই যে, ইহার পরীক্ষক মহোদয়েরা কিছু কাল বিলম্বে স্ব স্ব অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। বিশেষতঃ তৎপরেও প্রোক্ত নাট্যশালা-সমাজ বিগত জীবন হওয়ায়, কোথা হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়া যাইবে তন্নির্ণয়ে সমধিক সময় অতিবাহিত হয়, পরে গুণগণ যুক্ত শ্রীযুক্ত অধ্যক্ষ বিশেষের সবিশেষ প্রয়াসে পারিতোষিকে পরিতুষ্ট হইয়া এই পুস্তক মুদ্রিত করা গেল। এক্ষণে সাধারণের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা, তাঁহারা পুস্তক খানি আদ্যোপান্ত পাঠে আমাকে উৎসাহান্বিত ও সফল-প্রযত্ন করুন।

বর্ত্তমানে বহুবিধ নাটক রচিত ও তৎপাঠনা প্রায় সর্ব্বত্রে প্রচলিত হওয়ায়, দেশীয় কুরীতি কলাপ পরিবর্ত্তন ও তদ্বিনিময়ে বিশুদ্ধ প্রণালী প্রভৃতি প্রবর্ত্তন বিষয়ে প্রভূত উপকার প্রদর্শিত হইতেছে, সন্দেহাভাব। কিন্তু তত্তাবৎ যদি সাধারণ উৎসাহ সহকারে অভিনয়-মন্দিরে প্রদর্শিত হয়, তাহাতে দ্বিবিধ উপকার লাভের সম্ভাবনা, প্রথমতঃ তন্মূলক কুরীতি আদি নিবারণ, ও উদ্দেশ্য কল্প সংসাধন ও সং... ের সোপান দর্শক বর্গের হৃদয়মন্দিরে স্বতঃই সংস্থাপিত হয়। দ্বিতীয়তঃ বর্ত্তমানে যাত্রাদি প্রণালীর পরিবর্ত্তনে নাট্যাভিনয়ের উপযোগিতা ও ঔচিত্য ক্রমশঃ সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকে। সত্য বটে, এতন্নগরীস্থ সম্পত্তি সম্পন্ন মহোদয়েরা সময়ে সময়ে অভিনয় সন্দর্শনে পরাঙ্মুখ নহেন, কিন্তু তাঁহাদিগের বিবেচনা করা উচিত যে চিত্তরঞ্জক পরিণতি মিলন সূচক সংস্কৃত অনুবাদিত ও অভিনব প্রণীত, নাট্যাভিনয় নিচয়, যখন অভিনয়ের সমীচীনতা সাধারণের অন্তর্নিহিত হইবে, তখন সহজেই তত্তাবৎ অনুষ্ঠিত ও আচরিত হওয়া সুদূর সম্ভব নহে। সে মতে স্বদেশ হিতকরী চিত্তাকর্ষণী শোচনীয় ঘটনাবলীই সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগের ইপ্সিত ও অভিলষিত হওয়া কর্ত্তব্য।

পরিশেষে, এ নাটকের পরীক্ষকদ্বয়, সংস্কৃত কালেজের ইংরাজী অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়, তথা প্রেসীডেন্সী কালেজের সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকমল বিদ্যাম্বুধি ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহা ইহাতে সন্নিবেশিত হইল। তাঁহাদের সিদ্ধান্তে আমার এই প্রথমোদ্যম প্রসূত নাটক খানি যে এতদূর সর্ব্বাঙ্গীন হইবেক, ইহা স্বপ্নেও বিবেচিত হয় নাই, কিমধিকং ইতি।

কলিকাতা
২৯শে কার্ত্তিক
শঃ ১৭৯০

শ্রীবিপিনমোহন সেনগুপ্ত।

পরীক্ষকদিগের অভিপ্রায়।

২৫এ ফেব্রুয়ারী ১৮৬৭।

দুই খানি নাটক আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বোধ হইতেছে যে বিপিন মোহন সেনগুপ্ত-প্রণীত গ্রন্থ খানিই সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। যে যে গুণ বিদ্যমান থাকিলে দৃশ্য কাব্য উপাদেয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ বর্ণিত ব্যক্তিগণের চরিত্র নির্ব্বাচন, ইতিবৃত্ত রচনার চাতুরী, ভাষার লালিত্য ও অবসরোচিত ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গী ধারণ প্রভৃতি যে যে বিষয় নাটকে থাকিলে লোকের মনোরঞ্জন ও তৎসহকারে সদুপদেশ প্রদান হইবার সম্ভাবনা, বিপিনমোহন সে সকল বিষয়েই তাঁহার প্রতিবন্দী অপেক্ষা সমধিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। * * * * *

তথাপি ন্যায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক আমাকে বিনা সঙ্কোচে জানাইতে হইতেছে যে, যে উদ্দেশে এই পারিতোষিক বিতরণের অভিসন্ধি বিতরণ কর্ত্তাদিগের মনে উদয় হইয়াছিল, আমার মতে সে উদ্দেশ বিপিনমোহনের গ্রন্থ রচনা দ্বারাই বিশিষ্ট চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে। সুতরাং অখণ্ড পারিতোষিক তাঁহারি পাওয়া উচিত বলিয়া আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে। ইতি

(স্বাক্ষর) শ্রীপ্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী।

আমার পরীক্ষা কার্য্যের সহযোগী মহাশয় যে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসমুদায় সর্ব্বাংশেই আমার নিরবচ্ছিন্ন ঐকমত্য আছে। * * *

(স্বাক্ষর) শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

কৃপারাম রায় ... ... কোন প্রৌঢ় গৃহস্থ।

প্রসন্নকুমার ও বসন্তকুমার ... .. তস্য পুত্রদ্বয়।

হিরণকুমার ... . প্রসন্নর শিশুসন্তান।

নটবর বন্দ্যোপাধ্যায় ... . প্রতিবেশী বংশজ ব্রাহ্মণ।

গোপালচন্দ্র ও বেণী মাধব ... .. কালেজের ছাত্রদ্বয়।

ষষ্ঠিদাস ... . নটবরের ছোট জামাতা।

রামদাস ... . কৃপারাম ও নটবরের পুরোহিত।

হরিদেব তর্কালঙ্কার ... . গ্রামাধ্যাপক।

আচার্য্য ... . গ্রহাচার্য্য।

বিধুভূষণ ... ... বৈদিক ব্রাহ্মণ।

মধু বন্দ্যোপাধ্যায় .. .. কুলীন ব্রাহ্মণ।

ঘনশ্যাম ... ... তর্কালঙ্কারের শিষ্য।

কুশাই ... ... পূর্ব্বদেশীয় ভৃত্য।

নিধিরাম ... ... ড্রাইভের রোকা।

সনাতন পাঁড়ুই ... ... মাজি, মাল্লা।

এতদ্ব্যতীত গণক, সন্ন্যাসী, ডাক্তার, ইনস্পেকটর, চৌকিদার, কন্‌ষ্টেবেল, মাজিষ্ট্রেট্ এবং মোক্তার ইত্যাদি।

স্ত্রী।

কমল .. .. কৃপারামের সহধর্ম্মিণী।

মোহিনী .. .. প্রসন্নর প্রথমা স্ত্রী।

শশিমুখী ... ... প্রসন্নর দ্বিতীয়া স্ত্রী অর্থাৎ নূতন বধূ।

প্রমদা .. .. .. বসন্তের স্ত্রী।

সুমতি ও গোলাপী .. কৃপারামের বিধবা কন্যাদ্বয়।

নিস্তারিণী .. .. .. প্রতিবেশী বিরহিণী কুলীন কন্যা।

রাইমণি ... . নটবরের স্ত্রী।

কামিনী	…	…	…	অন্য কুলীন কন্যা। নবুর সহধর্ম্মিণী।
জগৎমোহিনী	…	…	..	নটবরের জ্যেষ্ঠা কন্যা।
মনোরমা	…	…	…	ঐ অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা।
হরমণি	…	…	…	নাপতিনী।
সহচরী	..	..	..	কৃপারামের বাটীর যুবতী দাসী।
ধাই	..	..	..	সূতিকা গৃহের ধাত্রী।

শুদ্ধিপত্র।

☞ নিতান্ত অবকাশ বিরহে সমস্ত প্রুফ্ দেখিতে ও সংশোধন করিতে না পারায় পুস্তকের অনেকানেক স্থলে বর্ণাশুদ্ধি দৃষ্ট হইবেক। পাঠক মহাশয়েরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অগ্রে তত্তাবৎ সংশোধনে, পাঠারম্ভ করিয়া পরম বাধিত করিবেন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শোধন।
৫	১৯	জানে	জেনে।
৯	৯	প্রৌঢ়	প্রৌঢ়া।
১০	৬	স্থালায়	স্থালয়ে।
১২	২২	চিড়ে	চিঁড়ে।
১৪	১৬	ক্ষন্ত	ক্ষান্ত।
১৮	১২	হাসো	হাসা।
২০	১৭	মলয় নিল	মলয়ানিল।
২০	১৭	কোকিল কোকিলা	কোকিলা কোকিল।
২৪	২৭	কুশোষ্ট	কুশাষ্ট।
২৫	২০	দেখে	দেখেছে।
২৬	২৬	কেন;	কেন?।
২৭	১৪	কান্ত-নৌকার	কান্ত, নৌকার।
২৮	১৭	জানিস	জানিস?।
৩০	২২	এখকার	এখনকার।
৩১	৩	দেশের	দেশের।
৩১	২০	আর কি হবে।	আর কি হবে?।
৩১	২৬	বিতর্ক	বিতর্কে।
৩২	৯	বাগজী	বাবাজী।
৩২	১০	বাগজীর	বাবাজীর।
৩৪	৪	দমামি	দমামি।
৩৪	১৯	তৈম্ব:মত্তা	তৈম্ব মত্তা।
৩৫	৮	আপনার	আপনাপন।

পৃষ্ঠা	পঁক্তি	অশুদ্ধ	শোধন।
৪৪	২১	আশা	আসা।
৪৮	১২	শুনলে।	শুনলে?।
৫৫	১৭	‘বোলবোকি’	,বোলবোকি,।
৬০	৪	প্রয়োজক	প্রয়োজক;।
ঐ	২৬	পরস্পর	পরস্পর।
৬৪	২৮	শুনি	শুণি।
৬৯	৭	যাক,	যাক (প্রকাশে)।
ঐ	২৬	করুণ	করুন।
৭০	১	বেদলে	বদলে।
ঐ	২০	করুণ	করুন।
৭১	৪	করুণ	করুন।
ঐ	৯	করুণ	করুন।
ঐ	১৭	করুণ	করুন।
৭৮	২৪	নিতে	দিতে।
৮২	২৫	হলো	হোলো।
৮৭	৬	হর মাপত্তিনীর প্রবেশ	প্রমদা আসীন, হর
৮৯	১১	যে থালে	যেথানে
৯০	১২	কথন্ত	কথক।
৯১	১০	শাড়ী	শাটী।
৯২	১৬	দাবেন	ভাবেন।
৯৪	৬	তে বাস্টে	তেবাস্টে।
৯৫	১৯	সিদ্ধই	সিদ্ধ।
৯৭	১২	কোন্	কোন।
৯৮	২২	রাছে	যাছ?।
৯৯	৪	দেকৃনা	দেকনা।
১০৫	২১	হওয়ায়	হওয়ায়।
ঐ	২৪	তুমি	টুমি
১১০	২৮	ভিরত	ভিতর।
১১২	২০	সম্পাত্তি	সম্পত্তি।

হিন্দুমহিলা নাটক।

প্রথমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৃপারামের অন্তঃপুর।

কমল ও মোহিনীর প্রবেশ।

কমল।—বৌ, সহচরী বলো বসন্ত বাড়ী এল, বাছার খাওয়া হয়েছে কি না জানিনে, হয় ত এখুনি ভাত চড়াতে হবে, তা কাউকে দেখ চিনে কেন—নতুন বৌ, গোলাপী, সব কোথা গেল?

মোহিনী।—ঠাকুর পো এখুনি বাড়ীর ভেতর এলেই খাওয়া হয়েছে, না হয়েছে, জানা যাবে; নতুন বৌ, ছোট ঠাকুরঝি সকলে ওপরে পাঁচালী পড়্‌চে; তা যে দিন কাল পড়েছে ওদের কি কিছু বল্‌বার যো আছে, এখুনি বাঘিনীর মত এসে তোমাকে খাবে।

কমল।—বটে—পাঁচালী পড়া হচ্চে, আমি বলি তারা এখন কাপড় কেচে আসিনি, কি হয়ত সাঁজ সোলতে পাকাচ্চে (উচ্চৈঃস্বরে) হ্যাঁলা ওনতুন বৌ, ওগোলাপী, তোদের কি আর মাব্‌তে নেই, দোতালায় বোসে বোসে পাঁচালী পোড়্‌চো......(নেপথ্যে মলের শব্দ)

গোলাপী ও শশীমুখীর প্রবেশ।

(গোলাপীর প্রতি) লেখা পড়া না শিখ্‌লে আর এমন দশা হয়েছে? তা যদি পোড়্‌তেই শিখিচিস্, মহাভারত আছে, রামায়ণ আছে তাই কেন পড়্‌না, কোথাকার দাশুরায়ের পাঁচালী, কি না, কি মজার শনিবার এই যত বেহায়া বোই, তাই পোড়্‌চেন্ (শশীমুখীর প্রতি) মর, মুখে

আগুন, একটু লজ্জা করেনা, বাঁজা বাঁজা না বল্যে এতদিন যে তিন ছেলের মা হোতে, ঈশ্বর গুপ্ত না বোলেচে " এরা এবি পোড়ে বিবি সেজে বিলিতি বোল কবেই কবে। "

শশিমুখী।—মরণ আর কি, সমস্ত দিন খেটে খুটে মরি, একটু জিরবার যো নেই, ও'য়ার ছেলে বাড়ী এসেছে তো আহ্লাদে আটখানা হয়ে, কারে খাবেন, কারে মারবেন, খুঁজে পাচ্চেন না। কেন গা, এত অপমান, এত বেখ্যানা কি প্রাণে সয়? না হয় তোমার ঘরে নাই থাকবো, সত্যিই কি দুট ভাত মেলেনা, রাত্তির দিন বেরো বেরো করেন, ঘরে ট্যাকা ভার হলো; ঘর কার? বলি কোটা কার? তোর ভাতার এই কোটা করেছিল-না কে করেছিল? ভাগ্যিস্ কোটা হয়েছিল, তাই মাতা দিয়ে এত ভারী জুরী।

কমল।—দেখ্লি বড় বৌ, বাছা কেন আমি পৌত্তুরের কামনায় তোমার স্বতীন এনে গলায় দিইচি, আমার প্রসন্নর চাকরিতে কোটা হয়েছে, তা আমি না বিয়ুলে কোথায় প্রসন্নকে পেতেন, তা মা (ক্রন্দন করিতে করিতে) আর আমার এস্থানে থাকবার ইচ্ছে নেই, আমি এখন মোলেই বাঁচি।

(সুমতির প্রবেশ।)

সুমতি।—বোর পায়ে নমস্কার, এমন বৌ কখন দেখিনি, মার সাদের বৌ, এখন ভোগ্ ভোগো, বুড়ো মাগী না হয় দুটো বলেচে, তাই কি এত করে বলতে হয়, এত শোনাতে হয়, এখনকার কলিকালের মেয়ে, বাপরে বৌ ঝি নিয়ে ঘর করা ভার হলো,—ভেলা—

শশী।—এত ব্যাখ্যানাতেও কি মন উঠ্লোনা, আবার মায়ঝিয়ে লাগলে, আমাকে বলবার জুগ্গতা কি? আমাকে বলে কার সাধ্যি? এই যে চাকরি গেছে তবু সেদিন বাড়ী এসে দশ টাকা য়মাৎ করে দিলে, যার খাওয়া তারি সর্ব্বনাশ, দুদ কলা দিয়ে সাপ পোষা আর কি?

বসন্তের প্রবেশ।

বসন্ত।—আমি এই জন্যেই বাড়ী আস্তে চাইনা, একে গ্রীষ্মকাল, তাতে কালেজ বন্ধ হল, তাই এলেম, নইলে আস্তেমনা; যখন বাড়ীর ভিতর আস্বো, এক দিন দেখলেমনা যে সকলে চুপ্ করে আছে, কি

ভাল কথা হচ্চে, কেবল গোল যোগ, ঝগড়া ঝাঁটী, কোন্দল কচ্‌কচি। মা কোথায়?

কমল।—এস বাবা এস (বসন্তকে প্রণাম করিতে দেখিয়া) রাজা হও, মার্কণ্ডের পেরমাই হোক্, কুবিরের ধন হোক্; বাবা খাওয়া হয়েছে?

বসন্ত।—যে তোমাদের ঝগ্‌ড়া, ঝগ্‌ড়া, আড়ালে থেকে শুনেই, পেট ভরেচে। আমি সর্ব্বদাই বলি, তুমি কোন কথাতেই থেকোনা, বুড় হয়েচ, কোন্ দিন মরে যাবে, তখন এসব মনে হলে শুদ্ধ কান্না সার হবে, সংসার যাক্ আর থাক্, তুমি কোন বিষয়েই থেকনা, কোন কথায় কথা কওনা।

কমল।—কথা না কয়ে কি বাবা থাকা যায়, যতক্ষণ আছি, কাজেই যে দেখ্‌তে হয়, কাজেই করতে হয়, যে তোমার ঘরের দশা, বাবা কাউকে কোন কাজ দিয়ে নিশ্চিন্দি হবার যো নেই, তবু যাই বড় বৌ ছুঁড়ী আর সুমতি আছে, তাই সংসার আজো চলচে, নইলে এতদিন কে কোথায় পালাত তার ঠিকানা নেই, তা মুখ শুকিয়ে গিয়েছে দেকচি; গোলাপী এখুনি ভাত চড়িয়ে দিক্, ভাত খাও।

বসন্ত।—এখন কিছু জল টল খেতে দেও, রাত্তিরে একেবারে ভাত খাব, অবেলায় আর খাবনা।

(বসন্তের জলযোগ ও সকলের স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বেণীমাধবের বাটীর গেট।

(একদিক হইতে বেণীমাধব অপর দিক হইতে গোপালচন্দ্রের প্রবেশ।)

বেণী।—গুড্ মরনিং বাবু।

গোপাল।—আরে গুড্ মরনিং (হস্ত ধারণ করিয়া) তবে বেণী বাবু ভাল আছেন ত, আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেচি, কবে আসা হলো?

বেণী।—বাঃ আমিও তোমার কাছে যাচ্চি; কাল বাড়ী এসেচি; তোমাদের কালেজ কতদিনের জন্যে বন্ধ হলো।

গোপাল।—সর্ব্বত্রেই সমান, সতের দিন বন্ধ হয়েছে, ১লা জুন খুলিবে। বেণীবাবু এস বাড়ীর মধ্যে যাই (বৈটক খানায় প্রবেশ)।

বেণী।—আরে ভাল হয়ে বসো, তবে কালেজের নূতন খবর কি ?

গোপা।—নূতন খবর এমন কিছু নাই, তবে আজ কাল বাঙ্গালা প্রফেশর্ দুটী খুব ভাল হোয়েচেন, পূর্ব্বকার মত বাঙ্গালা ভাষা এঁদের হাতে আর হাবুডুবু খাচ্চেনা, তবে যেমন এদিকে ভাল, আবার ইংলিশ লিটারেচরের দশাও সেইরূপ হয়েছে, গবর্ণমেন্টর নিকট ত আর বিচার নাই, রাঙা মুখ পেলেই চেয়ারে বসিয়ে দেন্, তবে যাই নবীন বাবু হিষ্ট্রির প্রোফেশর হয়েচেন, তাই হিষ্ট্রিটে আজ কাল ভাল হচ্চে। যাহোক তোমাদের কেমন পড়া হতেছে?

বেণী।—আমাদের বাঙ্গালা ও সংস্কৃত বেশ পড়া হচ্চে; ম্যাথেম্যাটিক্স ত ভাল হবারই কথা, তবে লিটারেচারের দিকেই আল্‌গা, যা হোক এখন ফিমেল্ স্কুলের কি উপায় করচ তা বল ?

গোপা।—মেল স্কুল থাকেনা, ফিমেল স্কুল সংস্থাপন! তবে ভাই আমার যত্নের ক্রটি হবেনা, দেখা যাক শেষে কি হ... যে দেশের দশা হয়েছে, মেয়ে স্কুল হবে শুনে যত লোক নেচে উ...., এরপর কত কথা হবে সকলই শুনতে পাবে।

বেণী। নেচে উঠ্‌তে ভাই তোমাদের... পাড়ার ভুঁদো বাবু আর ভুঁদো ভট্টাচার্য্য; ভুঁদো বাবুরা না মলে আর দেশের শ্রীবৃদ্ধি হবেনা, সকল বিষয়েই বেটারা যেন অগ্রে বাধাদিয়ে বসে আছেন; ভাল কর্‌তে পারিনে মন্দো কর্‌তে পারি।

গোপা।—বাস্তবিক যা বলো মিথ্যা নয়, বসেদের অন্নদা বাবুর মুখে শুনেচি, সেবারে তাঁরা কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজ হও হইতে স্কুল সংস্থাপন করবার নিমিত্ত দেবেন্দ্র বাবুর সহিত সব ঠিক ঠাক করেছিলেন, দেবেন্দ্র বাবু অনুগ্রহ করে আমাদের দেশ কিরূপ, ভদ্রলোকের বাস আছে কি না, স্কুলটি কোন্ স্থানে সংস্থাপিত হওয়া উচিত, এই সকল তদারক করবার জন্য দুই জন ভদ্রলোককে পাঠায়েছিলেন, অন্নদা বাবুরা আমাদের

পাড়ার খুদিরাম রায়ের দোতালা বাড়ীতে তাঁদের আদর পূর্ব্বক বাসা দিলেন। ভুঁড়ীওয়ালা মহা-পুরুষেরা দেখ্লেন তবে ত সকলি স্থির হয়, গ্রামে স্কুল হয়ে দেশের উপকার হয়, তখন দুই প্রহর রাত্রে গোছাড় ইঁট্ পাট্কেল সব ছুড়ে ছুড়ে কপাটে ও ছাতে ফেলিতে লাগলেন!! যাই পাকা বিল্ডিং, তা নইলে কলিকাতার বাবুরা সেই খানেই থাক্তেন; তার পর দিবস সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তাঁরা কলিকাতায় পাড়ি মারেন; অন্নদা বাবুদের সেই অবধি ব্রাহ্মসমাজে গতায়াত বন্ধ হয়েছে।

বেণী।—বটে আমিত এপর্য্যন্ত ইহা শুনি নাই, তবে বড় মজাই হয়ে গিয়েছিল, যাহোক্ ভাই যদি লেডী স্কুল করলেই দেশের সর্ব্বতঃ শ্রীবৃদ্ধি হলো, তবে ভাবনা কি? কোন্টা ভাবো ভাই, আমাদের দেশের বাল্য-বিবাহ নিবারণ, অবস্থানুসারে বিধবাবিবাহ প্রচলিত, স্ত্রী-বৃন্দের পরিধেয় সম্বন্ধে নূতন প্রণালী সংস্থাপন, কুলীনদের কুল ত্যাগ করান, বংশজদের বিবাহের উপায়, আর বৈদিকদের পেটে পেটে সম্বন্ধ নিবারণ এই সকল, আর তার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীবিদ্যা প্রচলিত কর্তে পার, তবু একদিন আংশিক শ্রীবৃদ্ধি হয়।

গোপা।—বাল্য-বিবাহই বিধবা হবার ও ভ্রূণ হত্যার এবং অকাল মৃত্যুর নিদানভূত কারণ, তার সন্দেহ কি? তবে ভাই একেবারে এক সময়ে সকল সুবিধা হয় না; সকল বিষয়ই ক্রমেক্রমে হয়ে থাকে। কুলীনদের সকলেই বংশজ, তোমাদের যে বল্লাল সেন কুলের সৃষ্টি করে গেছেন, তাতে দেশ অয়রাণ হলো; সে যা হোক সকল বিষয়ই দশের চেষ্টা ভিন্ন তোমার আমার চেষ্টায় কত দূর হবে?

বেণী।—কুলীন হতে দেশের যে অনিষ্ট হতেছে আমি ত তাতে বল্লালের কোন দোষ দেখিতে পাইনে। বল্লাল সেন নব লক্ষণ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে কুলীনের পদে পদস্থ করে গেছেন যথার্থ তা বলে তিনি ত আর কুলীনের ছেলে হলেই কুলীন হবে, এমত নিয়ম করেন নাই।

গোপা।—বাঃ তোমার মনে নাই, বেঙ্গল হিষ্ট্রিতে কি পড় নাই? "but unfortunately he made the rank hereditary."

বেণী।—ও কথা মার্শম্যান্ সাহেবের না জেনে লিখিবার ভ্রম;

আমি বৈদ্য জাতির অনেক বৃদ্ধ মহাত্মার নিকট শুনেচি, বল্লালের আদৌ এমত মতই ছিল না, যে কোন কুলীনের নব লক্ষণ বিহীন পুত্র পৌত্র প্রভৃতি কুলীন বাচ্য গণ্য হবে; শুদ্ধ ঘটক সিংহ প্রভৃতি কএক জনের প্রয়াসে ও ক্রমে দেশাচার বশতঃই কুলীনদের এরূপ দুর্দ্দশা ঘটেচে; নতুবা তিনি কি নিয়ম করেছিলেন, বিবাহের বাঁদা বাঁদিতেই কুল থাকবে আর কুল যাবে? পরস্পরের মেল দেখে বিবাহ দিতে পারিলেই কুল থাকবে. আর অমেলে কন্যাদান করলেই কুল যাবে? কথনই নয়। তিনি কি কুল সৃষ্টিকালে, বলেছিলেন, আশী বছরের বুড়কে আর দশ বছরের ছেলেকে কুলীনদের প্রৌঢ় ও যুবতী কন্যাগণের সহিত বিবাহ দিতে হবে? তবেই কুল রক্ষা হবে? কথনই নয়। বস্তুত আমি প্রায় সকলের মুখেই বল্লালের নিন্দাবাদ শুনতে পাই; কিন্তু আদৌ কুলীন সৃষ্টি বিষয়ে তাঁর কোন দোষ নাই; ধন্য দেশাচার, দেশাচারকেই প্রণিপাত !!

গোপা—তবেত বল্লালের দোষ দেওয়া কোন মতেই উচিত নয়।

বেণী—নয়ইত, তবে হিতে বিপরীত হয়েছে, তিনি করতে গেছিলেন এক, হয়ে উঠেছে আর। আর, আমরা বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপনের ছাজার চেষ্টা করি, এখানকার স্ত্রীলোকেরা ব[illegible]রিচয় পড়তে শিখলেই অমনি কৃষ্ণ লীলা, পাঁচালী, বিদ্যাসুন্দর কামিনী কুমার, চন্দ্রকান্ত, জীবন তারা প্রভৃতি পুস্তক পড়ে সে সকলের রসগ্রাহী ও স্বাদগ্রাহী হতে পারা, ও পয়ারাদি ছন্দো বন্ধ শিক্ষা করা দূরে থাক, অগ্রেই আদি রসে রসিকা হয়ে পড়ে। বালিকা ও যুবতীদের এরূপ কুভাষা পাঠ ও "রাঁড় ভাঁর মিথ্যে কথা—তিন নিয়ে কল্‌কেতা" প্রভৃতি যে সকল কদর্য্য পুস্তক দিন দিন ছাপা হতেছে, এই সকল পুস্তক পাঠ উঠাতে না পারলে আমাদের বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপনের চেষ্টা করা বিফল।

গোপা।—বাস্তবিক তুমি যাহা বললে যথার্থ, ভাল জিনিষ, কি ভাল বিষয় খুব ভাল বটে, কিন্তু যদি তাহা উত্তমরূপে পরিচালিত, কি প্রবর্ত্তিত কিম্বা শিক্ষিত করা না হয়, তবে তদ্দ্বারা যে ফল উৎপন্ন হয়, তাহা মন্দ বিষয় অপেক্ষা মন্দতর সন্দেহ নাই। মিথ্যে

নয় স্ত্রীবিদ্যা ভাল বটে, কিন্তু যদি, তুমি যেরূপ বললে, ঐরূপে স্ত্রীবিদ্যা এদেশে প্রচলিত হয়, তবে আদৌ অবলাগণের বর্ণপরিচয় না হওয়াই উচিত।

বেণী।—যা হোক্‌ ভাই এই কএক দিন আমরা বাড়ীতে আছি, ইহার মধ্যে সবস্‌ক্রিপ্‌শন্‌ করাইয়া বালিকাবিদ্যালয়টী সংস্থাপন করিয়া যেতেই হবে।

গোপা।—আমাদের ত যত্নের ত্রুটি হবেনা; তুমি এক খানা বেলাক বুক্‌ বেঁধে রেখো, কাল কল টেনে নাম ধাম বসান যাইবেক; তবে আজ বাড়ী যাই; কাল তুমিই নাহয় আমাদের বাড়ী যেও (গমনোদ্যত)।

বেণী।—আচ্ছা ভাই আমিই যাব।

গোপা।—গুড্‌ বাই।

বেণী।—(গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) গুড্‌ বাই।

উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৃপারামের অন্তঃপুর।

রাইমণির প্রবেশ।

রাইমণি।—হ্যাঁগা কাউকে দেকিনে যে; তোরা সব কে কোথায় গেলি (কমলের প্রবেশ)—এই যে বেয়ান; হ্যাঁগা বেয়ান, তোমার সুমতি, গোলাপী, বৌয়ো সব কোথায় গেল?

কমল।—এস বেয়ান এস, উটনে দাঁড়িয়ে কেন, ঘরে এসে বোস, মেয়েরা বৌয়ো সব ঘরেরি ভেতর আছে।

রাইমণি।—আর বোসবনা বেয়ান আজ বসবার অবকাশ নেই—

(সুমতি গোলাপী প্রভৃতির প্রবেশ)

এই যে মা রা—সব্বাইকে দেখ্‌চি; আজ আমার মনোরমার বিয়ে,

বাছা তোরা সকাল সকাল যাস্, তোদের জেয়াদা আর কি বলবো; আমার ঢের কন্ম আছে।

গোলাপী।—হ্যাগা মনোরমার বিয়ে, মনোরমার বয়েস কি, যে বিয়ে দেবে, সম্মন্ধই বা করে হল; কথায় বলে ওট্ ছুঁড়ী তোর বিয়ে, এ যে তাই হল দেখি।

রাই।—আর মা বংশজের মেয়ের বিয়ে, তুমিও যেমন, সেদিন কত্তাটি পাত্তর দেখে এসেচেন; তা মা তোরা আজ কাপড় চোপড় কেচে আয়, আমি আর দাঁড়াতে পারিনে, এখন ছাই আমলা ঝাল ঝাড়া বাটা, বরণ ডালা সাজান কিছুই হইনি।

কমল।—তা বেয়ান তুমি যাও, আমি বৌদের মেয়েদের সব্বাইকে সন্ধের সময় পাঠিয়ে দেব।

রাই।—তবে বেয়ান আসি। (স্ব স্ব কার্য্যে কমল ও রাইমনির প্রস্থান)।

গোলা।—অবাক্ কল্যে ভাই! মনো শুনিচি ছয় উতরে সাতে পড়চে; বাছার এখন ধামী করে জলপান খাবার অভ্যাস যাইনি; এই মধ্যে বিয়ে, আবার বাছার কেমন বর আসে দেখা যাক্।

সুম।—তোর যেমন কথা, কুলীনদের যেমন মেয়ে হলেই বড় দুঃখু, বংশজের তেমনি মেয়ে হলেই আহ্লাদ মেয়ের বয়েসের বছরের বাড় লেই পোণের টাকা বাড়ে, মনোত সাত বছরে পড়েচে; তিন বছর চার বছরের মেয়ের বিয়ে হতে দেখেচি তা বাঁড়ুয্যে খুড়ুর কপাল ভাল, সাত বছরের মেয়ে, অভাবে তিন শো টাকা পণ্ নেবে।

মোহিনী।—(গোলাপীর প্রতি) হ্যাঁলা ছোট্‌ঠাকুরঝি, তুই কি শুনিস নি তোর বিয়ের সময় যে আড়াই শো টাকা পণ পাওয়া গিয়েছিল।

গোলা।—তবে ত দিদির বিয়েতে আমার দুগুণ পণ, বাবা নিয়েছিল।

সুম।—মর্ ছুঁড়ি তোর দুগুণ কি?—বল্ তোর বিয়ের পণের দুগুণ।

মোহি। দূর ছোট্ ঠাকুরঝি, জানিস্‌নে আমার আর বট্ ঠাকুরঝির বিয়ে পরিবর্ত্তে হইছিল।

গোলা।—পরিবর্ত্তে কি না, কারুর বিয়ে কখন পরিবর্ত্তে হয়? তবে মনোর বিয়ের পরিবর্ত্তে না হয় তুই যা, ওদের নকুল বরকে বিয়ে কোরগে।

মোহি।—দূর ছুঁড়ি, পরিবর্ত্ত বুঝিস্‌নে? এই তোদের বাড়ী আমার যেমন বিয়ে হয়েছে, তেমনি আমার দাদার সহিত আবার বউঠাকুরঝির বিয়ে হয়েছিল; তাই পরিবর্ত্ত হলো, এখন বুঝ্‌লি?

গোলা।—একেই বলে পরিবর্ত্ত, তাইতে দিদিকে তুই কখন কখন বৌ বলেও ডাকিস্ বটে, (সুমতি ও মোহিনীর প্রস্থান, নিস্তারিণীর প্রবেশ) এই যে নিস্তার, এস, কি মনে করে?

নিস্তারিণী।—কি মনে করবো না? যা মনে করবার তাই মনে কচ্চি—বলি পরিবর্ত্ত পরিবর্ত্ত কি বলছিলি না?

গোলা।—না ভাই বলি বংশজদের পরিবর্ত্তে বিয়ে হয়, তাই শুন্‌ছিলেম, তা ভাই অবাক্ কল্যে যে, শুনচি এক দলের ভাই বোন্ আর অন্য দলের ভাই বোনে, বিয়ে হয়ে থাকে।

নিস্তার।—বলি এই বুঝি বড় আশ্চর্য্য হলো, কত লোক যে খুড় ভাইঝি আর ভাই বোনে বিয়ে করে।

গোলা।—সে আবার কেমন লো?

নিস্তা।—বুঝলিনে, পরিবর্ত্তে সবই হয়, খুড় বিয়ে কল্যেন আমাদের বোনকে, আর জামাই বিয়ে কল্যেন ভগিনীপতির ভাইঝিকে।

গোলা।—তবে কি সম্পর্ক হলো বল দেখি?

নিস্তা।—ও ভাই কুলীনদের ও বংশজদের সম্পর্কের কথা বলিসনে, ওসব ছাগুলে গোত্র।

গোলা।—তবে নিস্তার "যা মনে করবার তাই মনে কচ্চি" বলো, তবে কি মনে কচ্চো?

নিস্তার।—মরণ আর কি, কখন কি বলেচি, তোর তাও কি মনে আছে?

গোলা।—মনে থাকেনা না, যে নিশ্বেস ফেলে ঐ কথাটি বলিা, তা কাজেই যে মনে থাকে।

নিস্তা।—তবে কি মনে কচ্ছিলেম, শুনবি?—শোন্।

এ হেন বসন্ত কাল, কি কব লো সই,
প্রাণকান্ত বিনে ভাই, বেঁচে মরে রই।
পিকবর নিরন্তর, কুহুরব করে,
অন্তর বিদরে তাহে, ধৈরজ না ধরে।
মলয় মারুত বহে, শিহরয় অঙ্গ,
বিরহিনী-হীনপ্রাণে জ্বালায় অনঙ্গ।
সুধাকর বলে সবে—সুধা আছে করে,
বিষধর সম বিষ, ক্ষরে তার করে।
ভেবে ভেবে অনুক্ষণ তনু হলো ক্ষীণ,
কান্তবিনা স্বর্ণ কান্তি লাবণ্য বিহীন।
কবে বিয়া করি মোরে, চলে গেছে সই,
কত যে বসন্ত এল, তার দেখা কই?
মনে মনে কত ভাবি, দেখা যদি পাই,
যত সাধ আছে মনে, সাধিব লো ভাই।
সে আশা দুরাশা হলো, হবে না সুসার,
মরিলে নিস্তার এবে, পাইবে নিস্তার।
তাই ভাই মনে মনে কত ভাব ভাবি,
ভাবনা ভাবিয়া ভাবী, হয়ে আছি হাবি।

এখন শুন্‌লি গোলাপ, কি মনে কচ্চি?

গোলা।—তুই যদি ভাই বলিস্, তবে বলি শোন্।

কি বসন্ত কি হেমন্ত, সকলি হয় দুরন্ত,
অনন্ত তাপিনী—মোর প্রতি।
শুনিয়াছি ওলো সই, তোর দিব্য সত্য কই,
কবে বিয়ে করেছিল পতি।
সে সব কথার কথা, মনাগুনে মনোব্যথা,
শত গুণ জ্বলে উঠে ভাই;
সে জ্বালা জুড়াতে জলে, জলেতে দ্বিগুণ জলে,
জ্বর জ্বর হয়ে আছি ভাই।

জীবনে জীবন্মৃত, মনে মনে ভাবি কত,
জীবনে জীবন করি দান।
আত্ম হত্যা পাপ যত, মনে উদি অবিরত,
করে নাকো ভব দুখে ত্রাণ।
যে অবধি এই দশা; ঘটিয়াছে কি দুর্দ্দশা,
আজ কাল বুঝিতেছি বেশ;
পলকে প্রলয় দেখি, আমার কি হল সখি,
নিশি যোগে শয্যা কাঁটা শেষ।
মনেতে যতেক দুখ, যদি না বিদারি বুক,
কেমনে দেখাতে পারি বলো?
দিবা কাল নিশাকাল, সকাল বিকাল কাল,
সব কাল, কাল মোর হলো।
কখন হইবে আসা, তোমারত আছে, আশা
ধৈর্য্য ধর, যা থাকে লো ভালে;
এভব যন্ত্রণা যত, দহে চিত্ত অবিরত,
নিস্তার, আমার, চিতানলে!!

তবে নিস্তার আমার নিস্তারের কথা শুনলি?

নিস্তা।—তা ভাই তোর যে নেই, তুই কি করবি—আমার যে থাক্‌তে নেই, যদি তোর মতন হতেম, তবু মনকে বুঝিয়ে রাখ্‌তেম।

শশিমুখীর প্রবেশ।

শশী।—কিলো নিস্তার যে, আর যে বড় আমাদের বাড়ী মাড়াসনে? এখন এত মাগ্‌গি হলি কেন, ঠাকুর জামাই এসেচেন নাকি?

নিস্তা।—তোর মতন ত আর রঙ্গ পড়েনি যে অত রঙ্গ কর্‌বো; তা হোক নতুন বৌ, আজকে ভাই কার পালা? আজ যে দেখ্‌চি বড় হার ভার, বোধ করি তোরই পালা।

শশী।—পালা আবার কি—এ আবার কি কথা।

গোলা।—নিস্তারিণী ঠিক্‌ত বেশ বলেচে, দাদা বাড়ী এসেচেন, তা আজ তোমারি ত পালা বটে।

নিস্তা।—দেখ লিলা আমিত ঠিক বলেচি, নইলে এত চুল বাঁধা, আর টিপ্ কাটার ধুম; পালাপালি নাহলে এত?

গোলা।—তোর ভাই পালাপালি শুনে কান ঝালাপালা হলো, এখন আমরা আজ রেতের মত পালাতে পাল্লিই বাঁচি।

নিস্তা।—মিথ্যে নয় ভাই, আজ বাঁড়ুজ্যেদের বাড়ীর গিন্নী, যার কাছে নেমন্তন্ন কোত্তে গিয়েছিল, তা ভাই আজ সকাল সকাল বিয়ে বাড়ীতে যেতে হবে (আকাশ পানে দৃষ্টিপাত করিয়া) আয় গোলাপ কাপড় কাচ্‌তে যাবি, আর বেলা নেই।

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয়াঙ্ক ॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নটবর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটী।

রামদাস, হরিদেব, তস্য শিষ্য ঘনশ্যাম, বর, নটবর, বরের পুরোহিত, বরযাত্রগণ প্রভৃতি বিবাহ সভায় আসীন।

রামদাস।—কৈ তর্কালঙ্কার খুড় কোথায় গেলেন?

ঘনশ্যাম।—তর্কালঙ্কারকে কাজ কি, কেন বিচার হবে নাকি? আগে তর্কালঙ্কারের শিষ্যকে পরাজয় হোক্, তার পর গুরুকে হবে।

রামদাস।—(স্বগত) হায় কি আক্ষেপ, স্বর্গীয় দিগ্বিজয় শিরোমনির পুত্র, এঁহার এই দশা, সভায় দুই একটি ব্রাহ্মণ এসেছেন, কোথায় এঁহাদের সঙ্গে মিষ্টালাপ করিবেন, না কোথায় দধি দুগ্ধের পরিমাণ বিষয়ে মধ্যস্থ হইতেছেন, আর ফলাহারের আয়োজনোপযোগী চিড়ে মণ্ডার ভাণ্ডারের নিকট অবস্থিতি; হা বঙ্গভূমি, তোমার দশা ক্রমে এইরূপই হবে, জানাই আছে। আমাদের এই স্থান কতই সুখাধার ছিল; দিগ্বিজয় শিরোমনি, জগদীশ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি মহাত্মারা জন্ম পরিগ্রহ করিয়া জন সমাজে ইহার মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, এখন কি না একটা বংশজ ব্রাহ্মণের সহযোগী গোটা কতক মূর্খ আর্কফলা যুক্ত বরযাত্র ব্রাহ্মণ

দেখেই তর্কালঙ্কার পলায়ন পরায়ণ হইলেন; হা-কাল তুই সকলই করিতে পারিস্ (প্রকাশে) ওহে ঘনশ্যাম, আমি তা বলচিনে, বলি তর্কালঙ্কার কোথায় ? বরযাত্র ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা এসেচেন, তাঁহার সহিত মিষ্টালাপ হইত।

ঘন।—আচ্ছা প্রস্তুত—আমিই মিষ্টালাপ করতেছি; কি মিষ্টালাপ চাই বলুন, মিঠে মিষ্টালাপ, কি ছাঁচি মিষ্টালাপ, একশো বার মধুরে মিষ্টালাপ—কি আলাপ চাই বল, এখনি দেখাচ্চি।

রাম।—ওহে আলাপ কি কখন দেখান যায়, না মধুরে, মিঠে, ছাঁচি, আলাপ হয় ?

বর যাত্র প্রথম ব্রাহ্মণ—(ঘনশ্যামের প্রতি) বলি আপনার একি প্রলাপ দেখ্‌তেছি ?

ঘন।—কি প্রলাপ শুন্‌বে, তবে শুন।

উরোৎ বয়ে রক্ত পড়ে, চোক্ গেলরে বাপ্ ;
হলো পূর্ণিমাতে অমাবস্যা, ছেলের হাতে সাপ্।
গোকুলেতে গোপ ললনার আকুল হলো প্রাণ,
অভিমন্যুর শক্তিশেল, যুধিষ্ঠিরের মান!!
এবার চৈত্র মাসের মধ্যেই মাঘে চড়কের দোল,
মাপ্তিনীকে সে সব বলে, করবো গণ্ড গোল।
বুড়ো বয়েসে ধেড়ে রোগ বড় যে চাতুরি,
বোনমানুষের মানুষ বিসে, বল হরি হরি।
সে দিন কাশী বাসীর কুত্ত মলো, কমিল্লেতে গিয়ে,
আজ মতিদাসের বিয়ে হবে, গায়ে হলুদ দিয়ে।

তবে ভটচাযি কেমন প্রলাপ শুন্‌লে ?

প্রথম ব্রাহ্মণ।—হাঁ শুন্‌লেম, একটা মিল হলেই হলো, যা হয় বল্লেই হলো, (রামদাসের প্রতি) মহাশয় ইনি কে ?

রাম।—(অন্যান্তিকে) অর্দ্ধ বাতুল, আপনারা রাগত হবেন না; (প্রকাশে) ইনি তর্কালঙ্কার খুড়র শিষ্য।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ।—(ঘনশ্যামের প্রতি) আপনার নাম কি?

ঘন।—আমার নাম ঘনেশ্যাম পাঁড়ি, বাপের নাম বলরাম ঢেঁড়ি।

দ্বিতীয়।—তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট কি পাঠ করেন?

ঘন।—চ্যারা পাট করি।

দ্বিতীয়।—চ্যারা পাঠ কেমন?

ঘন।—নিন, দু চ্যারা, তিন চ্যারা পাট্ কাটি।

দ্বিতীয়।—বটে সেই চ্যারা পাট, আমি বলি চ্যারা পাঠ কেমন।

রাম।—(অন্যদিকে) মহাশয়ও বাতুল বৎ, তর্কালঙ্কার খুড়োর বাড়ীতে থাকে, পড়া শুনা সব পরিচয়েইত বুঝতে পারলেন। আর কথায় কাজ কি, (প্রকাশে) তবে বাঁড়ুয্যে মহাশয়, লগ্ন হয়েচে, আর বিলম্ব কেন? —শুভস্য শীঘ্রং।

নট।—এক্ষণে একবার সকলের মত লই (সকলের প্রতি) তবে মশায়দের আজ্ঞা হয়ত, কন্যা সম্প্রদান করি।

সভাস্থ সকলে।—এইক্ষণে, এইক্ষণে, লগ্ন হয়েছে, আর বিলম্বের আবশ্যক নেই।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয়াঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নটবরের অন্তঃপুর।

নটবর, বর, পুরোহিত, রামদাস প্রভৃতি আসীন।

নট।—এমন পাত্রে আমি কখনই কন্যা সম্প্রদান করবো না, কি আশ্চর্য্য, মন্ত্রোচ্চারণ করতে পারে না, একি, এ কিএ, ঘটক বেটা আমাকে মজিয়েচে, আমি কি ষাট বছরের একটা হাবাকে সপ্তম বর্ষীয় বালিকা সম্প্রদান করিব, কখনই নহে।

বরের পুরোহিত।—মহাশয় ক্ষান্ত হোন্, ক্ষান্ত হোন্, বিবাহের দিন বলে পাত্র উপবাসী, সহজেই ক্লিষ্ট, কথা বেরুচ্ছেনা, তাতে আবার এই

প্রথম বিবাহ উপস্থিত, যা হোক আপনি বক্রভাব ত্যাগ করুন, দেখুন কন্যা সম্প্রদান করতে বসেচেন; এখন কি বিবাদ বিতণ্ডা চলে?

নট।—দুটো মন্ত্র বলতে, লোকে তবে দুটো তিনটে বিয়ে করবে বটে? কি, কখন হবেনা, আমি এখনই পাত্রান্তরের সহিত বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করবো, কখনই হবেনা, এরূপ কদর্য্য কন্যাকার—

রাম।—(নটবরের প্রতি) মহাশয় অত ব্যস্ত হবেন না, একটু স্থির হোন, (পুরোহিতের প্রতি) তবে মহাশয় এক কর্ম্ম করুন, আরো কিঞ্চিৎ পণ বলিয়া ফেলুন।

নট।—কি কিঞ্চিৎ কি, আরো পঞ্চাশ টাকা চাই; আমার জামাতার অভাব? এই রাত্রেই আমার কন্যার দশটা পাত্র আনতে পারি—আমরা বংশজ, আমাদের কন্যার বিবাহ আটক থায়?

রাম।—তবে মহাশয় আর চল্লিশটি টাকা আনুন।

পুরো।—মহাশয়, যত দোষ আমার হয়েছে, এক্ষণে আর রাগের সময় নাই—অনুগ্রহ করে ত্রিশটি টাকা লোন (টাকা দেওন)।

নট।—(টাকা গ্রহণ করিয়া) তবে (রামদাসের প্রতি) মন্ত্র বলুন (মন্ত্র পাঠ)।

রাম।—(বরের প্রতি) বলুন—প্রতি গৃহ্নামি।

বর।—বলুন প্রতি গৃহ্নামি।

রাম।—উঁহু তা নয়, আপনি শুদ্ধ “প্রতি গৃহ্নামি” বলুন।

বর।—উঁহু তা নয় আপনি শুদ্ধ প্রতি গৃহ্নামি বলুন।

রাম।—কি ভোগ (জনান্তিকে) হাবা নাকি? হলোনা একটু চুপ করে থাকি, তার পর প্রতি গৃহ্নামি বলবো।

বর।—কি ভোগ, তার পর, কি?

রাম।—(স্বগত) এমত আস্ত মূর্খকেও কেহ কন্যা সম্প্রদান করে? (প্রকাশে) প্রতি গৃহ্নামি।

বর।—প্রতি গৃহ্নামি।

রাম।—রাম বল, ছেড়ে দেমা কেঁদে বাঁচি হলো যে।

বর।—রাম বল, ছেড়ে দেমা কেঁদে বাঁচি হলো যে।

রাম।—(স্বগত) হাঃ তোমার ভাল হোক, (প্রকাশে) আর আপ-

নাকে রাম বলতে হবেনা, এক্ষণে ভূত্ দেখে আমাদের কতবার রাম রাম বলতে হয় দেখা যাক্।—

(সকলের প্রস্থান)।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বাসর ঘর। বর কন্যা আসীন।

(জগৎ মোহিনী, নিস্তারিণী, ও গোলাপীর হাত ধরাধরি করিয়া প্রবেশ)।

জগৎ।—বাঃ একা একাই বোসে যে, আর কেউ এতক্ষণ ছিলনা।

বর।—আর কে থাকুবে, যে থাকুবার সেই রয়েচে।

মনোরমা।—(ক্রন্দন ও দীর্ঘ নিশ্বাস)।

জগ।—ছি, কাঁদ্তে আছে, তুই ঘুমো; নাহয় চুপ্ করে থাক্, আমরা রইচি ভয়কি?

নিস্তার।—হ্যালা বরকে ষষ্ঠী ঠাকুরুণ প্রনাম করালিনে?

গোলাপ।—(স্বগত) যে বর ছাল্লা তলায় মাকু ...ত করে ভ্যা করেচেন, হয়ত ষ্ঠাটার ষষ্ঠি প্রনাম করে আবার একটা হাস্যাস্পদ হবেন; জগদীশ্বর যেমন কুলীন কামিনীর প্রতি নারাজ, তেমনি কি আবার বংশজের কন্যার প্রতিও নির্দ্দয়; বরের যেমন রূপ তেমনি গুণ, বর দেখে যে ঘৃণা, দুঃখ ও হাসি উপস্থিত হয়! (প্রকাশে) তাইত ওগো, ঐ ষষ্ঠি ঠাকুরুণ, নমস্কার কর।

বর।—(নমস্কার করিয়া) আর কি করবো বল, তোমরা যা বল্‌চো, আমি কিছুতেই গররাজী নই।

নিস্তার।—এখন হয়েছে কি, আরো ঢের করতে হবে, যা হোক ভাই, কাঁহাতক ওগো হাঁগো করবো, তোমার নামটি কি আমরা শুনতে চাই।

বর।—আমার নাম শ্রীবাঞ্ছিদাস দেব শর্ম্মণঃ।

নিস্তা।—কি বল্লে বাঞ্ছির নাম?

গোলা।—ওলো শুদ্ধু ষষ্ঠির দাস নয়, ষেটের কোলে ষষ্ঠির দাস।

নিস্তা।—ঠিক্ বলেচিস্ ভাই, ষেটের কোলে ষষ্ঠির দাসই বটে।

জগৎ।—মরুগগে ভাই তোরা আর ওকথা নিয়ে গোল করিস্‌নে, ষেটের কোলেত বটে, বাইরে তো নয়?

(শশিমুখীর প্রবেশ)।

এই যে নোতুন বৌ দেখ্‌চি, হ্যাঁলা এতক্ষণ কোথায় ছিলি, লা?

নিস্তার।—আমরি, জানিস্‌নে এতক্ষণ ভাতারের কোলে?

জগৎ।—তবে কি সত্যি সত্যি ভাতারের কোল থেকে উঠে এলি?

শশী।—মরণ আর কি? তারা কি আস্‌তে দেয়, কত বোলে ছোলে এইচি, তা হ্যাঁলা বর সুপুরি কেটেচে?

জগৎ।—তাইত লো, কই এখনত সুপুরি কাটা হয়নি।

গোলা।—ষষ্ঠি বাবু (মনোরমার মুখের সুপারি লইয়া) এই গুওটা কাট দেখি।

ষষ্ঠি।—কাটি (জাতিতে সুপারি কাটা)।

সকলে।—হাস্য।

নিস্তার—তবে আর কি এখন গুও কাটা হলো, বাটা থেকে পান নিয়ে খাও।

ষষ্ঠি।—(বাটা খুলিতে না খুলিতেই তেলা পোকা পলায়ন)।

সকলে।—হা হা হা, বেশ্ বেশ্, আমোদ আর কার নাম্?

গোলা।—তোরা ভাই অত গোল করিস্ কেন, ষষ্ঠি বাবুত বেশ্ আমুদে মানুষ, মরি মরি, ষষ্ঠি বাবুর বালাই নিয়ে মরি।

নিস্তা।—তবে ভাই যদি সব্ কোল্যে, কিছু বল দেখি, শুনি?

ষষ্ঠি।—বলাত দেখাতে পারা যায় না, শোনান যায়।

গোলা।—তবে নাকি বর রসিক নয়? তাইত রস যে সত্যি সত্যি ছুকণ্ দিয়ে গড়িয়ে পোড়্‌চে।

নিস্তা।—সে কথা যাক্, এখন ভাই বল দেখি, যদি কোন সোমোত্ত মাগ্ অভিমানে থাকে, তবে তার ভাতার এসে প্রিয়সীকে মানিনী দেখে, তার মান্ ভাঙার জন্যে কিরূপ সাধ্যি সাধনা করবে? এইবার বল দেখি ভাই।

যষ্ঠি।—তা হলে বল্‌বো, এস এস—

নিস্তা।—আচ্ছা ভাই, তাই ভাল, তুমিই বল্‌বে বল, তার পর?

যষ্ঠি।—তা আর কি, বলবো, এস এস পেয়সী এস।

নিস্তা।—তাতে যদি মান না ভাঙ্গে।

যষ্ঠি।—তবে, তার পর বলবো, এস এস চন্দ্র্‌ বদনী এস।

নিস্তা।—তাতেও যদি কিছু না হয়।

যষ্ঠি।—তবে—এস এস প্রাণ মোহিনী এস।

নিস্তা।—উঁহুঁ তাতেও কিছু হলোনা।

যষ্ঠি।—যদি কিছুতেই কিছু না হয়, তখন বল্‌বো এস এস মা লক্ষ্মী এস!!

সকলে।—মরণ আর কি, বেশ্‌ বেশ্‌ (ঠেলাঠেলি করিয়া হাস্য)

শশী।—তবে যষ্ঠি বাবু এখন ভাই, একটি গান শুনিয়ে আমরা যাই, রাত ঢের হয়েচে, তুমিও—

গোলা।—নোতুন বৌ বেশ্‌ বলেচে, সত্যি সত্যি ভাই একটি গাওনা, শুনি?

যষ্ঠি।—কি গান গাব, হর সুন্দরী—হর সুন্দরী বোলচি,—একটি শামা বিষয় গাব?

শশী।—তাইত যষ্ঠি বাবু বেশ্‌ নোক, যা বলি তাতেই তত্তাস্তু; (স্বগত) এখন্‌ শেষ নাচ্‌বার সময় কি হয় দেখা যাক্‌।

জগৎ।—না ভাই কে তোমার এত রাত্রে শামা বিষয় শুন্‌বে, যদি গাও তবে ভাই একটি নিধুবাবুর টপ্পা গাও।

যষ্ঠি।—(স্বগত) অগ্রে আপনার গুন প্রকাশ করাই ভাল, তার পর গাইতে অনুরোধ করিব; (প্রকাশে) আচ্ছা গাই, টপ্পা গোচ্‌ বটে, নিধু বাবুর কি কার, তা জানিনে (গীতারম্ভ)।

রাগিনী ভৈরবী। তাল মধ্যমান।

"সুন্দর হইলে কি হয়, ওরে প্রাণ সই।
রসবোধ না থাকিলে, কে তারে রসিক কয়॥

কোকিল কুৎসিত পাখী, দেখ ওলো প্রাণ সখি,
রূপে তার কি কাজ করে, স্বরে প্রাণ হরে লয়।
মৃগমদ কস্তুরী সখি, বসন দিয়ে ঢাক যদি,
সৌরভে তাহারি গন্ধ, ঢাকিলে কি ঢাকা রয়॥"

সকলে।—বেশ্ বেশ্, বাহবা বাহবা, বেশ্ বেশ্।

জগ।—ঠিক্ কথা, তাই তুমি মনের মতনই গান গেয়েচ।

যষ্ঠি।—তোমরা যা বল্যে সব কর্লেম, এখন তাই আমার একটি কথা শুন্তে হবে।

সকলে।—কি কি, কি কথা তাই বল।

যষ্ঠি।—তোমরা তাই দিদেদে দুটো গান গাও—তা তাই গাইতেই হবে।

শশী।—(গোলাপের প্রতি) তবে ছোট্ ঠাকুরঝি তুই একটা গা—আমরা বৌ মানুষ নিতান্ত বেহায়া হব ?

নিস্তা।—বেহায়া হতে প্রায় বাঁকি আছে, এখন আর নাচ্তে বোসে ঘোম্টা কেন?

জগ।—তা যা হোক্, সত্যি সত্যি গোলাপ, তুই তাই একটি গা।

গোলা।—আচ্ছা যষ্ঠি বাবুর অনুরোধ, নিতান্তই গাব, তবে শোন (গীতারম্ভ)।

রাগিনী ভৈরবী। তাল ঠেকা।

"আমার যে মনোদুখ চির দিন মনে রহিল।
দুকুরে কাঁদিতে নারি, বিচ্ছেদে তনু দহিল॥
এক বার ভাবি সখি, মনেরে বুঝায়ে রাখি,
প্রবোধ না মানে আঁখি, সদা করে ছল ছল।"

যষ্ঠি।—ঠিক বলেচ, বটেইত, না হবে কেন ?

শশী।—তবে নাকি ছোট্ ঠাকুরঝি গীত জাননা ?

জগৎ।—বেশ, তুই যেমন না, যার যা সম্বল আছে, আজ্‌কে কি বার কোত্তে কেউ কশুর করে?—তবে নিস্তার তুমি ভাই একটি গাও, তবেই ষষ্ঠি বাবুর নিকট আমাদের মান রক্ষা হয়।

শশী।—এই বার নিস্তারের জারি জুরি বোঝা যাবে, বড় ঠাট্টা করে বেড়াও।

গোলা।—নিস্তারিণী দিদি গানা ভাই একটি, লজ্জা কি ভাই?

নিস্তা।—গাবনা কি মুখ হেঁট্ করে থাক্‌ব, তবে ষষ্ঠি বাবু একটি বিরহের গান শোন (গীতারম্ভ)।

রাগিনী বসন্ত বাহার। তাল আড়া ঠেকা।

স্বভাব প্রভাবে ধরা, নব শোভা ধরিল।
প্রকৃতির চির রীতি, রীতিমত প্রকাশিল॥
শীতল উত্তরানিল, অবনী ব্যাপিয়াছিল,
আসিল মলয় নিল, সম উষ্ণ তায় হইল।
লতা আদি বৃক্ষ যত, ফলে ফুলে সুশোভিত,
কেউ ছাড়ে পুরাতন পত্র, নূতন তাহে শোভিল॥
কোকিল কোকিলা সহ, কেলি করে অহরহ,
বিরহিনী বিরহী সহ, মিলন না সম্ভাবিল॥
ইহা দেখি পঞ্চশর, লয়ে নিজ পঞ্চশর,
বিয়োগিনীর বক্ষোপর, সন্ধানে তৎপর হলো॥
বিষম শরের তাপে, নিস্তারিণী মনস্তাপে,
স্মরণ করিছে যাকে, তথাপি সে নাহি এলো॥

ষষ্ঠি।—তাইত এমত মধুর স্বর ত কখন শুনিনি—আহা বেশ্ সুর।

নিস্তার।—তোমার কথায় বেশ হবেনা?

শশী।—তুই যে দেখি, খেতে বোলো মাত্তে আসিস্, ষষ্ঠি বাবু গানের ত প্রশংসাই কচ্চেন, তবে এত অসন্তুষ্টু কেন? তা বটে, ঠাকুর জামাই অনেক দিন—অনেক দিন কেন, বিয়ে করে অবধি আসেন নাই,

তাতেই বিরহের গান বটে? তা হতেই পারে, (বরের প্রতি) তা যা হোক্ ভাই, এখন কথা কাটা কাটি হলো, তামাসা হলো, গীত হলো, একবার নাচ দেখ্‌লেই আমরা বিদেয়, আর—

ষষ্ঠি।—বিদেয় বোল্যে নাচার, তবে নাচ্‌বার বিষয়ে ভাই তোমাদের মান রক্ষা কর্‌তে পারলেম না, সেমান তোমরা যদি আপনা আপনি রক্ষে কর।

জগ।—তা ভাই তুমি ত পাল্লেনা, আমরা আপনার মান রক্ষা করি আর না করি, সে আমাদের হাত। তবে নোতুন বৌ কি বলিস্ ভাই, কেউ নাচ্‌বি?

শশী।—বটে, আমি বৌ-মানুষ নাচ্‌বো কেমন করে লা?

জগ।—হ্যাঁলা আমি কি তোকে নাচতে বল্‌চি?

শশী।—তবে ছোট্ ঠাকুরঝি একবার নাচ্, ষষ্ঠি বাবুর সাদ্ মিটিয়ে দে।

গোলাপ।—যদি নিস্তারিণী দিদিও আমার সঙ্গে আরম্ভ করে, তবে স্বীকার বটে।

শশী ও জগ।—তবে ভাই নিস্তার শেষ মান্‌টা রক্ষে করাই কাজের।

নিস্তা।—আমরা কি সত্যিসত্যিই নাচতে বসে ঘোমটা দেব? তা দেবো না—আয়্ লো গোলাপ, তবে ওট্ একবার নাচা যাক্ (খেমটা নাচ আরম্ভ)।

ষষ্ঠি।—যেন স্বর্গের বিদ্যেধরী এসে নাচ্চে, বাঃ বাঃ বেশ্ বেশ্।

সকলে।—যা হোক্, তবে ষষ্ঠি বাবু, তবে ভাই, তবে বর এখন ঘুমোও, আর রাত নেই, আমরা যাই, আবার কাল সকালে দেখা হবে।

ষষ্ঠি।—যাই যাই ভাই, আর বলোনা, যদি নিতান্ত যাবে, বল আসি।

সকলে।—আচ্ছা ভাই, তবে বসো, আমরা আসি, কাল আবার দেখা হবে।

(সকলের স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান)

(বর কন্যার নিদ্রা)

তৃতীয়াঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(কৃপারাম, বৈটক থানায় আসীন—রাম দাসের প্রবেশ)

কৃপারাম।—আসতে আজ্ঞা হয়, আসুন, নমস্কার।

রাম।—কল্য নটবর বাঁড়ুযেযর কনিষ্ঠ কন্যাটির বিবাহ হলো, বিবাহ ব্যাপার টা কিছু শুনেচেন ?

কৃপা।—না এমন কিছু শুনি নাই।

রাম।—এমন বিবাহ কস্মিন কালে মহাশয় চক্ষে দেখি নাই, বাঁড়ুযেযর কিসের অভাব ? কি বলিয়া সপ্তম বর্ষীয় কন্যাটিকে একটা চালশে ধরা হাবা পাত্রে সম্প্রদান করলে ?

কৃপা।—বাঁড়ুযেয কি তবে মেয়ে বেচে নাই, দান করলে ? যদি দানই করলি তবে জেনে শুনে—

রাম।—হা রাম! দান কি বলতেছেন—তিন শত মুদ্রা—আবার বিবাহ কালে ত্রিশ লইয়া তবে মন্ত্র পাঠ হলো।

কৃপা।—বংশজদের পাঁটী বেচা ভিন্ন উপায় কি বল ?

রাম।—মহাশয় কেউ কি কন্যা বিক্রয় করে না ? এ যে উদ্ভট্ বিক্রয় ; আহা সপ্তম বর্ষীয় কন্যা, সকলই অদৃষ্টের লিখন (কবিতা প্রয়োগ)

" সহি গগন বিহারী কল্মষ ধ্বংসকারী,
দশ শত কর ধারী, জ্যোতিষাং মধ্যচারী।
বিধুরপি বিধি যোগাদ্ গ্রস্যতে রাহুণাসৌ,
লিখিত মপি ললাটে প্রোজ্ঝিতুং কঃ সমর্থঃ ॥ "

সেই গগন চারী পাপ বিনাশী সহস্র কিরণ ধারী জ্যোতিষ্কদিগের মধ্যচারী চন্দ্রমাও বিধিবশে রাহুগ্রস্ত হইয়া থাকেন, অতএব কে ললাটের লিখন দূরীকরণ করিতে সমর্থ হয় ?

মহাশয় কন্যাটির এরূপ বিবাহ না হইয়া, পাত্রান্তরে বিবাহ হওত বিধবা হওয়াই ভাল ছিল ; বর দেখে মেয়ে গুলা যে গণ্ডগোল করলে, বিবাহ রাত্রে অন্তঃপুরে তিষ্ঠিয়া থাকে কার সাধ্য ?—তারা যে ব্যাপকতা

প্রকাশ করলে, সে কথা কি কহিব? তবে এক্ষণে বিদায় হই। আজ অত্যন্ত ব্যস্ত আছি।

কৃপা।—(নমস্কার করিয়া) আচ্ছা আসুন, আসুন। (রামদাসের প্রস্থান)।

(গ্রহাচার্য্যের প্রবেশ।)

এস এস, আচার্য্য এস, তবে কত্রকদিন দেখ্‌তে পাইনি কেন?

আচর্য্য।—কএক দিন অবধি পুরাতন জ্বরে পীড়িত ছিলেম, কালকে দুটি অন্নাহার করেছি—আর মহাশয়, দুঃখের ধান্দায় বেড়াতে হয়, কাজেই সর্ব্বদা আস্‌তে পাইনে।

কৃপা।—সে যা হোক্, এখন একটা দিন দেখ্‌তে হবে যে।

আচা।—(পুথী খুলিয়া) ওঁ নমঃ শ্রীস্বর্য্যায়। অচিন্ত্যা ব্যক্ত রূপায় নিগুর্ণায় গুণাত্মনে। সমস্ত জগদাধার মুর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥

বারে হরতি দুঃস্বপ্নং, নক্ষত্রে পাপ নাশনং,
তিথি রায়ুষ্করী প্রোক্তা, যোগে রোগ বিনাশনং,
করণে লভ্যতে লক্ষ্মী র্যশ্নোতি দিনে দিনে।

অদ্য ২ রা জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, সপ্তমী ৪২।৫৩ পল, শ্রবণা নক্ষত্র ১৮।৩১ পল, বিষ্টিকরণ ১৫।৫ পল, গতে ববকরণ ৪২।৫৩ গতে, বালব, ব্রহ্ম যোগ ৪০।৩৬ সিদ্ধি যোগ। ইত্যাদি।—কিসের দিন দেখ্‌তে হবে বলুন।

কৃপা।—আমার ছোট বৌমা অদ্য দুই দিবস হইল প্রথম রজোদর্শন করিয়াছেন, এসময় কালেজ বন্ধ হওয়ায় বসন্তও বাটীতে আছে, ইতি মধ্যেই যাহাতে একটি স্বর্য্য অর্ঘ্য দেওয়া, হয় একটি শুভ দিন দেখুন।

আচা।—(পুথী দেখিয়া) আগামী ৫ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার ৪ দণ্ডের পর আড়াই প্রহরের মধ্যে উত্তম দিন আছে, ঐ দিন শুভ কর্ম্ম সম্পান্ন করবেন।

কৃপা।—ওদিনে কোন খুঁত্‌ টুঁত্‌ নেইত, ভাল করে দেখুন।

আচা।—আমি কি ভাল করে না দেখেই মহাশয়কে বল্লেম? দেখুন তিথি নক্ষত্র করণ উত্তম হইতেছে, ইহাতে দ্বিধা করিবেন না।

কৃপা।—আপনি বলতেছেন, তাহাতে দ্বিধা কি? তবে একবার রজো-দর্শনের দিনটে, তিথি নক্ষত্র কেমন ছিল দেখুন দেখি।

আচা।—কবে এশুভ দিন ঘটনা হয়েছে ?

কৃপা।—পরস্য প্রাতে, বেলা এক প্রহরের সময় জান্‌তে পারা গেল।

আচা।—পরস্য ৩০ এ বৈশাখ, সোমবার ; বেশ্ মাস, বেশ্ বার, হয়েছে "বৈশাখে প্রিয়বাদিনী" আর "আদিত্যে বিধবা নারী, সোমেচৈব পতিব্রতা" তিথি নক্ষত্রও ভাল দেখ্‌তেছি, "নন্দা ভদ্রা তিথি হইলে সতী পতিব্রতা" বার তিথি নক্ষত্র সকলি উত্তম হয়েছে, না হবে কেন ? পুত্রবধূ কার ? তবে শনিবারে একবার আস্‌বো, অদ্য বেলা হয়েছে, মহাশয় স্নান আহ্নিক করুন, আমি তবে বিদেয় হই।

কৃপা।—হাঁ, শনিবারে আস্‌বেন না ? অবশ্য আসবেন, আচ্ছা আজ বেলা হয়েছে, আসুন।

(উভয়ের প্রস্থান)।

তৃতীয়াঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কৃপারামের অন্দর বাটী।

জগৎমোহিনী, নিস্তারিণী, রাইমণি প্রভৃতির প্রবেশ।

জগৎ।—হ্যাঁলা কাদা বাড়ীতে কাউকে দেখিনে কেন ?

(কমল, মোহিনী ও শশিমুখীর প্রবেশ)।

এই যে সবাইকেই দেখ্‌চি, হ্যাঁগা কাদা হবে তা পুকুর কই ?

কমল।—তাইত মা, আমার যেমন অদেষ্ট, যে দিকে না যাব, যে দিক্ না দেখ্‌বো, সেই দিক হবেনা, (সহচরীর প্রতি) সহচরি, একবার বাইরে যাতো, ঝক্ করে কুশোকে ডেকে আন্, যেন এক খানা কোদাল হাতে করে আসে।

সহচরী।—(নেপথ্যাভিমুখে) ও কুশোও, বলি ও কুশোওও, ঝক্ করে একখান কোদাল হাতে করে আয়, শীগ্‌গীর আয়।

(কুশোর কোদাল হস্তে প্রবেশ)।

এই যে কুশোই এসেচে।

কমল।—এই থানটায় একটি পুকুর কেটে দেও, শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর দেও, বেলা হয়েছে।

কুশ।—মোর তো চাট্টা হাত নয়, সবুর কর, মোকে এঁই ড্যাকুলে, আঁকুটু রও।

নিস্তা।—তাইত ভাই, তোরা আকুটু র; তবে কুশাই, এতক্ষণ কি কচ্ছিলে?

কুশ। কর্‌তাকে তামাক দেচ্ছিছ।

জগ।—(নিস্তারিণীর প্রতি) তোর ভাই এখন রজরস পড়েচে, বেলা কত হয়েচে দেখিচিস্; তা হ্যাঁলা, গোলাপকে দেখ্ চিনে কেন?

নিস্তা।—মর্, গোলাপ কি কাদায় নাম্বে, তাই গোলাপের তল্লাস?

জগৎ।—বলি কাদায় নাম্বেনা বলে কি আস্‌তে নেই—এমন নয় যে পরের বাড়ীতে কাদা, দেখ্‌তে যাওয়া ভাল দেখায় না, তা আপনার বাড়ীর কাজ, সে গেল কোথায়?

(গোলাপের প্রবেশ)।

এই যে নাম কত্তে কোত্তেই এসে উপস্থিত, বলি হ্যাঁলা তোদের ছোট বৌ কোথা? এসময় সে কোথায় গেল? বলে যার বিয়ে তার মনে নেই পাড়া পড়শীর ঘুম নেই।

গোলা।—সে তাঁর ঘরের ভেতর আছে, তা পুকুর কাটা হোক্, কাদার সময় আস্‌বে এখনি।

জগৎ।—তাই তোদের ছোট বৌ খুব সকাল সকাল, ফল দেখে (কমলের প্রতি) হ্যাগা ছোট বোর বয়েস কত হলো গা?

কমল।—মা বয়েস কই, এই সবে বার উৎরে তেরোয় পা দিয়েচে, তা মা এখন কলিকাল; আগুতে চোদ্দো পোনের বছরের কম কেউ ফল দেকৃতো না, এখন সব বার তের বছরে ছেলেই হচ্চে, তাতো ফল দেখা!

নিস্তা।—ওগো তোমার ছোট বোরও দেখো দেখি, যেমন সকাল সকাল ফল দেখলে, তেমনি সকাল সকাল ছেলেও হবে।

কম।—সকলি অদেষ্টের লিকন, কি হয় কে বল্‌তে পারে?

জগ।—তা হোগ্‌গে, এখন কৈওচ্ পোয়াতি কে হবে?

মোহি।—হ্যাঁলা জেঁওচ পোয়াতি আবার হওয়া হই কি, যে জেঁওচ পোয়াতি, সেই জেঁওচ পোয়াতি হবে।

জগ।—বেশ ভাই, তবে তুই জেঁওচ পোয়াতি হ।

কম।—আমার যে অদেষ্ট হিরণ কুমার আমার এক শো বছর পেরমাই হয়ে বেঁচে থাকুক, তা তিন চার বিয়েন নইলে কি জেঁওচ পোয়াতি হয়। (রাইমনির প্রতি) তা বেয়ান, তুমি জেঁওচ পোয়াতি হও।

রাই।—ঘোড়া হয় তো চাবুকের জন্যে আটক খাবেনা, এখন পুকুর কাটা হলে, জেঁওচ পোয়াতির ভাবনা নেই।

কুশ।—এঁই মা ঠাউরুন, পুঁকুর হলো, এই পুঁকুর নেও।

রাই।—তবে বেয়ান এখন তো পুকুর কাটা হলো, আইসরা কই।

কম।—বড় বৌ তা সব ঠিক্ করে রেখেচে (মোহিনীর প্রতি) মা একটা মুড়ী আর আইসরা নিয়ে এসো।

রাই।—আয় লো ছোট বৌ আয়, দেখ সে তোর কি ছেলে হবে।

সকলে।—উলু উলু উলু উলু—এই যে খাসা ছেলে হয়েচে, দেকি (রাইমনির ক্রোড়ে মুড়ীর সন্তান দেখিয়া) হ্যাঁগা ছোট বোর কি ছেলে হলো খোকা না খুকী?

রাই।—খুকি হবে কেন, খোকা হয়েচে (খোকার ক্রন্দন) ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ, হ্যাঁলা বেয়ান ছেলে হলো শাক বাজানা (শঙ্খধ্বনি) ছেলের যে কান্না থামেনা, ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ।

(রাইমনির পুকুর হইতে উত্থান।)

মোহি।—তোরা ভাই কাদয় নাবনা।

জগ।—আয় লো নিস্তারিনি আয়, নতুন বৌ আয়, সব কাদায় নাব।

(পরস্পরে হস্তাকর্ষণ পূর্ব্বক কাদায় নামা ও পরস্পর পরস্পরকে কাদা গাত্রে দেওন ও নানা প্রকার কুৎসিৎ গীতারম্ভ ও ব্যাপকতা প্রকাশ।)

মোহি।—কই নাপ্‌তিনীকে এখন দেখ্‌ছিনে কেন;

(হরর প্রবেশ।)

এই যে বল্‌তে বল্‌তেই হর এসেচে, হ্যাঁলা এত বেলা কেন?

হর।—বেলা কেন? তা কি বল্‌বো, যার ভাবনা সেই জানে।

কম।—হর, তোর কথা এখন রাক্, এখন আপনার কাজ কর ভাই।

হর। (চীৎকার স্বরে গীতারম্ভ) "যখন ছিল পিরীতি ও সখি, তেঁতুল পাতাতে শুয়েছি, এখন পিরীত গেল বিচ্ছেদ হলো, বারগা হয়না মান পাতে, কাল বাদলেতে" ইত্যাদি (নিস্তারিণী ও গোলাপীর প্রতি) হ্যাঁলা তোরা কামাবার সময় যে কত রঙ্গ করিস্—কত ছড়া কাটিস্, এখন কি মুখ দিয়ে কিছু বেরোয় না?

নিস্তা।—তবে হর শোন্, পুরুষের দুই একটা ছড়া কাটি।

পুরুষ প্রেয়সী পাশে, ফিরে নাহি চায়,
সতত সুখের লাগি, পর দ্বারে ধায়।
যুবতী যৌবন কাল বিফলেতে গেল,
পতি-স্পর্শ সুখ সই, কভু না হইল।
তরুণী-যৌবন তরী, বিচ্ছেদ বাতাসে,
বানচাল হয় বুঝি, হতাশ হুতাশে।
এ সময়ে প্রাণ কান্ত-নৌকার কাণ্ডারী,
কোথা গেলে ত্রাণ কর, ধর্ম্ম রক্ষা করি।
মরি মরি মরি নাথ, অনাথার প্রায়,
পঞ্চশর পঞ্চশরে, হানিছে আমায়।
বিরহিনী হয়ে মরি, হও হে সদয়,
নিতান্ত অবলা বলি, হওনা নিদয়।
তব আসা আশা পথে, অহরহ চাই,
বর্ণ ছারে বর্ণিবারে, তোমার দোহাই।
চাতকিনী হই আমি, তুমি ঘন সম,
আগমন বরিষণে, রাখ প্রাণ মম।
কৃপা করি প্রাণ নাথ, ত্রাণ কর এবে,
তব আসা বারি দানে, নিস্তার এতবে।

হর।—আমরি কি ছড়াই কাটলেন, কথায় বলে ধান ভানতে শিবের গীত; কাদায় দেবে ডাক্তারের ছড়া, ছড়া কাকে বলে তাও জানিস্নে, শোন্ দেকি একটা ছড়া কাটি।—

পিরীতি করিয়া, অবলা মজিয়া,
যাও পলাইয়া কোথা হে বঁধু?
প্রণয় সাগর, শুনহে নাগর,
সুখেরি সাগর, কোথা সে মধু?
একেত অবলা, তাহে কুলবালা,
পিরীতির জ্বালা, কভু না জানে।
সরলা তোমারি; লয়ে প্রেমতরী,
রসের কাণ্ডারি, বাঁচাও প্রাণে।
বিরহে তোমার, ওহে গুণাধার,
হানিতেছে মার, হৃদয় পরে।
এ সময় যদি, হয়ে গুণনিধি,
করি কোন বিধি, না মার স্মরে,
অবলা হেরিয়া, একাকী পাইয়া,
শরেতে বিঁধিয়া, তাহাকে দহে,
হরমণি কহে, বিলম্ব না সহে,
প্রাণ পাখী দেহে, বুঝি না রহে।

শুনলি লা কেমন ছড়া, তোরা কি ছড়া জানিস্ (বহুগণ। চীৎকার সহ নৃত্য সমাপিয়া) তাই ত ঢের বেলা হয়েচে, এর পর কখন ফলার হবে।

কম।—তবে এখনকার মত হলো, মা সব মেয়ে ধুয়ে এস, এখনি ফলার খেতে হবে; আবার বিকালে ঝুমুর আর মেয়ে পাঁচালী শুনতে হবে।

(সকলের স্নানে গমন।)

তৃতীয়াঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কৃপারামের বৈঠকখানা—কৃপারাম, রামদাস আসীন।

(গোপাল ও বেণীমাধবের প্রবেশ।)

কৃপা।—এস এস, বসন্তের মুখে বেণীর আসা শুনেছি; তবে গোপাল কবে বাড়ী এলে।

গোপা।—আজ্ঞা, আমিও তার পর দিন এসেছি।

বেণী।—(কোলাহল শুনিয়া) মহাশয় বাটীর ভিতর কিসের গোল শুন্‌চি।

কৃপা।—আজ ছোট বৌমার পুষ্পোৎসব, তাই মেয়ে পাঁচালী প্রভৃতি এসেচে।

গোপা।—মহাশয় আপনি বিবেচক হয়ে এরূপ কদর্য্য ব্যাপারের অনুষ্ঠানে উৎসাহ দিতেছেন; মহাশয়ের অনভিমতে কখনই এরূপ হতেছে না; কি আশ্চর্য্য! শুদ্ধ কুৎসিৎ গীতাদি হতেছে, এতে অনেক অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা।

কৃপা।—কি করি বাপা চিরকাল এরূপ হয়ে আস্‌চে; বিশেষতঃ মেয়েদের অনুরোধ।

বেণী।—চিরকাল যে সকল প্রথা আছে, তার মধ্যে অনেক ভাল থাকে, অনেক গুলি মন্দও থাকে, আমাদের বাড়ীতে বড় দাদা, পুষ্পোৎসব কালে এরূপ ঝুমুর ও পাঁচালী উঠাইয়া দিয়াছেন; তাঁহার এবিষয়ে এমতই কঠিন মত যে, যদি কোন নীচ জাতীয় স্ত্রীলোক বাটীর ভিতর প্রবেশ করে এরূপ কুৎসিত গীতাদি আরম্ভ করে তবে তখনি তাহাকে অপমানিত করে বহিষ্কৃত করাইয়া দেন।

কৃপা।—তা বটে, সাবেক দাঁড়া দস্তুর এখন সবই উঠে চল্লো, কালে কালে কত কি হবে, আর কিছু দিন যদি বেঁচে থাকা যায় কত কি দেখ্‌তে পাব।

বেণী।—যা হোক মহাশয়ের নিকট আমাদের একটা নিবেদন আছে।

কৃপা।—কি বাবা বল, আমার কাছে সাধ্যি পক্ষে কোন বিষয়ের ত্রুটি হবে না।

বেণী।—(মাসিক দাতব্যের পুস্তক বাহির করিয়া) আমরা একটি বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করতে ইচ্ছা করেছি; আমাদের ইচ্ছা, ইচ্ছা মাত্র; বস্তুতঃ মহাশয়দিগের উৎসাহ ও ইচ্ছার প্রতি ......

কৃপা।—বাবা আর যে বিষয়ের জন্যে বল, করতে রাজি আছি, জেনে শুনে মেয়ে গুলকে নষ্ট করতে পারব না।

গোপা।—মহাশয় নষ্ট করা কি সে?

কৃপা।—নষ্ট বই আর কি? তোমরা ছেলে মানুষ, কোন বিষয়ে গূঢ় প্রবেশ করতে পারনা, আমাদের অধিক বয়েস হয়েচে। তা এ বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করোনা।

গোপা।—মহাশয় আমাদের দেশে স্ত্রীলোকেরা বিদ্যা বিহীন হওয়াতে দেশের যে কত অনিষ্ট হইতেছে, তাহা বর্ণনাতীত। তাহাতে বালিকাদিগকে বিদ্যাদান করিলে দেশের শ্রীবৃদ্ধি ভিন্ন অন্য দোষের সম্ভব কি?

কৃপা।—ওকথা বলোনা (কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া) এখন তবু অনায়াসে ব্যভিচারিণী হতে পাচ্চেনা, লেখা পড়া শিখলে চিটি লিখে পর পুরুষ সঙ্গম করবে।

বেণী।—মহাশয়, যদি এ বিষয়ে এরূপ মত প্রকাশ করেন, আমরা কি করিব, ফলে বিশেষ বিবেচনা করিলে বোধ হয়, বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপনে মহাশয়ের অসম্মতি ও অনিচ্ছা হবেনা।

কৃপা।—আমি বিশেষ বিবেচনা না করিয়া জাবা দিইনি; এখকার সব নব যুবাগণ আর স্ত্রী পরিবারদিগকে অন্দরে রাখবে না; তাঁদের ইচ্ছে সাহেবের মত আপনাপন স্ত্রী পরিবার লয়ে গাড়ি চড়ে ভ্রমণ করেন!!

বেণী।—আপনি যা বলচেন, তা কিছু মিথ্যে নয়, অনেক যুবা ব্যক্তির এরূপ মত বটে। তাঁহারা কেন স্ব স্ব পরিবার বর্গকে অন্তঃপুরে বাস করায়ে বন্দি অবস্থায় রাখিবেন? তাঁহাদের ইচ্ছা ঐরূপই বটে; তাঁদের মন এমত ভ্রমে পরিপূর্ণ যথার্থ; কিন্তু স্ত্রীলোকেরা যে স্থলে অন্তঃপুর হতে স্থানান্তরে গমনাগমন এবং ভদ্র বংশীয় সম্বন্ধে, এক

অন্তঃপুর হইতে খিড়কি পথ দিয়ে অন্য অন্তঃপুরে যাতায়াত করতে ও যান যোগে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারতেছেন, এম তাবস্থায় স্বামী সহ-যোগে গাড়িতে বেড়ালেই যে সভ্যতা বৃদ্ধি ও দশের শ্রীবৃদ্ধি হবে, এমত মত আমাদের নহে।

রুপা।—দেখ দেখি বাবা, এই সকল দেকে শুনে আর ভেবে চিন্তে, অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে উঠে কোন্ নাটকে দেকেচি, লেখা আছে।

দিয়ে হাত তুড়ি, উঠি তাড়াতাড়ি,
পতি সনে গাড়ি, হাঁকাবে সবে।
পুরীতে রবেনা, হাঁড়ি ধরিবেনা,
মনের বেদনা, ঘুচাবে এবে।
বাহিরে বসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া,
কাঁচলি কসিয়া, হুক্কা খাবে;
পতি সেবা ধন, ভুলিয়ে তখন,
মনের মতন, পুথী দেখিবে।
ছুট্ করি গিয়া, বুট পায়ে দিয়া,
বাহিয়া বাহিয়া, পতি বরিবে;
বিবাহের তরে, জনকের ঘরে,
নতশির করে, নাহি রহিবে।
হয়ে পতি হীন, একাদশী দিন,
দেহ করি ক্ষীণ, আর কি রবে।
বিধবা হইয়া, চুল বাঁকাইয়া,
ঢাকাই পরিয়া, সধবা হবে।

তা যে সময় দিন পড়েচে এসকল হতে আর বিলম্ব নেই; বিধবার বিবাহ ক্রমে প্রচলিত হতে চল্লো, তা সকলি ভগবানের ইচ্ছা।

রাম।—মহাশয় যা বল্যেন সকলি যথার্থ।

বেণী।—আমাদের, মহাশয়ের সহিত তর্ক বিতর্ক বাচালতা প্রকাশ হয় (রামদাসের প্রতি) আপনি যথার্থ বলুন, শাস্ত্রে স্ত্রী বিদ্যার অনুমোদন আছে কি না?

রামদা।—শাস্ত্রে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় তার সন্দেহ কি, তবে কি জানেন বেণী বাবু, দেশাচার হয়ে পোড়েচে, সুতরাং দেশাচারের বহিষ্কৃত কাজ করিলেই দোষাকর হয়ে পড়ে।

রূপ।—আপনি যা বল্যেন হতে পারে? আমার বোধ হয় স্ত্রীবিদ্যার প্রমাণ কোন শাস্ত্রেই নাই।

(তর্কালঙ্কার ও ঘনশ্যামের প্রবেশ)।

আসতে আজ্ঞা হয়, আসতে আজ্ঞা হয়, নমস্কার, একি সশিষ্য যে।

তর্কালঙ্কার।—অদ্য আপনার ছোট বৌমার পুষ্পোৎসব, বলি একবার খবরটা লোয়ে আসি; ঘনেশ্যাম বাগজী পূর্ব্বেই এখানে আসতেছিলেন, রাস্তায় বাগজীর সঙ্গে দেখা হলো। নব্য বাবুদের যে দেখতেছি, বাবুরা কি মনে করে।

বেণী।—মহাশয় বসুন, আমাদের একটা প্রস্তাব হতেছে, আপনি এলেন ভালই হয়েছে।

তর্কাল।—(স্বগত) কোথায় ভাবিতেছি আজ এখানে আসিয়া কিঞ্চিৎ হাত মারিব, তা দেখতেছি সকলই হলো, যত বেটা মেয়ে স্কুলের পাণ্ডা চুল গুলো দশ আনা ছ আনা করে এসেচে। বেটাদের প্রস্তাব আছে, প্রস্তাব আর কি? হয়ত কি শাস্ত্রীয় প্রমাণ জিজ্ঞাস করবে? উত্তর দান কিরূপে করব ভেবে অস্থির; বিদ্যাত অগাধ [illegible], তবে মুখ সাপট্টা আছে বলেই তর্কালঙ্কার উপাধি পেয়েচি, তাও যাই দেশের দশা এমত, নতুবা উপাধি পাওয়া দূরে থাকুক, মান রক্ষা করা ভার হত, যা হউক তবু যাই ঘনশ্যাম সমভিব্যাহারে আছে; তেমন তেমন দেখি সব উলটে রহস্যে ফিরিয়ে দেবো (সহাস্যে প্রকাশে) কি প্রস্তাব আছে প্রকাশ করুন।

রামদা।—বাবুদের এমন কিছু প্রস্তাব নাই এঁরা একটি বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপনে নিতান্ত উদ্যুক্ত হয়েচেন; রায় মহাশয় তাতে সবিশেষ সম্মত নহেন। এক্ষণে স্ত্রী বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে বাবুজীরা শাস্ত্রীয় প্রমাণ অন্বেষণ করতেছেন।

তর্ক।—বটে এই প্রস্তাব, তা যদি শাস্ত্রীয় প্রমাণ কিছু থাকে আপনি বলুন।

রামদা।—মহাশয় বর্ত্তমানে আমার কোন কথা বলা বেয়াদোবী হয়।

গুরু।—আমি অনুমতি দিতেছি, বাবা তুমি, যদি কোন প্রমাণ থাকে, আওড়াও, আমার আর বুড়ো বয়েসে বাবুদের নিকট তর্কাতর্ক ভাল দেখায় না।

রামদা।—(স্বগত) পেটে বিদ্যা ভুর ভুর কর্‌চে, তা তর্ক করিবেন কি ? শাস্ত্রীয় প্রমাণের নামেতেই দেখিতেছি, তর্কালঙ্কারের মুখ শুষ্ক প্রায় হইয়াছে ; তবে দেঁতো হাসি হাসতেছেন (প্রকাশে) আমাদের শাস্ত্র জলধি সদৃশ বিস্তৃত, ইহাতে এমত বস্তুই নাই যে অন্বেষণে মিলেনা ; আমার স্মরণ হচ্চে মহা নির্ব্বাণ তন্ত্রে আছে :—

" কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধন রত্ন সমন্বিতাঃ ॥"

অর্থাৎ কন্যাকেও পালন করা, এবং সাতিশয় যত্ন সহকারে শিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য ; অতঃপর ধন রত্ন সহিত পণ্ডিত পাত্রকে সম্প্রদান করিবেক। আরো স্মরণ হচ্চে কোথায় দেখেছি :—

" স্নানং দানং তপোবিদ্যা সর্ব্বমাঙ্গল্য বর্দ্ধনং।
উদ্বাহশ্চকুমারীনাং জন্মমাসে প্রশস্যতে ॥"

স্নান, দান, তপস্যা ও বিদ্যারম্ভ প্রভৃতি সমস্ত মাঙ্গলিক কার্য্য এবং পাণিগ্রহণাদি ব্যাপার, কুমারীদিগের জন্ম মাসেই প্রশস্ত।

বেণী।—দেখুন মহাশয়, বালিকা-বিদ্যা যদি প্রচলিত না থাকিত, তবে শাস্ত্রে এরূপ উক্তি কখনই থাকিত না।

রামদা। হাঁ পূর্ব্বকালে স্ত্রীবিদ্যা প্রচলিত থাকায় ভুরি ভুরি প্রমাণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় ; একদা মহা কবি কালিদাস, কর্ণাট রাজার নিকট চারিটি কবিতা প্রয়োগ করেন, মহারাজ তাহাতে একান্ত সন্তুষ্ট হওয়ায় কালিদাসকে তদ্রাজ্যের সমুদায় দিক অর্পণ করিয়া বনগমনোদ্যোগ করিলে, তাঁহারপত্নী কালিদাসের প্রতি যে ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হয়, তাঁহার বিলক্ষণ বিদ্যাশিক্ষা ছিল।

বেণী।—মহাশয় কি সেই ব্যঙ্গোক্তি সূচক কবিতাটি জানেন ?

রামদা।—হাঁ জানি, সেই কবিতা এই :—

" একোঽভূন্নলিনাত্ততশ্চ পুলিনাদ্বল্মীকতশ্চাপরস্তে,
সর্ব্বেকবয় স্ত্রিলোক গুরবস্তেভ্যো নমস্কুর্ম্মহে।
অর্বাঞ্চো যদি গদ্য পদ্য রচনৈশ্চেতশ্চমৎকুর্ব্বতে,
তেষাং মূর্দ্ধ্নি দদামি বাম চরণং কর্ণাট রাজপ্রিয়া॥ "

অর্থাৎ একজন নলিনী হইতে, অন্য জন পুলিন হইতে, অপর একজন বল্মীক হইতে, অর্থাৎ পদ্মযোনি ব্রহ্মা, ব্যাসদেব এবং বাল্মীকি, পৃথিবীতে এই তিন জন কবি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং তাঁহারাই ত্রিলোকের গুরু, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে নমস্কার করি, কিন্তু অর্ব্বাচীন ব্যক্তিরা যদিও গদ্য পদ্য রচনায় চিত্ত-চমৎকারিত্ব সাধন করিতে পারে, তথাপি আমি (কর্ণাট রাজ-মহিষী) তাহাদের মস্তকোপরি বাম পদাঘাত করি।

এমত কিম্বদন্তি আছে কালিদাসের স্ত্রী এবং কালিদাস বিবাহের পর এক শয্যাস্থিত ছিলেন, এমত সময়ে একটা উষ্ট্র শব্দ করায়, তাঁহার পত্নী " কে শব্দ করিল " এই প্রশ্ন কালিদাসকে জিজ্ঞাসা করিবাতে, তিনি কহিলেন " উষ্ট " পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করাতে কহিলেন " উট্র " তাহাতে কালিদাসের কামিনী কপালে করাঘাত করিয়া এই কবিতাটি বলিলেন যে:—

" কিং নকরোতি বিধির্যদি রুষ্টঃ, কিং নকরোতি সএব[illegible]ষ্টঃ।
উষ্ট্রে লুম্পতি রম্বা বম্বা তস্মৈদত্তা বিপুলনিতম্বা॥"

অর্থাৎ বিধাতা রুষ্ট হইলে কি না করেন? এবং তিনি তুষ্ট হইলেও কি না করিতে পারেন? দেখ যে ব্যক্তি উষ্ট্র শব্দের একবার র একবার ষ লোপ করিল, এমত মূর্খকে বিপুলনিতম্বা যে আমি আমাকে সমর্পণ করিলেন।

এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বকালে বাহ্বটের কন্যা, খনা, লীলাবতী, রাণী ভবানী, প্রভৃতি যে বিদ্যাবতী ছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

তর্ক।—বাবাজী যাহা যাহা উক্তি করিলেন, প্রচুর হইয়াছে, আমার আর কিছু বক্তব্য নাই।

বেণী।—মহাশয় বল্লাল সেনের রাজ্যাধিকার সময়েও স্ত্রীবিদ্যা প্রচলিত থাকার বিশেষ প্রমাণ আছে, এক দিন বল্লাল সেনের আসনের

সম্মুখে তাঁহার পুত্রবধু লক্ষ্মণ সেনের স্ত্রী এই কবিতাটি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন যে :—

" পতত্যবিরতং বারি, নৃত্যন্তি শিখিনোমুদা।
অদ্য কান্তঃ কৃতান্তোবা দুঃখ শান্তিং করিষ্যতি ॥"

ইহাতে বেশ্ বোধ হয়, বল্লাল সেনের সময়েও স্ত্রীশিক্ষা বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল ; আমাদের দেশে বল্লাল কৃত কুল-মর্য্যাদা, দেশাচারানুযায়ী, রক্ষা করিতে গিয়া কেহ গলিত দন্ত, পলিত কেশ, অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধের সহিত, কেহ বা কখন অষ্টম বর্ষীয় বালকের সহিত আপনার প্রৌঢ়া ও যুবতী কন্যাগণের বিবাহ কার্য্যে, শাস্ত্রাদির নিয়ম একেবারে জলাঞ্জলী দিয়া, যে স্থলে দেশাচার রক্ষা করত, দেশের এত অনিষ্ট উৎপাদন করতেছেন, এমত স্থলে তিনি যে বিষয়ে আপন পুত্রবধু সম্বন্ধে অসম্মতি প্রকাশ করেন নাই, এমত বিষয়ে আপনাদের কেনই বা মত না হবে ?

কৃপা।—ঐত বাবা, তুমি আপনিই বল্যে দেশাচার রক্ষা করা ইত্যাদি। অতএব স্ত্রীবিদ্যা প্রচলিত থাকা দেশাচার বহির্ভূত। আমাকে এবিষয়ের জন্য অনুরোধ করোনা। আচ্ছা আজ এই পর্য্যন্ত হলো, আর এক দিন এসো, এজন্য আমি বিবেচনা করি, তার পর যা ভাল হয় করবো (তর্কালঙ্কারের প্রতি) তবে একবার চলুন একটু বাহিরের দিকে যাওয়া যাক।

রামদা। বাবুদের হেঙ্গামে পড়ে বেলাটা গেছে, চলুন একটু বাহিরে যাওয়া যাক্।

(কৃপারাম, রামদাস ও তর্কালঙ্কারের প্রস্থান)

গোপা।—তবে বেনী বাবু সবই হলো, চল আজ যাওয়া যাক।—

(প্রসন্নর প্রবেশ)

এই যে প্রসন্ন বাবু এসেচেন।

প্রসন্ন।—তবে, তোমরা কর্ত্তার সহিত কি বিতর্ক করতেছিলে, এতক্ষণ কিসের প্রস্তাব হতেছিল ?

বেনী।—মহাশয় একটি বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করবার জন্য আপনার ঠাকুরের নিকট আমরা এসেছিলেম, মাসিক কিঞ্চিৎ দান করিয়া আমাদিগকে উৎসাহ দান করা দূরে থাক্, তাঁহার আদৌ স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে

মতই নাই ; তাই এতক্ষণ স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে শাস্ত্রের অনুমোদন ও শাস্ত্রীয় প্রমাণাদির তর্ক বিতর্ক হতেছিল।

প্রসন্ন।—তোমরা কর্ত্তার নিকট মাসিক দাতব্য কি পরিমাণ চাহ?

গোপা।—তিনি যদি আমাদিগকে দুটাকা মাসে মাসে দান করেন, (এমনি অনেকে দান করচেন ও করবেন) তাহলেই যথেষ্ট হয়।

প্রস।—আচ্ছা, তোমাদের সহিত সবস্ক্রিপ্শন্ বুক্ আছে?

বেণী।—(দাতব্য পুস্তক বাহির করিয়া) আছে মহাশয়।

প্রস।—আচ্ছা আমি মাসিক দুটাকা দেব। কর্ত্তার নিকট কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। (পুস্তকে স্বাক্ষর)

বেণী।—মহাশয় আমরা যে ইহাতে কত দূর সন্তোষ লাভ করলেম, বলিতে পারিনে, কর্ত্তার নিকট এ প্রস্তাবের আর আবশ্যক কি?

গোপা।—মহাশয়ের ঠাকুর আমাদিগকে যে পরিমাণে নিরুৎসাহী করেছিলেন, আমরা সেই পরিমাণে আপনার নিকট উৎসাহান্বিত হলেম।

বেণী।—তবে মহাশয় আজ আমরা আসি।

প্রস।—এস ; (বেণী ও গোপালের প্রস্থান)

(ঘনশ্যামের প্রতি) তবে ঘনেশ্যাম আজ তোমার কি আহার হলো?

ঘনে।—আজ দুটো মজাদার ফলার জুটেছিল।

প্রস।—আজ কাল, একটা ফলার যোটে না, দুটো মজা... ফলার কোথায় যুট্লো? নেমন্তন্ন রাখ্লে কোথায়?

ঘন।—যেরূপ প্রথা আছে দুটোই রেখেচি।

প্রস।—সে কেমন ; দুটো ফলার ত রাখা হতে পারে না?

ঘন।—কেন, অহরহ ফলাহারং নত্যজেৎ। একস্মিন্ দিবসে যদি ফলাহারং দ্বয়ংভবেৎ, কিংকুর্য্যাৎ?—কুত্র ভোজনং কুর্য্যাৎ, কুত্র ছন্দবন্ধনং। উৎকৃষ্টে অপকৃষ্টেচ—উৎকৃষ্টে বন্ধনং কুর্য্যাৎ, অপকৃষ্টেচ ভক্ষণং। অস্য-হেতুমাহ—পরিবারায় সুখার্থায়, প্রিয়া শান্তনায়চ, পরাহি জলযোগাস্যাৎ, অধিকং আনয়েৎযদি। সদলে বিদলে বাপি—সদলে দিবা ভাগে ভক্তব্যং, আর, বিদলে রজনী যোগে ভোক্তব্যং। অন্ত্যজ জাতি গৃহে যদি ফলাহারং ভবেৎ তদা কা গতি? সসন্দেশ লুচি গ্রাহ্য, বিপ্র দ্বারা দ্যায়েৎ যদি॥ এখন বুঝ্লেন দুটো ফলার কিরূপে রেকেচি; তার

মধ্যে আজ আমাদের পাড়ার মুখুয্যেদের বাটিতে ফলারের খুব ঘটা গেছে।

প্রসন্ন।—বুঝি শ্রাদ্ধের ফলার হবে, নতুবা এত ঘটা কেন?

ঘন।—পুরো শ্রাদ্ধ নয়, শ্রাদ্ধ গোচ্ বটে।

প্রস।—শ্রাদ্ধ গোচ্ কেমন?

ঘন।—এক বেটার কুপোকাতে মুখুয্যে মশার তিন কন্যা রাঁড় হয়েছে, ফলার যোট্‌বার কোন কথা ছিল না, তবে কুলীন মশায়ের কোন থানে আর পুত্র নেই, কেবল মুখুয্যের এক দৌত্র মাত্র, কাজেই সে শ্রাদ্ধ কর্‌লে; আমার ও তর্কালঙ্কার মশায়ের সেই দৌলতে আজ্ পাথরে পাঁচ কীল্।

প্রস।—বটে তবে আহারটা কি হলো বল দেখি?

ঘন।—লুচি মণ্ডা গণ্ডা গণ্ডা, কচুরি কাঁটাল।

পায়েসে আয়েস্ নাই, রসাল রসাল॥

তদ্ভিন্ন আসন শুদ্ধি ও মুখ শুদ্ধি আছে। এখন একবার গুড় কু আজ্ঞা হয়।

প্রস।—বটে বটে, কুশো একবার তামাক দে।

নেপথ্যে।—আঁ্যাজ্ঞে দি। (কুশোর প্রবেশ ও তামাক দেওয়া)

ঘন।—গুড়্ কমেন্ট নইলে বুদ্ধি শুদ্ধি সব্ লোপাপত্তি পায়।

প্রস।—সে কেমন?

ঘন।—জানেন্ না:—গুড়্ কে গম্ভীর বুদ্ধি, দোক্তা বুদ্ধি যোনাকাটা। সর্ব্বসিদ্ধি সিদ্ধিতেচ, অপরথা গাঞ্জাকাসাতি॥

প্রস।—ঠিক বোলেচ, তবে সন্ধ্যা হলো, সন্ধ্যা করা যাক্।

ঘন।—(তামাক খাইয়া) আপনি সন্ধে করুন, তবে আজকের মত বিদেয়।

প্রসন্ন।—আচ্ছা এস।

(উভয়ের স্ব স্ব কার্য্যে প্রস্থান)

তৃতীয়াঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

নটবরের অন্তঃপুর।

রাইমণি, জগৎমোহিনী, সুমতি, ও নিস্তারিণী আসীন।

কমলের প্রবেশ।

রাই।—এস বেয়ান এস, আর দেখ্‌তে পাইনে কেন।

কম।—আর বেয়ান, ঘরের কাজ কম্ম নিয়ে থাক্‌তে হয়, এক দণ্ড কি অবকাশ আছে যে কোন খানে যাই?

সুম।—হ্যাঁগা বেয়ান মা, মনোরমাকে দেক্‌চিনে কেন, সে কোথায় গেল?

রাই।—আর মা, মনোর আমার কি দিনের বেলায় ঘরে থাক্‌বার যো আছে, তাকে ইস্কুলে নিয়ে গিয়েচে।

কম।—হ্যাঁ বেয়ান করেচ কি, মেয়ের বিয়ে হয়েচে, তাকে কি কখন ঘরের বার আর কত্তে আছে, যে ইস্কুলে দিয়েচ?

রাই।—করি কি বেয়ান, তোমার বসন্ত আর বোসেদের গোপাল পর পর করে বোলে তাকে মেয়ে ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দিয়ে গেছে। আবার বসন্ত কলকেতায় যাবার সময় আমাকে হাতে ধরে বাছা বোলে গেছেন, বেয়ান মা কারুর কথা শুনে মনোকে ইস্কুল থেকে——

সুমতি।—যা হোগ্‌গে বেয়ান মা, যেই বলুক, আর আমাদের বসন্ত হাতেই ধরুন, আর পায়েই পড়ুন, তুমি এইত্রি মেয়েকে আর ঘরের বার করোনা।

কমল।—বাপ্‌রে কি কালই পল্লো, কালে কালে আর কত কি দেক্‌বো, বাপের জম্মে কখন ত মেয়ে ইস্কুল শুনিনি, এখন বিদবাদের বিয়ে হতে চল্লো, মেয়ে ইস্কুল হতে চল্লো, আর কিছু দিন বেঁচে থাক্‌লে আবার মেয়ে মানুষ চাকুরি করে ঘরে টাকা আনবে তাও দেকতে পাবো।

সুম।—কেন তাত কত লোক আন্‌চে, সব লেখা পড়া শিকে ত মেয়ে পণ্ডিত হচ্চে, আরো হবে, এর পর আশ্চয্যি বোলে আর কিছু থাকবেনা; তবু স বে কলির সন্ধে, এখন পর্য্যি——

কমল।—চিরকাল জানি মেয়ে মানুষ লেখা পড়া শিক্‌লে বিধবা হয়ে থাকে, আমার গোলাপ ছেলেবেলা থেকে পুথী পাঁচালী পড়্‌তে শিকেচে বলে কতই মনে মনে অসন্তুষ্ট হই, বলি পোড়া লেখা পড়া শেখার জন্যেই বুঝি তার অদেষ্ট এমন হলো। বসন্ত আমার ছোট বৌকে ভেতরে ভেতরে শিকিয়েচেন্, তা কি করি, বলি হোক্, ছোট বৌ আমার ঘরের লক্ষী, বাছা একটু শিকেচে, তা সে এমন পাঁচালীর ছড়াও কাটেনা, সে মন্দ পুথীও পড়ে না।

জগ।—তা হ্যাঁগা, লেখা পড়া শিখে পাঁচালীর ছড়া কাটলিই, আর পাঁচালী পড়লেই কি বিধবা হয়, আসল কথা, আমরা মেয়ে মানুষ, আমাদের এত শতোর্ কাজ কি? লেখা পড়া শিখে কি হবে? তবে কি সবাই বিধবা হবে?

নিস্তা।—এখন আর বাছা কার মুখ চেপে রাখবে, পাড়া শুদ্ধ সব মেয়েইত, মেয়ে ইস্কুলে পোড়্‌তে যাচ্চে।

কম।—যা হোক বেয়ান তুমি মনোকে আর পোড়্‌তে দিওনা, বাছার বিয়ে হয়েছে, আর কি পড়তে যাওয়া সাজে?

রাই।—বেয়ান যা বল্যে, কোন্ মিথ্যে? আমার মনোকে আর কি পোড়তে দেওয়া ভাল দেখায়? একেতো কর্ত্তাটির অমতে সে যাচ্চে, তাতে তোমারো মত নেই, কি করি বসন্তের অনুরোধ,

(হর নাপতিনীর প্রবেশ।)

হ্যাঁলা হর তুই যে কি ভাগ্যি আজ বাড়ীতে পা মাড়ালি? তবু ভাল।

হর।—কি করি, যদি এক বাড়ীর কাজ হয় তবে ভাবনা কি? দশ যায়গায় বেড়াতে হয়, তা হ্যাঁগা এখানে ওদের বাড়ীর নিস্তারিনী আছে?

রাই।—আছে, তবে হর তুই মেয়েদের কাম; আমি আসি, এস বেয়ান কাপড় কাচতে যাবে?

(কমল রাইমনি ও সুমতির প্রস্থান।)

জগ।—হ্যাঁলা নাপতিনী, নিস্তারিনীকে কি ওষুদ দিবি বলেছিলি, আজকে আন্‌বার কথা ছিল, এনেচিস্?

হর।—আমার আর কোন্ গুণে ঘাট আছে বল? ওষুদ এনে নিস্তারিনীর বাড়ী গেছিলুম, সেখানে দেখ্‌তে না পেয়ে, এখানে এলুম।

নিস্তা।—হ্যাঁলা, বলি এখানে একাএকইতো আসবার কথা ছিল, তা তুই অনর্থক ঘুরে বেড়াবি তা আমি কি করবো।

জগ।—সে যা হোক, এখন কি ওষুদ এনেচিস বল্; আর ওষুদ নিয়ে কি কোত্তে হবে তাও বল।

হর।—তোমাকে যে সেদিন দিলুম, কি কোত্তে হবে মনে নেই? তাই কোত্তে বল।

জগ।—আমি বলে দিলে কি ওষুদ খাট্‌বে? তুই হলি ঐ কম্মের কম্মি, তুই বলে দে।

হর।—মরণ আর কি? দেব্যোগুণ খাটেনা আবার কেমন? যা হোগ্‌গে, নিস্তারিনী এই ওষুদ নেও, দিয়ে যখন ভাতার আস্‌বে, পান খেতে দেবার সময়, পানের ভিতরি দিস্, তা হলেই সে খাবে; আর তা হলে ভাবনা নেই, তোর গোলাম হয়ে থাক্‌বে।

নিস্তা।—সে কথা ভাই বড় মিথ্যে নয়, রায়েদের নোতুন বৌকে হর ওষুদ দিয়েচে অবধি, প্রসন্ন দাদা নোতুন বোর কাছে ভেড়া হয়ে আছে, এখন আমার যে দেখ্‌তে পাওয়া ভার; দেখ্‌তে না পেলে ওষুদ কিরূপে খাটবে?

জগ।—এখন তো যত্ন করে রত্নের মত রেখে দেও, অবিশ্যি এক সময়ে না এক সময়ে খাট্‌বে। বছরের মধ্যে কি একবারও [illegible]বেনা?
(ঔষধি গ্রহণ ও নিস্তারিণীকে দান)

হর।—এখন আমি যা দেবার তাতো দিলুম, অতঃপর আমার হাত যশ, আর তোমার অদেষ্ট, কিন্তু ভাই, বাছাধন যদি একবার আসেন, তবে আর যাবেন কোথা? ওষুদের এমন গুণই নয়।

জগৎ।—হর, নিস্তারিনীর বর যাতে শীগ্‌গীর একবার আসে, এমন কিছু ওষুদ দিতে পারিস্?

হর।—আমিতো আর দেবতা নই, রাতারাতি গাচ্ চালিয়ে আন্‌বো? তবে আমি আর একটা ওষুধ কাল নাগাদ্ এনে দেবো; আর পান সুপুরি ও এক ছড়া কলা পোড়ে দে যাব, যদি ভাতের সঙ্গে, দিন একটি করে কলা খেতে পার, আর ভাত খেয়ে দুবেলা দুটি পান খাও, তবে ঐ

ওষুধের জোরে তোমার জন্যে তার মন কেমন করবে, তাহলে শীগ্‌গির আসতে পারে।

নিস্তা।—দেখ্ লিলা, বাপ্‌তিমীত তবে বড় শক্ত ওষুধ বল্যে? কিনা ভাতের সঙ্গে কলা খাওয়া আর তার পর, পান চিবুনো, এত বড়ই শক্ত? এমন ওষুধ পেলেতো বাঁচি।

জগ।—যা হোক্ বাপ্‌তিনি, তুই কালকেই সেই ওষুধ আর পান সুপারি কলা পোড়ে এনে দিস্। দিয়ে একটা বিরহিনী কুলীনের মেয়েকে বাঁচা। তাই তোর এতে অনেক পুণ্যি আছে মনে মনে ভেবে দেখ্।

হর।—(স্বগত) পুণ্যের ত ওর নেই, দিনের মধ্যে দশ টা মেয়ে বার কচ্চি, পাঁচটা গর্ভপাত করাতেছি, হাঁ তবে যদি ঔষধিতে কাজ করে, কিছু পুণ্য সঞ্চয় হতে পারে। আমার পাপের সমুদ্রে পুণ্যের শিশিরে কি হবে? (প্রকাশে) তা তাই বটেই তো; পুণ্যি আছে—পাপ পুণ্যি সকলই ভগবানের হাত।

জগ।—নিস্তার তবে ওষুধ টুকু যত্নে বেঁধে রাখ, এক সময়ে উপকারে অবিশ্যিই আসবে; তবে হর আজকি কামিয়ে দিবি, ভাঁড় বাটী সঙ্গে আছে?

হর।—হ্যাঁক্কো আমি এলুম নিস্তারিণীকে খুঁজতে; ওষুধ দিতে এসে কি ভাঁড় সঙ্গে এনেচি? তা আজ থাক্, কাল এসে তোদের কামিয়ে দে যাব তাই।

নিস্তা।—তবে ভাই আজ আসি তুই বোস।

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রূপারাম রায়ের বাটীর পার্শ্বস্থ, এক প্রতি বেশীর পুরুষ-বিহীন বাড়ীর দর দালান।

গণক প্রবেশ পূর্ব্বক আসীন।

নিস্তারিণী, মোহিনী, শশিমুখী প্রভৃতির প্রবেশ।

নিস্তা।—(শশির প্রতি) হ্যাঁলা সেই অবধি তোদের ডাকৃচি, নিজে তোদের বাড়ী অবধি গেলেম, তবু তোদের যে দেখা নেই, গণক ঠাকুর আর কতক্ষণ বসে থাকবেন, আয়, আয়, শীগ্‌গির আয়।

শশি।—আস্‌বো নয় তো কি যাবোলা? আস্‌তিই তো এইচি, এখন চ চ, কেমন গণক দেকি।

গণ।—আয় কাগা, আয় কাগা, ব্যয়ং কাকা ব্যয়ং কাকা, ব্যয়ং ব্যয়ং শব্দ সন্ধি, উত্তর দিকে ডাকে কাগ্, শুক্‌না ডালে বসে কাগ্, ইত্যাদি।

নিস্তা।—দেক্‌লিলা, গণক ঠাকুর কেমন কাগচরিত জানেন?

গণক।—আপনারা একে একে জিজ্ঞাসা করুন, আমি উত্তর দি।

মোহি।—আচ্ছা আমাদের ছোট বোর কি ছেলে হবে দেখ দেখি?

গণ।—এঁয়ার কি গর্ভ হয়েছে?

মোহি।—সকলে ত বলচে, তবে বলা যায় না, ছেলে বয়েস বোলে ভেবে অস্থির হতে হয়।

গণ।—(স্বগত) কি আশ্চর্য্য, এরূপ নবীন বয়স, আজো দেখিতেছি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, হায় এমত সরলা বালার বয়ক্রমাধিক্য হইবার পূর্ব্বেই যে গর্ভ লক্ষণ শুনিতেছি; কি আশ্চর্য্য, প্রসব কাল উপস্থিত হইলে কি রূপেই বা নির্ব্বিঘ্নে সুতিকাগৃহ-মুক্ত হইবে? যাহা হউক একটা গণা যাক, গর্ভের লক্ষণ পূর্ব্বেই জানা গেল, এখন গণকের গণিবার আর ভাবনা কি আছে? (প্রকাশে, প্রমদার প্রতি) এক-

বার বাঁহাত খানি আমাকে দেখাও (হস্ত ধারণ করিয়া) সন্তানের লক্ষণ বেশ দেখতেছি, যা হোক একটি ফুলের নাম কর ?

প্রমদা।—(মৃদুস্বরে) বকুল ?

গণ।—ব-কু-ল ; তিনটি অক্ষর ; কু—একটি মাত্রা ; " অক্ষর দ্বিগুণ ", তিন দুগুণে ছয় ; " চৌগুণ মাত্রা " এক কোত্তি চার ; চার আর ছয়ে দশ ; নামটি কি ?

মোহি।—প্রমদা। *

গণক।—(স্বগত) " অক্ষর দ্বিগুণ চৌগুণ মাত্রা, " আর ত বিদ্যা ঘটে নাই, তার মধে এ যে দেখ্ছি স্ত্রী পুরুষের মধ্যে অগ্র পশ্চাৎ মৃত্যু গণিবার বচন ; এখন কি করি ; যাহা হউক স্ত্রীলোকের নিকট ঠোকে যাবনা। (প্রকাশে) কি বল্যে " প্রমদা " আর ফুলের মকল দশ ; দশ দেড়ে পোনের ; পোনের সইয়ে (স্বগত) কত তা জানিনে (প্রকাশে) তার দেই ক তিন আর উদিকের ছয়, থাকে আট ;—আট পাঁচ, তের ; তেরয় তিন ; হোয়েচে—পুত্র সন্তানই বটে, হাঁ-একটি নব কুমার হবে ?

মহি।—হ্যাঁগা, গণক ঠাকুর, নব কুমার ত বল্যে, পেরমাই কেমন হবে তা দেক দেকি ?

গণ।—বটে, পরমায়ু দেখ্তে হবে ; আচ্ছা, কিসের তিথি কিসের বার, শুন যাহা বলি সার। "কি কর শশুর মতিহীন। পলকে জীবন বার দিন ॥ "

নিস্তা।—হ্যাঁলা একি গণক ঠাকুর বলচেন, বার দিন বই জীবন নয় ?

গণ।—ভয় নেই, জীবন বার দিন নহে, " পলকে জীবন বার দিন " তা ছেলেটির আয়ু হবে মন্দ নয়।

মোহি।—হ্যাঁগা, মন্দ নয় আবার কেমন ? ঠাকুর ভাল করে বল, পেরমাই কত হবে ?

নিস্তা।—তুই ভাই কেমন ধারা, গণক ঠাকুর ত বল্যেন, আবার কেমন করে বলবেন ?

গণক।—(স্বগত) একটা যাহা হয় বলিলেই হলো, ভাল বলিতে পারিলেই সত্য ; তবু একটু কায়দা চাই (প্রকাশে) ছেলেটি দীর্ঘায়ু হবে।

নিস্তা।—ওগো, গণক ঠাকুর, নোতুন বোর এক বার হাতটা দেখত, কি ছেলে হবে?

গণ।—ওঁয়ার কি গর্ভ হয়েচে?

নিস্তা।—না; তবু দেখ কি ছেলে হবে।

গণ।—আচ্ছা হাত দেখানত।

শশি।—(অগ্রসর হইয়া হস্ত দর্শান)।

গণ।—হাঁ, দেখ্‌তেছি—ধনস্থানটা খুব ভাল।

নিস্তা।—ওতো আর টাকা আন্‌বেনা; তুমি ছেলে হবে কিনা দেখ।

গণ।—বটে, "একথা যদি মিথ্যে হয়, সে ছেলে তার বাপের নয়"।

নিস্তা।—হ্যাগা বাপের ছেলে নয় আবার কি?

গণ।—না গো আমি তা বলিনি, বলি বাপের মতই একটি ছেলে হবে।

নিস্তা।—আমরা ত বাছা ও সব্ কিছু বুঝিনে, তাই বল্‌চি।

গণ।—তা, আর আর লক্ষণ সব্ আছে ভাল।

মোহি।—(নিস্তারিনীর প্রতি) এখন ত সকলের হলো। নিস্তারের গোনা, কি গোনাতে হবে?

নিস্তা।—হ্যাঁলা, তুই গোনাবিনে? তার পর আমি যা গোনাবার তাই গোনাব।

মোহি। আমি আর কি গোনাব, আমি ছোট বোর গো...র জন্যে এসেচি, তা তুই গোনাবি তো গোনা।

নিস্তা।—(মোহিনীর কর্ণে অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত স্বরে) ওলো কবে আস্‌বে তাই গোনাব।

মোহি।—বটে তাই; আচ্ছা তাই তুই গোনা, আমি যা বলবার, গণক ঠাকুরকে বলবো।

গণ।—(স্বগত) এবার গোনা কিছু শক্ত; কানাকানি কেন? তবে একটু শুনেছি, যেন বোধ হয় "কবে আস্‌বে" এই কথাটি শুনা গেল, তা এমন যুবতী নারী, "কবে আস্‌বে" গোনাবে; বোধ হয় ইহার স্বামী-সাক্ষাৎ বহু দিনাবধি হয় নাই, তা ভাবে বোধ হইতেছে কুলীন কন্যা,

দেখা যাক্, জিজ্ঞাসা করিলেই বুঝিতে পারিব (প্রকাশে) হাঁ গা ইঁনি কি কুলীনের কন্যা ?

মোহি।—দেখ্‌লি ভাই গণক ঠাকুরের গণনা; আগে ভাগেই বলেচেন; হাঁগো, আমাদের নিস্তারিণী কুলীনের মেয়ে।

গণ।—(স্বগত) তবে যাহা ভাবিয়াছি ঐমত গণনাই বটে; স্বামী আসিবার কথাই বটে; (প্রকাশে) তাই আমি বোল্‌চি তবে কি গোণাতে হবে ?

মোহি।—তুমি বল দেকি কি শুণ্‌বে, তার পর আমি সব বল্‌বো।

গণ।—(নিস্তারিণীর প্রতি) তুমি একটি ফুলের নাম কর।

নিস্তা।—করুণী।

গণক।—করুণী ফুল, আচ্ছা; রাঙ্গা রাঙ্গা; রাঙ্গা নয় শাদা; শাদা শাদা শাদা; আচ্ছা শাদা নয় কাল; কাল কাল কাল; আচ্ছা কাল নয়, কালোর মতন বটে; কাল জিনিষ; জিনিষ নয়, কাল কোকিল কাল, কাল হলো বসন্ত কাল্।

নিস্তা।—(মোহিনীর কানে কানে) ঐ দেখ্ ভাই, ঐ দেখ্, গণক ঠাকুর তো প্রায় বোলবো বোলবো কোচ্চেন্।

গণ।—হাঁ, বসন্ত কাল—পতি বিরহ।

নিস্তা।—(লজ্জায় অধোমুখী হওয়ায়, কপোলদেশ রক্তিমা বর্ণ)

গণ।—(স্বগত) এবার না হয়ে যায় না; বিরহিনীর বিরহ জ্বালা, হইতেই পারে (প্রকাশে) পতি বিরহে সতীর কষ্ট;—আসার আশা।

মোহি।—কি বোলচ গা; আশা ?

গণ।—হাঁ, গণনায় বোধ হচ্চে, পতি কবে আসবে, এই না ?

মোহি।—তা ঐ বটে, তবে দেক দেকি, আমাদের নিস্তারের পতি কবে আস্‌বে।

গণ।—তবে এই বারে আর একটি ফুলের নাম কর দেখি।

নিস্তা।—(অধোমুখী হইয়া) গোলাপ।

গণ।—গো—লা—প; তিন অক্ষর। তিন, পাঁচ; আট; নয় তিন, বার, আট আর বারোয়—বারো আর আটে কুড়ি; কুড়ির এক শনি, তাতে হলো দুই; অতএব বামাগতি, এখন শুক্রে পক্ষে; হাঁ হয়েচে, আর শুক্রে

পক্ষের দ্বিতীয়ের দিন আসবেন, তবে ঢের বেলা হলো, অনেক গুণেচি এখন আপনারা আমাকে বিদেয় করুন।

সকলে।—(গণককে কিছু কিছু দান)

(নাপতিনীর প্রবেশ)

হর।—এই যে সবাইকেই দেকৃচি। ওগো গোণক ঠাকুর, আমি এক বার তোমার কাচে এলুম।

গণ।—একে ?

মোহি।—ও আমাদের কামায়, ওর নাম হর নাপতিনী।

গণ।—আগমন কেন ?

হর।—আমার আর কি জন্যে আসা ? আমি কিছু গোণাতে আসিনি, তা একটা কতা জিজ্ঞেসা কোত্তে এলুম।

গণ।—(স্বগত) যদি নাপতিনীকে ফাঁকি দিয়া কিছু লইতে পারি, তবেইত বাহাদুরি, দেখা যাক্, কি বলে (প্রকাশে) কি কথা বাছা বল্।

হর।—ওগো আর কিছু নয়, তা আমার একটা গরু মরেচে, তাই বলি, সকলে বোলচে পেরাশ্চিত্তি কোত্তে হবে, তা কপোন কড়ি নাগ্‌বে, তাই তোমার কাছে বিদেন নিতে এলুম।

গণ।—বটে, এই বইত কিছু নয় ; তা গরুটি বুড়ো হয়েছিল ?

হর।—হ্যাঁ গো তাঁর দাঁত ছেলোনা।

গণ।—কিরূপে হত্যা হলো ?

হর।—এই যেমন বন থেকে চরে আসছিলেন, একটা নালা ডিঙ্গুতে, মুড় গাই, অমনি মরে গেছেন।

গণ।—বটে, তা ওর বচন পড়েই আছে :—অদন্তকোগাভীর্দ্দন্পাটো মরণে, চতুর্ব্বণ্টক সহিত, কার্ষাপণে চতুঃকাহন কৌড়ী দেয়া। বুঝ্‌লেত চার কাহন কড়ী লাগ্‌বে।

হর।—দেখলে গা, তাতেই তোমার কাছে বিদেন নিতে এনু।

গণ।—তা বিধান দিলেম, আমার দক্ষিণে ?

হর।—এই নেও বাছা (দুটি পয়সা দান)

গণক।—(পয়সা লইয়া) তবে আসি। (ইতি প্রস্থিতা)

(সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

হর।—বা দেকুতে দেক্‌তে যে দেক্‌চিত্ত সন্ন্যাসী ঠাকুর এসেচেন ; তা আমি রায়েদের গিন্নীকে ডেকে নে আসি (হরর প্রস্থান)

সন্ন্যাসী।—জয় কেদার নাথকি জয়, জয় বইদ্‌ নাথকি জয়।

মোহি।—হ্যাঁগা সন্ন্যাসী ঠাকুর, আমাদের ছোট বৌকে একটু ওষুদ দেও দেখি, যেন একটি ছেলে হয়ে বেঁচে থাকে।

সন্ন্যা।—মায়ি আও, আও মায়ি আও, হামি রাখাল দাসের দাওয়াই দেবে।

মোহি।—তাই বলচি, তবে এক গাছি রাখাল দাসের তাগা দেও।

সন্ন্যা।—(ঔষধি লইয়া) এহি লেও, ছেলিয়া হোলে, ছেলিয়াকা গলায় বেঁধে দেবে।

মোহি।—ছোট বৌ, তুই হাত পেতে নে, সন্ন্যাসী ঠাকুর যা দেন্‌।

প্রমদা।—(সন্ন্যাসীর নিকটস্থ হইয়া ঔষধি গ্রহণ)

নিস্তা।—সন্ন্যাসী ঠাকুর নোতুন বৌকে একটি ছেলে হবার ওষুদ দেও দেকি।

সন্ন্যা।—কি ছেলের দেবে, মেয়ে ছেলিয়া, না বেটা ছেলিয়া।

নিস্তা।—মেয়ে ছেলিয়া দেবে কেন, বেটা ছেলের জন্যে ওষুদ দেও।

সন্ন্যা।—এহি বাবা বৈদ্‌নাথকি দোহাই, এহি দাওয়াই দেহি, ছেলিয়া হোলে, লেড়্‌কা কা গলায় দেবে।

নিস্তা।—আচ্ছা ছেলে হলে ছেলের গলায় মাদুলি করে দেবে, এখন শীগ্‌গির ছেলে হবে ত? ওকে যে সবাই বাঁজা বাঁজা বলে।

সন্ন্যা।—আরে বাঁঝা হোবেক্‌ না, যে দাওয়াই দিয়া, বুড্‌ঢিকা ছেলিয়া নেকাল আওয়ে; ছেলিয়া হোলে লেড়কাকা নাম বৈদনাথ রাখ্‌তে হোবে।

নিস্তা।—তা ছেলে হলে, বৈদ্যনাথ নাম রাখা যাবে ;

(কমল ও জগৎ মোহিনীর প্রবেশ)

এই যে জগৎমোহিনী দেখ্‌চি ; (কমলের প্রতি) ওমা, হ্যাঁগা কেমন করে জান্‌লে সন্ন্যাসী এসেচে, তা তোমার ছোট বোর ওষুদ বড় বৌ নিয়েচে, আর নোতুন বোর জন্যে আমি সন্ন্যাসী ঠাকুরের নিকট বৈদ্যনাথের তাগা চেয়ে নিইচি।

কম।—বেশ করেচ মা, এখন তোমাদের কল্যেনে আমার ছোট বৌ ভাল ভালতে ছেলে কোলে করে আঁতুড় ঘর থেকে বেরুলেই বাঁচি; (সন্ন্যাসীর প্রতি) হ্যাঁগা মোহন্ত ঠাকুর, আমার ছোট বৌকে একটি খোকার মা হবার ওষুদ দিয়েচ ?

নিস্তা।—মা গো! তোমার আর বল্যে বিশ্বেস নেই, দিয়েচেন বৈকি।

সন্ন্যা।—ভাল দাওয়াই দিয়েছে, মায়ি, রাখাল দাসের তাগা দিয়েচে।

জগৎ।—(নিস্তারের প্রতি) হ্যাঁলা তোরা সব এইচিস্ আমাকে ডেকে আসতে নেই, আমি কি এলে তোদের সব পেটের ছেলে কেড়ে নেব ?

নিস্তা।—না ভাই আগে গণক এসেছিল, তা ভাই তাড়াতাড়িতে তোকে ডাকতে ভুলে গেচি।

জগৎ।—তবে গণক কি গুণলে ?

নিস্তা।—তা ভাই বল্যে, আর শুক্কুলে পক্ষের দ্বিতীয়ের দিন আসবে।

জগ।—বটে, আমি একটা পরামর্শ বলি, শোন্‌না কেন ?

নিস্তা।—কি পরামর্শ ভাই ?

জগ।—পরামর্শ এই, যে ভাই তুই কেন সন্ন্যাসী ঠাকুরের .. ছেলে হবার ওষুদ নে না, তা হলেইত ভাতার আসবে, আর .. সে কোথায় যাবেন ? তার পর ছর যে ওষুদ দিয়েচে তাই খাওয়ালেই ত সব সিদ্ধি হবে।

নিস্তা।—বেশ বলেচিস্ ভাই, ভাগ্যিস্ তুই এলি, নইলে এ পরামর্শ কে দিত ?

জগ।—তা তুই না বলতে পারিস্, আমি ওষুদ চেয়ে দিচ্চি, আর (সন্ন্যাসীর প্রতি) ওগো মোহন্ত ঠাকুর আমাদের নিস্তারিণীকে একটি ছেলে হবার তাগা দেওত।

সন্ন্যা।—আও মায়ি তোকে বাবা কেদার নাথকা তাগা দেবে (তাগা দান)

নিস্তা।—(তাগা গ্রহণ)

জগ।—এ তাগা কি করবে ?

সন্ন্যা।—তাগা ধারণ করবে, আর সন্তান হোবে, ঐ তাগা ছেলিয়ার গলায় দিতে হোবে; আর ছেলিয়াকা নাম কেদারনাথ হোবে।

জগ।—আচ্ছা আচ্ছা তাই হবে, যেন শীগ্‌গির একটি ছেলে——

(রামদাসের প্রবেশ)

রামদা।—(স্বগত) কি আশ্চর্য্য, কি আশ্চর্য্য, এই সকল অসূর্য্যম্পশ্যা যুবতী রমণীগণ, কেহ ইহাদের বদনারবিন্দ দর্শন করিতে পারে না; এই এক বেটা ভণ্ড সন্ন্যাসী এসেছে, ইহারা এর নিকট অনায়াসে আসিয়া কত প্রকার ব্যাপকতা করিতেছে; আর গর্ভবতী হওনাভিপ্রায়ে নির্লজ্জ চিত্তে ঔষধি-আদি গ্রহণ ও ধারণ করিতেছে: এই মধ্যাহ্ন সময়, গৃহ-দ্বার ত্যাগ করত কি কদর্য্য ব্যাপারে রত! যদি আমি এক্ষণে যাজক ক্রিয়া সম্পাদন ও আহার করিতে না আসিতাম, তবে বোধ হয় এই বেটাত অনায়াসেই অবলা বালাদিগের গাত্র স্পর্শ করত অঙ্গ ভূষণাদি লইয়া পলায়নে পারক হইত; যাহা হউক যে স্থলে নয়ন-গোচর হইল, আর কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিনে (প্রকাশে) হাঁ গা মায়া, একি, এই রৌদ্রের সময়, আপনারা এখানে, সব যাও যাও (কমলের প্রতি) এই যে গিন্নীকে দেখ্‌ছি, আপনি কেন কর্ম্ম ভোগ্ করিতে এসেচেন, যান্ যান্, এখনি প্রসন্ন বাবু দেখ্‌তে পেলে নিতান্ত রাগত হবেন।

(সকলের প্রস্থান।)

(সন্ন্যাসীর প্রতি) শুন বাবা হিঁয়া কভি আও মৎ; হিঁয়া আওনেকা মান্না হ্যায়, বাবু লোক সব দেখ্‌নেছে খাপ্‌পা হোঙ্গে।

সন্ন্যা।—কেয়া বাবা, হাম ফকির হেঁ; ভিক্ মাগ্‌নে কোহি আয়া।

রামদা।—আচ্ছা যো হুয়া সো হুয়া, আবি নেকাল্ যাও, দোসরা দরওয়াজামে দেখো; হিঁয়া মৎ রহ।

সন্ন্যা।—যাতে হেঁ বাবা, রহেনেকা জরুরী কেয়া হ্যায়।

(উভয়ের প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কৃপারামের বাটী—প্রসন্ন বৈটকখানায় আসীন।

প্রস।—কুশো, কুশো।

নেপথ্যে।—অ্যাজ্ঞে যাই (কুশোর প্রবেশ।)

প্রস।—হ্যাঁ কুশাই, কার সঙ্গে গপ্পা হতেছিল?

কুশ।—এই আমায়ণ শুনতে গেছিনু. তাই বন্নু।

প্রস।—কাকে রামায়ণের কথা বল্যে?

কুশ।—অ্যাজ্ঞে মোদের উপোকে।

প্রস।—রূপচাঁদকে;—কি বল্‌ছিলে?

কুশ।—বোল্‌ছিনু হোনুমান এসে আজা উদিষ্ঠিরকে বোল্যে, অক্ষন হদে পোড়েচে, তাই বন্নু।

প্রস।—কি বোল্‌ছিলে, হনুমান এসে রাজা যুদিষ্ঠিরকে ক্ষণ হ্রদে পড়েচে বল্যে?

কুশ।—অ্যাজ্ঞে তাই বোলছিনু; মুই সব বুঝ্‌তে নারি।

প্রস।—(হাস্য করিয়া) মিথ্যে নয় তুই সব বুঝিস্‌নে; আবার চা চা কি বলছিলি?

কুশ।—ও আকুটা কতা হোচ্ছিলো।

প্রস।—কি কথা?

কুশ।—ও বুদ্দির ডিপোন্ মোশার কতা।

প্রস।—বুদ্ধির ডিপোন্ মোশায় কি?

কুশ।—এঁই, এঁদ্যাশে ভট্‌চাজ্ থাকে, মোদের দ্যাশে বুদ্দির ডিপোন্ মোশায় অয়্।

প্রস।—তা বুঝলেম, তার পর চা চা কি, সে কথাটা বল।

কুশ।—মুই আর অবাই আত্রে কুমিল্লা যাচ্চিনু. তা আঁস্তায় একটা শুওরের চা দেকনু, মোরা শুওর এঁগে দেকিনি, তা মুই বন্নু, ওটা অ্যাকু

চাকার চা; অবাই কয় ওঁটা মাঁ্যাক্ চাকার চা; তা মোদের বিবাদ্ নাগ্‌লো, অবাই কলে বুদ্দির ডিপোন মোশার কাচ্ চ, তা আত্তির ওয়েচে, ডিপোন মোশার গরে গেন্নু, আর কন্নু—বুদ্দির ডিপোন মোশায় গরে আচনিঃ? তিনি কন্ তুই কোরে? মুই কন্নু মুই কুসাই; তিনি কন্ কুসাই, এত আত্তিরে ক্যান্? মুই কন্নু আঁকুটা বিবাদ্ লাগ্‌চে; তিনি কন্; কি বিবাদ রে?

প্রস।—তার পর বুদ্ধির ডিপোন কি মীমাংসা করলেন?

কুশ।—অঁ্যাজ্ঞে, নিব্বংশ এই যে, মুই কন্নু আত্তিরে কুমিল্লা যাচ্ছিনু, তা কিসের আঁকুটা চা দ্যাক্‌নু, তা মুই কই অঁ্যাক্ চাকার চা, অবাই কয় ম্যাক্ চাকার চা; তা কিসের চা? সেকি বেড়ার চা?

প্রস।—তুই বলিস্ ভেড়ার ছাঁ।

কুশ।—অঁ্যাজ্ঞে; তা বুদ্দির ডিপোন মোশায় কন্, ওরে ও অঁ্যাক্ চাকার চাও নয়, মাঁ্যাক্ চাকার চাও নয়; মুই কন্নু কিসের চা? তিনি কন্ মুষাবিদ্দি গজ কয়ঃ।

প্রস।—তিনি বল্যেন মুষা বৃদ্ধি গজ ক্ষয়ঃ।

কুশ।—অঁ্যাজ্ঞে, অঁা।

প্রস।—(হাস্য করিয়া) তবে কুশাই তিনি বেশ্ মীমাংসা করলেন, এর মানে কি?

কুশ।—নিব্বংসের ম্যানে এই, মুষা :—কিনা ইন্দুর, উনি বিদ্দি ওতে ওতে ওয়েচেন; আর গজ :—কিনা অস্তি, উনি কয় ওতে ওতে ওইচেন।

প্রস।—বটে, ইন্দুর বৃদ্ধি হতে হতে, আর হস্তি ক্ষয় হতে হতে, রয়ে গেছে।

কুশ।—কর্‌তা বুজ্‌লেন, অঁ্যাজ্ঞে ওই। বুদ্ধির ডিপোন মোশায় না থাক্‌লে মোদের দশায় ওইতো কি?

প্রস।—(হাস্য করিয়া) যা হোক্ তুই যে সেদিন বিধুভূষণের সঙ্গে, তার ছেলের সম্বন্ধ করতে গিয়ে ছিলি তার কি হলো?

কুশ।—সে কায়দা বড্ ডি।

প্রস।—বড় কায়দা, কেমন?

যৌবনে এতেক জ্বালা, আগে নাহি জানি লো!
শৈশবে ছিলাম ভাল, বিরহে না চিনি লো।
যৌবন-যাতনা আর, প্রাণে নাহি সয় লো;
কুসুম বাণেতে মার, বিষ বাহিরয় লো।
জ্বর জ্বর কলেবর, মরি বুঝি এবে লো;
প্রাণান্ত, নিতান্ত বুঝি, হলো হর, ভেবে লো।
জীয়ন্তে মরিয়া আছি, কত জ্বালা সই লো?
নিতান্ত কাতরা আমি—যুবা জন কই লো?
হৃদি শতদল ফুটি, হইল বিকচ লো;
ষট্‌পদে নাহি হেরি, হতেছে সঙ্কোচ লো।
যাহা দেখি যাহা শুনি, কিছু ভাল লাগে না,
অহর্নিশ বিষ বোধ, মন, বোধ মানে না।
অল্প দিন তনু ক্ষীণ মরমেতে মরি লো;
হৃদি মাঝে পেয়ে বঁধু অনাদর করি লো?

তা কি হয় ভাই, একবার রসিক সুজন পেলে কি ছাড়ি?

হর।—তা যা বলিা মিথ্যেও নয়, তা ভাই এখন তোমার মুখ তোমার হাত, আমার কাজ আমি ঠিক্ করেচি।

(শশিমুখীর প্রবেশ)

শশি।—হ্যাঁলা, ছোট্‌ঠাকুরঝি, তোর কি আর কামান হয় না? নাপ্‌তিনীর সঙ্গে কি গপ্প কোচ্চিস, অবাক্ কল্যে যে, সুয্যি পাটে বসে, আমরা কি কামাব না?

গোলা।—হ্যাঁলা গপ্প আর কি করবো, আমার আর গপ্পের সাধ আছে?

হর।—এস গো বড় ছোট বৌ কামাবে তো এস।

শশি।—বড় ছোট বৌ কি লা, বড় ছোট বৌ কিসে লা?

হর।—ভুলে গিইচি ভাই, নোতুন বৌ, ভাই এস কামাওসে, সত্যি সত্যি বেলাটা গেছে।

(সুমতির প্রবেশ)

সুম।—হ্যাঁলা নাপতিনি তোদের পাড়ার নোতুন খবর কি লো?

হর।—নোতুন খবর আর কি; তবে একটা খবর আছে, মুখুয্যেদের কামিনী বেইরে গেছে।

সুম।—(গালে হাত দিয়া) হ্যাঁলা সত্যি নাকি? আমরা যে কামিনীকে ভাল বলে জানতেম্, তা এইস্ত্রী হয়ে বেরিয়ে গেল, সে কেমন কথা লা?

হর।—তার, দিদি অপরাধ কি, কুলীনের মেয়ে চির দিন কি ভাল থাকে?

সুম।—বলি এ ঘটনার ঘটক কে হলো?

হর।—(স্বগত) সকলি এই হর নাপতিনী (প্রকাশে) পরমেশ্বর জানেন, এমন জন্ম আমাদের নয় যেন এসব ঘট্‌কালি কখন কোত্তে না হয়।

সুম।—বলি, হ্যাঁলা, আমি কি তোকে ঘটক বলচি, তুই যে "ঘরে কে, না আমি ত কলা খাইনি" তাই কলি, বলি রাতারাতি বেরিয়ে গেল, তার মার সঙ্গে কোন কথান্তর হইছিল না কি?

হর।—মার সঙ্গে ঝকড়া করে, কে কোথায় বেইরে যায়? তার ভাতার সে দিন এক যুগের পর এসে 'বোলবো কি' রেতে শুতে গিয়ে ট্যাকা চেয়ে লো, তা কামিনী কোতায় কি পাবে, যা কিছু তার ঠেঁই ছেল, মোযোদা বলে দিতে গেল, তা অমনি তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে, নাতি মেরে ঝাঁটিকুড়োর বেটা চোলে গেল, সেই শোকে সে বেইরে গেচে।

সুম।—বটে, কুলীনদের এমনিই দশা, তার পর এখন?

হর।—এখন আর কি হবে, তার মার সেই একটি মেয়ে, সে মাগি কেঁদে কেঁদে বাঁচেনা।

সুম। তা এখনকার যে দিন কাল পোড়েচে, সব্বদাই শশব্যস্ত হয়ে থাকতে হয়, কোন্‌দিন কার অদেষ্টে কি আছে, বলা যায় না।

হর।—তা যা হোগ্‌গে, হ্যাগা তোমাদের ছোট বোর নাকি পেট হয়েচে?

সুম।—সকলে ত বলচে তাই; ছোট বৌ ছেলে মানুষ, আমরা ওর জন্যে বড় উদ্বিগ্ন হইচি।

হর।—তার আর ভাবনা কি, হ্যাগা তা ছোট বোর বয়েস কত গা ?

সুম।—এই সবে তের উৎরে চোদ্দোয় পা দিয়েচে, ওতো সে দিনকে কল দেখ্‌লে।

হর।—ওগো তার জন্যে তোমরা ভেবোনা ; হেসে দেকোগা, আমার বোনের সতীন ঝির তের বছরের বেলায় পেট্ হোয়েছিল ; তাতো ভাল ভালন্তে ছেলে বিউলে।

সুম।—হ্যালা নাপতিনি, তোর বোনের সতীন ঝির ছেলেটি বেঁচে আছে ?

হর।—বেঁচে আছে বৈকি ; তবে ছেলেটির ব্যামোয় ব্যামোয় এক দিনের তরে ভাল থাকবার যো নেই।

সুম।—এখন ছোট বৌ আঁতুড় ঘরে গিয়ে নেয়ে ধুয়ে ষটি পুজো করে ছেলে নিয়ে ঘরে আসতে পাল্যে আমরা বাঁচি ; তা কুলুই চণ্ডীর, বাবা ঠাকুরের, সব পূজো মেনেচি।

হর।—ওগো এখনকা'র যে কাল পড়েচে, তের বছর চোদ্দ বছরে ত হামেশা লোকের ছেলে পিলে হোচ্চে, এই সিদিনকে আমার দেওর, বোসেদের ছেলে হবার খবর নে অখিকে গেছিল, তা দিদি মিত্তিদ্দের বামার বয়েস কত ? চদ্দ চোদ্দো বছর।

সুম।—নাপতিনি, আমার পায়ে অনেক মাশ্ হয়েছে, কাল পরশু তাকাতাকি এক দিন সকাল সকাল এসে কামিয়ে দিয়ে যাস্, আজ আর বেলা নেই কামাব না।

হর।—তবে দিদি ঠাকুরুন আজ আসি, তোমাদের নোতুন বোয়ের যে কতা, ভেবেছিনু হয় ত আজ কামাতে বোসে মোকে মেরেই ফেল্‌বে !

সুম।—আয়, তবে উদিন একটু বেলা বেলি আসিস্।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কৃপারাম রায়ের বাটী।

প্রসন্ন আসীন ; বিধুভূষণের প্রবেশ।

প্রস।—এস ভূষণ দাদা, ক দিন আর দেখা নেই কেন?

বিধু।—আজ্ঞে সবে রাঢ় হতে পরশু এসেছি, ছেলেটির ত সম্বন্ধ স্থির করে এলেম, এখন বিবাহ দিলেই হলো।

প্রস।—মেয়েটির বয়েস কত?

বিধু।—মেয়েটির বয়েস সাক্ষাৎ বটে, তবে আমাদের বৈদিকের সাক্ষাৎ।

প্রস।—মাথায় মাথায় এক হবে নাকি?

বিধু।—একই বটে তবে, মেয়েটি কিঞ্চিৎ ছোট হবে।

প্রস।—তবে তোমার ছেলের সঙ্গে একই বয়েস বল।

বিধু।—এক বয়েস নয়, দুই এক বছরের ছোট হবে।

প্রস।—ছি ছি, এমন সম্বন্ধ কেন করলে, মেয়ে যদি——

বিধু।—মহাশয়, কি করি পাইনে, তবু যাই দেড় শো টাকা পোণ স্বীকার করেছি। বলেন কি, কুল সম্বন্ধ অন্যথা হলে কি আর সম্বন্ধ হয়? তবে বহু তল্লাসে কন্যা পাওয়া যাইতে পারে, নতুবা বিবাহ হওয়া সুকঠিন।

প্রস।—মিথ্যে নয় তোমাদের যে পেটে পেটে কুল সম্বন্ধ হয়ে থাকে, তা শ্যামাচরণের (বিধুর পুত্র) কুল সম্বন্ধের লক্ষণ পাত্রীটি কি গত হয়েছে?

বিধু।—তা নইলে, মহাশয় এত কষ্ট, এত ব্যয়; যাহোক অতঃপর যে পাওয়া গেল, এই মঙ্গল।

প্রস।—পাত্রীটি আর একটু ছোট হত, তবে ক্ষতি ছিল না—এ নিতান্ত মাথায় মাথায় হবে।

বিধু।—মহাশয় আমার ছেলের তো উত্তম সাক্ষাৎ হবে, আমাদের

মধুর ছেলের বিবাহ আর আমাদের বড় গিন্নীর মেয়ের বিবাহ যদি দেখ্‌তেন, আপনি আশ্চর্য্য হতেন।

প্রস।—কেন তোমাদের মধুর পুত্রাপেক্ষা পুত্র-বধূ, বয়েসে বড় হয়েছে নাকি?

বিধু।—আজ্ঞা না মধুর ছেলের বয়স কিছু ছোট নয়, সমান বয়েস, তবে ছেলেটিকে ত দেখেচেন, একে কিঞ্চিৎ খর্ব্বাকৃতি, তাতে আবার পাত্রীটিকে দেখ্‌তে সাকারা, সুতরাং বিবাহ কালীন, বর বড় না কনে বড় যখন বল্লো, কনেকেই বড় বোধ হতে লাগল।

প্রস।—বটে; তা তোমাদের বড় গিন্নীর মেয়ের বিবাহ কিরূপ হয়েছিল?

বিধু।—সে এক তামাসা হয়ে গেছে, আমরা শুনেছি যখন বাসর ঘরে বর যাবে, বর নিদ্রাগত ছিল বলিয়া, আমাদের স্বর্ণ (বড় গিন্নীর কন্যা) বরকে কোলে করে বাসর ঘরে প্রবেশ করেছিল।

প্রস।—(হাস্য করিয়া) বটে, এখন সে জামাইটি কত বড় হয়েছে?

বিধু।—না, এখন আর অমিল বোধ হয় না, এখন বেশ্ সাতসু হয়েছে।

প্রস।—বামুন জেতেরই কেমন অদৃষ্ট, কুলীন সম্বন্ধে মেয়ে গুলার সেই দুর্দ্দশা, মহারথীরা এক এক জন দশ বার গণ্ডা বিয়ে করি বিবাহ-বণিক হয়েন; বংশজের এক বিবাহ হওয়াই সুকঠিন, দ্বিবিবাহের ত কথাই নেই, আবার বৈদিক ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যদি কুল সম্বন্ধ হয়ে নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ হলো, সে এক রকম মন্দর ভাল, নতুবা যদি বিবাহের পূর্ব্বে পাত্র পাত্রীর কোন বিঘ্ন হলো, কি বিবাহ অন্তে কোন ব্রাহ্মণের স্ত্রী বিয়োগ হলো, তবেই মজিল দায়—বিবাহ হওয়া ভার; বিশেষতঃ যদি বৈদিকের কন্যা অন্যপূর্ব্বা হয় তবে পাত্র পাওয়া সুকঠিন, বিবাহ ত দূরে থাক্।

বিধু।—যা হোক্ মহাশয় আমাদের কুল সম্বন্ধ, কি অতি বাল্য বয়সে বিবাহ দেওয়া, দক্ষিণ দেশে উঠে গেছে। কল্‌কেতার দক্ষিণ রাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রায় এ রীতি লোপ হয়েছে; এত শত কি? সংস্কৃত কালেজের বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রভৃতি, তাঁদের পুত্রাদির বিবাহ আর এ নিয়মে দিতেছেন না, তা মহাশয়, কালে কালে সকলই যাবে।

প্রস।—তোমাদের কুল সম্বন্ধ টা উঠে গেলে বড়ই সুখকর হয়, দেখ পাছে মেয়ের বয়েস অধিক হয়, এই অনুরোধে পাত্র নয় দশ বছরে পড়্তে না পড়্তেই বিবাহ হয়। এই বাল্য বিবাহ সকল দেশের কি না অনিষ্ট ঘটিতেছে? কর্ত্তা, বসন্ত কুমারের ছেলে বয়েসে বিবাহ দিয়েছেন, দেখ বৌমা আমার চোক্ষো বছরে প্রবেশ করিতে না করিতেই শুনিতেছি সসত্ত্বা হয়েচেন।

বিধু।—বাল্য বিবাহ বড় দোষাকর, যা বলচেন কোন মিথ্যে? তবে দেশাচার কি করা যায়, নতুবা পেটে পেটে কে কোথায় সম্বন্ধ করে বলুন দেখি?

প্রস।—ছোবো বেয়াই আদর করেছিল কেমন?

বিধু।—এক্ষণে তো বিবাহ হয় নাই; তা আদর যথেষ্ট করেছিল, আপনার যাই কুশাইকে সঙ্গে লয়ে গিয়েছিলেম, তাই পথে বড় কষ্ট পাইনি।

প্রস। আমি কুশোর মুখে কথক কথক শুনেছি।

বিধু।—মহাশয় কুশাই, না বাঙাল, না বুনো, না সহজ; সে খানে কুশাই এক হাস্যাস্পদের স্থল হয়েছিল।

প্রস।—বাঙালই হোক্ আর বুনোই হোক্, তোমার তো কোন কষ্ট হয় নাই?

বিধু।—আজ্ঞা না, কোন কষ্ট হয় নাই; তবে আমি এক্ষণে আসি, একবার এদিক ওদিক বেড়াতে হবে, এক জ্বালা ত নয়।

প্রস।—আচ্ছা এস।

বিধু।—তবে বসুন। (বিধুভূষণের প্রস্থান।)

প্রসন্ন।—(স্বগত) কি আশ্চর্য্য, ভগবান যাহাকে দুঃখ দিবার মানস করেন, তার আর কিছুতেই নিস্তার নাই; অথবা জগদীশ্বরের বা দোষ কি? যেমন পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি, তদ্রূপ ফলোপভোগী হইতেছি। বিদেশস্থ হইয়া বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে পরিবার বর্গকে এতাবৎকাল সুখী করিতেছিলাম, তা অদৃষ্টে সুখ না থাকিলে কে কোথায় সুখী হয়? সামান্য কারণে কর্ম্মচ্যুত হইলাম; একে পিতামাতা বৃদ্ধ, তাহাতে দুই পত্নী গলায়; লোকের এক স্ত্রীতে রক্ষা নাই; সর্ব্বদাই গৃহে কলহ, সুখ আর কিছুতেই

নাই; তবু যাই বসন্তের ভাবনা ভাবিতে হয় না; এবারে সে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া জলপানি না পাইলে তাহার অধ্যয়ন সুদ্ধ বন্ধ হইত। কি করি ভাবিয়া অস্থির; কিরূপে যে বংশের মান সম্ভ্রম রক্ষা হইবে কিছুই দেখিতেছি না। ভগবান সকল বিষয়ের প্রণেতা ও প্রয়োজক দৈবানুকূল না হইলে কিছুতেই কিছু হইবার নহে—দৈব প্রতিকূলে মানুষিক চেষ্টা ও যত্ন সকলই বিফল;

(রামদাসের প্রবেশ।)

(প্রকাশে) আসতে আজ্ঞা হয়, নমস্কার।

রামদাস।—একাকী বসিয়া কি চিন্তা করিতেছেন?

প্রস।—ভট্টাচার্য্য মহাশয়, বলিতে কি, আপনার নিকট ত কিছু অপ্রকাশ নাই; একটু বিষয় কর্ম্ম ছিল তাও গেল, যেরূপ সময় দিন পড়িতেছে—বিশেষতঃ পৈতৃক তেমন বিষয় বিভব নাই, ভাবিয়া অস্থির হইয়াছি।

রামদা।—কিছু চিন্তা করিবেন না, ভগবান সকলের চির দিন সমান রাখেন না; অবশ্যই সুদিন আসিবে।

প্রস।—জগদীশ্বর কবে যে প্রসন্ন হইবেন, কিছুই বুঝিতেছি না, এক একবার দেখিয়া শুনিয়া মনে করি মৃত্যুই শ্রেয়ঃ :—

" নিধন নির্দ্ধনয়োর্মধ্যে বরমিহ নিধনং নবৈধনাং
নিধনেন নিধনং, নৈধন্যেচ পদে পদে নিধনং॥

নিধন এবং নির্দ্ধন, এতদুভয় মধ্যে নিধনই ভাল, নির্দ্ধন কিছু নহে; যেহেতু নিধন দ্বারা এক বারই নিধন, কিন্তু নির্দ্ধনে পদে পদে নিধন, হয়।

রামদা।—যাহা বলিলেন সত্য, তার সন্দেহ কি? তবে সকলই বিধাতার হাত, আপনি যে উক্তি করিলেন ঐরূপ আর একটি কবিতা আছে —

" নিধন নির্ধনয়োর্বরং তার তম্য বিধি. মুগ্ধ চেতসাং।
বোধনায় বিধিনা বিনির্ম্মিতা রেফ এব জয় বৈজয়ন্তিকা॥ "

নিধন এবং নির্ধনের পরস্পর যে ভেদবিধি, তাহা মূঢ় ব্যক্তিদিগের বোধের নিমিত্ত বিধিকর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে—অর্থাৎ নিধনের উপর জয় লাভ স্বরূপ রেফ রূপ জয় পতাকা, নির্ধনের মস্তকে প্রদৃষ্ট হইতেছে।

প্রস।—বলিতে কি মহাশয় চির দিন সুখে কাল যাপন করেছি, সহ-জেই দুঃখ সহ্য দুর্ভার হয়ে পড়ে ;—

"সুখং হি দুঃখন্যনুভূয় শোভতে, ঘনান্ধকারে ষ্বিব
দীপ দর্শনম।
সুখাত্তু যো যাতি নরো দরিদ্রতাম্ ধৃতঃ শরীরেণ মৃতঃ
সজীবতি ॥"

অর্থাৎ—দুঃখ ভোগের পর সুখ, সকলের পক্ষেই গাঢ়তর অন্ধকারে দীপ দর্শনের ন্যায়, প্রীতিকর হয়, কিন্তু যিনি বহুকাল সুখ ভোগ করিয়া দুস্তর দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হন, তিনি শরীর মাত্র ধারণ করিয়া মৃত প্রায় জীবিত থাকেন।

রামদা।—গৃহী হওয়া বহু দুঃখের আকর তার সন্দেহ কি ? এই সংসারে সার পদার্থ কিছুই নাই, তবে যে ব্যক্তি বহু ক্লেশে ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া মৃত্যুদ্বারে উপস্থিত হন, তিনিই ধন্য ; তিনি চরমে পরম পদ লাভে শক্য হন। সুখ দুঃখ অদৃষ্টায়ত্ত, তবে মন বুঝেনা, চেষ্টা করিতে হয়, বস্তুত চেষ্টা করাও ভাল "যত্নেকৃতে যদি নসিদ্ধ্যতি কোঽত্র দোষ" ? যত্ন করিলে যদি সিদ্ধ না হয়, তবে দোষ কি ? তবে কি জানেন, সুখ দুঃখ সকলই অদৃষ্টায়ত্ত :—

"সুখমৈন্দ্রিয়কং দৈত্যা দেহিনাং দেহ যোগতঃ।
সর্ব্বত্র লভ্যতে দৈবাৎ যথা দুঃখময়ত্নতঃ ॥"

প্রহ্লাদ একদিন দৈত্যবালকগণকে কহিতেছেন যে হে দৈত্য সকল, মনুষ্য মাত্রেই দেহ-যোগ প্রযুক্ত অযত্ন সম্ভূত দুঃখের ন্যায়, দৈবানুকূল হইলে, সর্ব্বত্রেই ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় সুখ লাভ করিয়া থাকে। দেখুন দুঃখকে যেমন কেহ যত্ন করিয়া আহ্বান করে না, তদ্রূপ সুখও আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়।

প্রস।—মহাশয় এমনি অবসন্ন হয়েছি, যে মৃত্যুতে ক্লেশ বোধ হয় না ; চিন্তা-মুক্ত যে কখন হইব, স্বপ্নেও ভাবিনা।

রামদা।—মনুষ্য জন্মের সহিত, জগদীশ্বর ভাবনার সৃজন করিয়াছেন, তবে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ব্যক্তির পক্ষে সুখ দুঃখ সকলি সমান ; সে রূপ হওয়াও সুকঠিন, দুটি কবিতা আছে বড় সুন্দর, তদ্দ্বারা গৃহী ও যোগীর

ভেদাভেদ বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়, দুই বন্ধুর হঠাৎ পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়ায়, একজন অপরকে সম্ভাষণ করাতে, তিনি কহিলেন :—

" দারিদ্র্য বৃদ্ধতাতো বসতি মমগৃহে, দুর্গতির্নাম মাতা,
ক্ষুত্তৃষ্ণাদ্যে ভগিন্যৌপতি সুত রহিতে সাবলম্বে মদীয়ে।
পঙ্গঙ্গৌচশ্রবণ রহিতৌভ্রাতরৌ শোকমোহৌ, চিন্তাভার্য্যা
ত্যজতি নচমাং কৌশলং কিং বদামি ? ॥"

দরিদ্রতারূপ বৃদ্ধ পিতার আমার গৃহে বাস, আর দুর্গতি নামেতে আমার জননী ; ক্ষুধা তৃষ্ণা ভগিনীদ্বয় ; তাঁহারা আবার পতিসুত বিহীন, সুতরাং তাঁহাদিগের প্রতিপালনের ভার আমার প্রতিই বর্ত্তিয়াছে। শোক ও মোহ নামে যে ভ্রাতৃদ্বয়, তাঁহারা পদাঙ্গ বিহীন ও বধির, সহজেই তৎ কর্ত্তৃক কোন উপকার সাধন হইবার নহে। পরিশেষে চিন্তা নামক যে ভার্য্যা তিনি এমতি সতী সাধ্বী যে কখন আমাকে ত্যাগ করেন না. হে বন্ধো এমতাবস্থাবস্থিত যে আমি, আমার আর কুশল কি জিজ্ঞাসা করিতেছ ? এখন তোমার ত সব কুশল ? দ্বিতীয় বন্ধুর উত্তর :—

" বৈরাগ্যশ্চ পিতা, ক্ষমাচ জননী, শান্তিশ্চিরঙ্গেহিনী
সত্যং মিত্রমিদং দয়াচ ভগিনী ভ্রাতামমঃ সংযমঃ।
শয্যা ভুমি তলং দশাচ বসনং, জ্ঞানামৃতং ভোজনং,
এতে যস্য কুটুম্বিনো বদসখে কস্মাৎভয়ং যোগিনঃ॥"

অর্থাৎ বৈরাগ্য নামে পিতা, ক্ষমা জননী, শান্তি আমার চির গৃহিনী ; আর সত্য পরম মিত্র, দয়া ভগিনী, একতানচিত্তই আমার ভ্রাতা ; অপর ভূমিতল—শয্যা ; দশা—বসন ; জ্ঞানামৃত ভোজন ; ইত্যাদির সহিত যাদের বন্ধুত্ব, হে সখে সেই যোগীদিগের ভয় কোথা ?

প্রসন্ন।—আমি বহুতর কবিতা জানি ও শুনিয়াছি, এরূপ মধুর ভাবা ও কখন শুনি নাই, মহাশয় যথার্থ বলিতেছি, আমার মনে বৈরাগ্য উদয় হইতেছে ; মুনি, তপস্বী, ঋষিরাই যথার্থ সুখাস্বাদ করিয়া থাকেন ; তাঁহারাই পরমেশ্বরকে নিশ্চিত জানিয়া তদারাধনায় বনে বনে জীবন যাপন করেন।

রামদা।—পরম হংসদিগকে এক্ষণে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না ; এখনকার সব মত আলাহিদা হইয়াছে, ধর্ম্ম আলাহিদা হইয়াছে, সকলই

কালের ধর্ম্ম; যুগ-মাহাত্ম্যে সকলেরই পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে; তবে আজকে যাই, বেলাটা একেবারে গিয়েছে।

প্রস।— (প্রণাম করিয়া) আসুন, আসচ্চে আজ্ঞা হয়।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতার বাসাবাটী বসন্ত আসীন।

বসন্ত।—(স্বগত) কল্য শনিবার কালেজ বন্ধ আছে, আবার রবিবার টাও পাওয়া গিয়াছে, অনেক দিন বাটীর কোন সংবাদ পাই নাই কি করি দুদিনের বন্ধ বাটী যাইব কি যাইবনা? যেতে গেলে এখনি ব্যাগ্ প্রভৃতি লইয়া কালেজে যাইতে হয়, নতুবা কালেজ হইতে প্রত্যাগত হতে ইষ্টেসনে গেলে গাড়ি পাওয়া ভার

(সহচরীর প্রবেশ)

সহচরী।—ছোট বাবু ভাবচ কি? অমন ধারা গালে হাত কেন?

বস।—ভাইত আমি ভাবব আর কি? বাড়ীর অনেক দিন কোন পত্রাদি পাই নাই, তাই ভাবিতেছিলেম, তবে সব মঙ্গল ত? কে কেমন—

সহ।—মঙ্গল বই কি, আমি কখন অমঙ্গল সম্বাদ আনি? তা সব মঙ্গল, এখন তোমার মঙ্গলেই মঙ্গল, এই নেও বড় বাবুর পত্তর নেও (পত্র দান)

বস।—(পত্র হস্তে করিয়া) এবারে যে বড় খুসি খুসি দেখ্‌ছি (পত্র পাঠ সমাপিয়া) তবে হাঁড়িতে কি?

সহ।—মাঠাকরুণ গোল্লা দিয়েচেন।

বস।—বড়ীটড়ী কিছু এনেচিস্?

সহ।—বড়ী আন্‌বার সুবিধে হলো নৈক, নইলে নিয়ে আস্‌তুম, এখন যে খবর এনেচি, কি শেরোপা দেবে দেও।

বস।—এমন খবর কি যে বক্‌সিস্ মিলবে, নৈক দাদা ত কিছু পত্রে লেখেন নাই?

সহ।—সে খবর তোমাকে কি তিনি নেকতে পারেন, সে যা হোগ্‌গে—

বস।—হ্যাঁরে ছোট বোর কোন চিঠি পত্র আছে ?

সহ।—ছোট বোর এত চিটি নেকতে রঙ্গ পড়েনি, তাকে যে ভাবনা দিয়ে এসেচ, সে আগে তাই সাম্‌লাক্, তার পর চিটি নিক্‌বে ?

বস।—(বিস্মিত হইয়া) কি ভাবনা দিয়ে এইচি রে, বাঃ আমার মনেতে যে ধোঁকা লাগিয়ে দিলি, যথার্থ বল্‌না, কি হয়েচে বল্ ?

সহ।—বলবো না তো কি চুপ্ করে থাক্‌বো ? বোল্‌তে তো এইচি।

বস।—বাঃ একবার বলে ভাল খবর এনেচি শিরোপা দেও, আবার বলে ছোট বৌকে ভাবনা দিয়ে এসেচি, তোর কথার মানে কিছু বুঝ্‌তে পারিনে, যথার্থ বল আমার ভারি ভাবনা হচ্চে।

সহ।—(হাস্য করিয়া) সে ভাবনারই খবর বটে, তা এমন কিছু নয়।

বস।—তুই না বলিস তায় ক্ষতি কি ? আমাকে আর বিরক্ত করিসনে, আমি একটু পড়ি।

সহ।—তবে শোন বলি, খবর আর কি ? ছোট বৌ পোয়াতি হয়েচে।

বস।—কখন নয়, তুই ঠাট্টা কর্‌চিস্, সে দিন পুনর্বিয়ে হলো, এর মধ্যে সসত্ত্বা হয়েছে ?

সহ।—বটে, পাছে টাকা দিতে হয় বলে বোল্‌চ আমি ঠাট্টা কচ্চি।

বস।—(বিস্মিত হইয়া) তবে সত্য নাকি ? (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) ভারি ত মুস্কিল হয়েছে ?

সহ।—মুস্কিল আবার কি ? খাসা সোন্দোর খোকা হবে, ছেলের বাপ্ হবে তা লজ্জা কি ?

বস।—দূর্ তার জন্যে নয়, এত অল্প বয়েসে সসত্ত্বা হলো, তাই ভাব্‌চি।

সহ।—তা ভাব্‌লে আর কি হবে, চুরিত করনি, কারুর বাড়ীতে ত ডাকাতি কত্তে যাওনি, তা ভাবনা কি ?

বস।—সে যা হোক্, আমাদের গ্রামে যে মেয়ে স্কুল হয়েচে তা চল্‌চে কেমন জানিস্ ?

সহ।—চলা চলি এত কে জানে, তবে অনেক শুনি মেয়ে পড়্‌তে যায়, বোসেদের বামা, শ্যামা, ক্ষেত্র, ঘোষালদের বরদা, সারদা, মুক্ত-

ঘোষের হেমাঙ্গী, প্রিয়, কাদম্বিনী, তবে চাটুয্যেদের কুমোদ, নিস্তারিণী মোহিনী, বাঁড়ুয্যেদের মনোরমা, সবাই পোড়্‌তে যায়।

বস।—বটে, তবে অনেক গুলি মেয়ে হয়েছে, দেশের আর কোন খবর আছে?

সহ।—আর খবর কি, যে খবর এনেচি আগে তাই সামলাও।

বস।—এবারে ছোট বৌ পত্র লিখ্‌লেনা, কেন রে? বোধ হয় ঐ জন্যই লেখে নাই, বটে?

সহ।—তা আমি কি জানি? এখন আমাকে বিদেয় করে দেকে তুমি যেখানে ইচ্ছে যাও।

বস।—আজকে আর যাবি? কাল ভোরে বাসা থেকে যাস; আটটার ট্রেণে গেলে কাল বাড়ী গিয়ে ভাত খেতে পারবি, আজকে এত হেঁটে হেটে এলি; আবার হাটবি? হ্যাঁরে সহচরি, আমাদের মেজুম বৌ ভাল আছে ত? মার সঙ্গে আর ঝগড়া ঝাঁটি হয়?

সহ।—মেজুম বোর পায়ে নমোস্কার, বাপ্‌রে সে দিন তোমার মার সঙ্গে যে ঝগড়া কোল্লো, তা এবার তো কিছু বাঁকি রাকেনি; গিন্নী কেঁদে কেঁদে যান সারা হয়ে; এমন চোপা বৌ, বাবু, কোথাও দেকিনি।

বস।—বটে? তবে বাড়ীতে খুব ঝগড়া যাচ্চে, আমি ত ঐ জন্যে বাড়ী যাইনে আর যেতে ভাল বাসিনে, যা হোক্ আজ হেঁটে হেঁটে এলি, রাত্রে পত্রাদি লিখিয়া রাখ্‌বো, তুই কালকে প্রাতের ট্রেণেই বাড়ী যাস্।

সহ। বাপ্‌রে তাকি পারি? গিন্নী বোলেচেন, আজকেই আমার ছেলের খবর জানিস্।

বস।—আমি তোরই ভাল জন্যে বলচি, তা নিতান্ত না থাকিস্, আমার আর পত্র লিখ্‌তে কতক্ষণ যাবে? (লিখিতে আরম্ভ।)

সহ।—তাই দেকোন্ দেক, আর আমাকে চার আনা পয়সা দিতে হবে, আমি জিনিষটে পত্তর টা কিনে দেবার।

বসন্ত।—(পত্র লিখিতে লিখিতে) তার জন্যে আটকে থাকবে না।

সহ।—তবে আর দেরি করোনা, তোমার পড়্‌তে যাবার বেলা হলো।

বস।—(পত্রাদি লেখা সমাপিয়া) এই বই খানি আর এই পত্র খানি

ছোট বৌকে দিও ; আর এই দাদার পত্র, তোমার ট্রেণ ভাড়া ও খোরাক্ আর তোমার জিনিষ কেন্‌বার এই নেও চারি আনা ; (সমস্ত দান।) আর তোমার বক্‌শিস্ এইবার এলে হবে।

সহ।—তবে আমি নাগাদ তিন পরের সময় আস্তে আস্তে গাড়ির দিকে যাব। এখন নাইতে যাই।

বস।—আচ্ছা, সকাল সকাল, নেয়ে খাস্, আমিও কালেজে চল্লেম্।

(উভয়ের প্রস্থান।)

পঞ্চম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা—সোণাগাজীর গলি।

দোতালা বাড়ীর বারেণ্ডায় চেয়ারে কামিনী আসীন।

সহ।—(নিদ্রোত্থিত হইয়া ইস্টেশনে যাইতে যাইতে, স্বগত) বাপ্‌রে বেলাটা গেছে, খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেম, যা হোক এ আবার কোন্ খানে আসিয়া পড়িলাম ; কলিকাতার সহর ভাল রাস্তা ঘাট জানিনে ; ছোট বাবুর বাক্য অবহেলন করিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলাম, এখন দেখিতেছি বেলা অতি অল্পই আছে ; দিনমণি অস্তাচল্ গমনোন্মুখ হইয়াছেন, এতক্ষণ হয়ত গাড়ি পাইব না ; আজ্‌কে বাসায় থাক্‌লেই ভাল হইত, তা দেখি আস্তে আস্তে তো চিনে চিনে যাই, যদি গাড়ি না পাই, বাসায় ফিরে যাইব,

কামিনী।—(সহচরীকে দৃষ্টে, স্বগত) বোধ হইতেছে এ রায়েদের বাড়ীর সহচরী চাক্‌রানী, নয় ? হাঁ তার আর সন্দেহ নাই, সেই বটে, যা হোক্ বহু দিনের পর স্বদেশীয় জনের সহিত সন্দর্শন হইল, একে ডাকি তা হলে নিঃসন্দেহ সহচরী কিনা বোঝা যাবে (প্রকাশে) সহচরি—সহচরি।

নেপথ্যে।—কি গা, মোকে কে ডাক্‌লে গা ?

কামি।—ভাই আমি ডাক্‌চি, একবার ওপরে এসত।

(সহচরীর প্রবেশ।)

সহ।—তুমি কে ডাকলে গা ; মোকে কি আবিশ্যক আছে গা ?

কামি।—হাঁালা সহচরী আমাকে তুই চিন্‌তে পারিস্‌নে, ভাল করে দেখ্‌ দেখি।

সহ।—(স্বগত) কোথায় যেন দেখেছি দেখেছি বোধ হচ্চে, যেন আমাদের দেশেই কোথায় দেখেছি (প্রকাশে) না গো চিন্‌তে পাচ্চিনে, কোথায় যেন দেকেচি ভাল মনে হচ্চে না।

কামি।—আচ্ছা তুমি ঘখুঘোষের কামিনীকে—

সহ।—চিনিচি গো চিনিচি ; হ্যাগা কামিনি, এখানে কচ্চিস ; তা ভাই অবাক্ কলি যে, যে বেশ ভূষো করেচিস্‌, তোকে কি চেনবার যো আছে ?

কামি।—তা হোক্, এখন সহচরি দেশের সব মঙ্গল ত ?

সহ।—হ্যাঁ দেশের সব ভাল।

কামি।—এখানে কোথায় এসেছিলি ?

সহ।—এখানে আমাদের ছোট বাবুর কাছে গিন্নী, আমাকে পাটিয়ে ছিল, তাই আজকেই এসে বিদেয় হয়ে বাড়ী যাচ্চি, কলকেতার রাস্তা ঘাটও ভাল চিনিনে, গাড়িতে বাড়ী যাব বলে এই গলিতে এসে পড়েচি।

কামি।—তা আজত ট্রেণ পাওয়া যাবে না, বেলা গেছে, তা তুই আজ আমার এখানে থাক, কাল সকাল খুব ভোরে উঠে যাস।

সহ।—তা নইলে আর কি হবে, ছোট বাবু বল্যেম আজ্ থাক্ থাক্, তা আমি তাড়াতাড়ি এলুম।

কামি।—কলেতো পড়িসনি ? তা এত অপকন্ন কেন ? তোদের ছোট বৌ কেমন আছে, মোডুন বোর পেট্ টেট হয়েছে ?

সহ।—মোডুম বোর পেট হয়নি, আমাদের ছোট বোর পেট হয়েচে।

কামি।—হাঁালা বলিস কি, ইর মধ্যে তার কবে পেট হলো ?

সহ।—তিন মাস পেট হয়েচে।

কামি।—বটে, তা হতে পারে (পথ পানে চাইতে চাইতে স্বগত) বুঝি এতদিনের পর জগদীশ্বর আমার মনোবাসনা সফল করিলেন, আমি

যাহার জন্য দেশত্যাগী, গৃহত্যাগী হইয়া কুলে কালী ও জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক এই কুৎসিৎ অসন্মার্গ গামী হইয়া বারবনিতার বেশ ধারণ করিয়াছি, যাহার নিমিত্ত লোক-লজ্জা ও ধর্ম্ম ত্যাগে জনক জননী প্রভৃতিকে জন সমাজে নত-মুখ করিয়াছি; যে পাপাত্মা মর্য্যাদা লাভাকাঙ্ক্ষায় কুল-কামিনী পতি প্রাণা সহধর্ম্মিনীকে পদাঘাত দ্বারা সন্তাপিত-হৃদয় করত পরিত্যাগ করিয়াছিল, বুঝি অদ্য সেই প্রাণ নাথের——সেই প্রাণেশ্বরের—সেই নির্দ্দয় পাষাণ হৃদয় নিষ্ঠুর পাপাত্মার সন্দর্শন লাভ করিতে পারিব (প্রকাশে) সহচরি দেখ দেখি ঐ যে দীর্ঘাকার পুরুষটি আসিতেছে, ওকে চিনিস্ ?

সহ।—(বহুক্ষণ দৃষ্টিপাতে) চিনিচি ভাই চিনিচি, বোদ হচ্চে মুখুয্যেদ্দের জামাই—বলি তোমার তিনি নন্ ?

কামি।—হ্যাঁরে আমারো তাই বোধ হচ্চে, তবে আমাদের বারেণ্ডার নিকট এলে, তুই ডাক তো।

সহ।—আর কখন ডাকবো ? চলে যায় যে দেকি, এখনি ডাকি, মশায়, এক বার এইখানে—এই যে, এদিকে আসুন।

নেপথ্যে।—যাচ্চি আচ্ছা যাই (নবুর প্রবেশ।)

নবু।—(স্বগত) কি আশ্চর্য্য এমন পরম রূপবতী ললনা ত কখন চক্ষুগোচর হয় নাই, যেন শত চন্দ্র এই স্থানে উদয় হইয়া রহিয়াছে; হায় কি মুখকান্তি, কি মনোহর মধুর হাস, কি বা সশর কটাক্ষ, কি আকর্ণ বিকসিত লোচন নীলোৎপল। কর্ণাভরণ অবিরত দোদুল্যমান হওয়ায় কতই চমৎকারিনী প্রভা প্রদর্শিত হইতেছে; পীবরোন্নত পয়োধর, নীল বর্ণ পরিধানাবৃত হইয়া কতই সৌন্দর্য্য-ছটা বাহির করিতেছে যে ব্যক্তি এই বিধু বদনার প্রাণ বল্লভ, বোধ হয়, সুরপুরীও সে সামান্য জ্ঞান করে, কিন্তু যেরূপ সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান দেখিতেছি (অথবা বস্ত্রেরই বা অপরাধ কি ? যে কাল পড়িয়াছে কত শত ভদ্রাঙ্গনারাই এরূপ সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে,) তবে এরূপ স্থানে এরূপ আসনে উপবেশন ! তাহাতেই বেশ্যাই বোধ হইতেছে; যাহাহোক কথোপকথনে সকলি প্রকাশ পাবে (প্রকাশে, সহচরীর প্রতি) তুমি ডাকলে কি জন্যে ?

সহ।—অ্যা অ্যা, বলি—

কামি।—ডাকিবার কারণ আছে, আপনার নাম জিজ্ঞাসিতে পারি কি?

নবু। সচ্ছন্দে, তাহাতে হানি কি? আচ্ছা আমি আত্মপূর্ব্বক পরিচয় দিতেছি আমার নাম শ্রীনবকুমার দেব শর্ম্মণ, বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধি।

কামি।—আপনি কি কুলীন ব্রাহ্মণ?

নবু।—হাঁ কুলীন, সাগরদহ কেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তান, ভঙ্গ ভাব।

কামি।—(স্বগত) এই বটে তাহার সন্দেহ নাই, তত্রাচ বিবাহের প্রসঙ্গটা জিজ্ঞাসা করা যাকু, আপনার কয় বিবাহ?

নবু।—বিবাহ যে কয়, তাহা হঠাৎ বলা যায় না, খাতা দেখতে হয়।

কামি।—বটে, খাতায় সব লেখা আছে। আচ্ছা আপনি বলুন দেখি কুপুর গ্রামে কোন সংসার করেছেন?

নবু।—হাঁ মনে হচ্চে কৃত্তিবাস মুখুয্যের কন্যাকে বিবাহ করি।

কামি।—মহাশয়, যদি কৃপা করিয়া অধিনীর বাড়ীতে পায়ের ধুল পড়েচে, তবে আমার নিবেদন, অদ্য এখানে স্থিতি করিতে হবে।

নবু।—(স্বগত) মন্দ নয়, ইহার ভাব কিছু বুঝিতে পারিতেছি না, যদি এক রাত্র বাস করিয়া কিছু দক্ষিণা দিলে হানি কি? বিশেষতঃ চোরের রাত্র বাসই লাভ; এরূপ মনমোহিনী কামিনীর এতাধিক সাদর সম্ভাষণে কখনই তাচ্ছিল্য করিয়া যাওয়া উচিত হয় না। এখানে এক রাত্র মাত্র অবস্থিতি করিলে কে কোথায় দেখিতে আসিতেছে? স্বীকার করাই শ্রেয়ঃ (প্রকাশে) আচ্ছা হানি কি? (ঝির প্রবেশ।)

কামি।—ঝি, ঘরের ভেতর আসনপেতে দেওগো, আর একটা কথা শুনে যাও।

ঝি।—(আসন দিয়া) কি বলচো?

কামি।—(ঝির কানে কানে) এখনি বাবুকে গিয়ে বল, আমার গুরু পুত্র এসেচেন, তিনি আজ রাত্রে এখানে না আসেন। (ঝির প্রস্থান)

(নবুর প্রতি) মহাশয় ঐ গাড়ুতে জল আছে; হাত পা ধুয়ে আপনি ঘরের ভিতর বিশ্রাম করুন। সহচরি, তুই ঐ মোতুন বাঁধা হুকাটায় তামাক্ সাজ। (নবুর প্রতি) আপনি কি রাত্রে রসুই বাস করবেন? না ব্রাহ্মণের দোকান হতে ব্রতপক্ক সামিগ্রী আনিয়ে দেব?

নবু।—তাই ভাল, আর রসুয়ের প্রয়োজন নাই।

কামি।—সহচরি, তুই আমার বিছানা সব বেদ্‌লে বাসীকরা বিছানার চাদর পেতে দেতো, আর বালিশ্‌ গুনোতে ওয়াড় পরিয়ে দে। (নবুর প্রতি) আপনি যদি অনুগ্রহ করে আমাকে এত দয়া কর্‌লেন, আমার আর একটি নিবেদন আছে, আ—

নবু।—আপনি বলুন, আমি কিছুতেই সাধ্যি পক্ষে ত্রুটি করবোনা।

কামি।—(রূপার রেকাবিতে এক শত টাকা সাজাইয়া) আপনাকে এই মর্যাদা গ্রহণ করতে হবে।

নবু।—(স্বগত) কি আশ্চর্য্য ক্রমে ক্রমে একি? কিছুরই ভাব বুঝিতে পারিতেছি না, অদ্য কাহার মুখাবলোকন করিয়া রাত্র প্রভাত হয়েছে; দশ বার ক্রোশ হাঁটিয়া হাঁটিয়া সামান্য ধনাশয়ে শশুর বাড়ী বাড়ী ভ্রমন করি; তাহাতে কথনই ত এতাধিক আদর ও মর্য্যাদা কুত্রাপি পাই না; অদ্য কি শুভ দিন, একেবারে একশত টাকা, তদ্ভিন্ন রূপার রেকাবি খানির মুল্য ত অভাব পক্ষে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা হবে, যাহা হউক অতঃপর কি কহে? ফল আমার এ সকল স্বপ্ন দর্শনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, যাহা হউক যে রুধিরের জন্য দ্বারে দ্বারে ভ্রমন করিয়া কত শত পতি-প্রাণা সতীকে পদাঘাতে অবমাননা করি, সেই রুধির এত অনায়াসলব্ধ হইতেছে; কিছুতেই অস্বীকার করা হবে না (গ্রহণ করিয়া, প্রকাশে) আমি ত কোন বিষয়ে অস্বীকার করিতেছি না; আমা[illegible] [illegible] বিষয়ে স্বীকার জানিবেন। কিন্তু আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করি আপনি আমার নাম জিজ্ঞাসা করতে না করতেই আমি পরিচয় দিয়াছি, আপনাকে আমার নিকট পরিচয় দিতে হবে।

কামি।—অবিশ্যি পরিচয় দেব, পরিচয় দেবার জন্যই আপনাকে আহ্বান করেছি।

(ঝির প্রবেশ)

ঝি, বলে এসেচ, কি বল্যেম?

ঝি।—বল্যেম, আচ্ছা।

নবু।—(স্বগত) কি সর্ব্বনাশ, এ আবার কি বলে, পরিচয় দিবার জন্যেই আমাকে আহ্বান (প্রকাশে) আপনি আহারাদি করুন, তার পর পরিচয়াদি হবে, ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন কি?

কামি।—যদি পূর্ব্ব জন্মের পুণ্যফলে আপনার দেখা পেলেম, তবে আপনি অগ্রে পরিতৃপ্ত হলে, অবশিষ্ট প্রসাদ আমি—

নবু।—আচ্ছা আমি অগ্রেই ভক্ষণ করি। (নবুর জলযোগ)

কামি।—আপনি পান গ্রহণ করুন (পান দান) ঝি তামাক দে।

(পাত্রাবশিষ্ট লইয়া আহার)

ঝি।—(তামাক দেওয়া।)

নবু।—(তামাক খাইয়া) তবে এক্ষণে আপনি শয়ন করুন; ঝি আমাকে শয়নের স্থানটা দেখাও।

কামি।—এই খাটের উপর শয়ন করুন; আমি বিছানাদি সব যোগলে দিয়েছি।

নবু।—আপনি কোথায় শয়ন করবেন?

কামি।—আমি আপনার পদ সেবা করিয়া পাজতলায় শোব।

নবু।—(স্বগত) এ আবার কি? উত্তরোত্তর অধিকতর বিস্মিত হইতেছি, তবে বোধ করি ইহার মনোগত ভাব বিকৃত হইবে, নতুবা পাজ্-তলায় শয়নের প্রস্তাব কেন? যাহা হউক কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না (প্রকাশে) আচ্ছা, আমার কিছুতেই অমত নাই।

কামি।—তবে আপনি শয়ন করুন (নবুর খট্টোপরি শয়ন)

ঝি, সহচরীর খাওয়া হয়েছে?

ঝি।—হয়েচে।

কামি।—আচ্ছা তবে তুই ওকে নিয়ে শুগে; সহচরি তুই খুব ভোরে উঠে যাস্, নইলে ট্রেণ পাবিনে

(ঝি ও সহচরীর শয়নে গমন)

(নবুর প্রতি) আচ্ছা, আপনারা এত বিবাহ করেন, সকলের সহিত সাক্ষাৎ করতে পারেন না, তবে তারা গর্ভবতী হয় কিরূপে?

নবু।—আপনি জানেন না, কুলীনদের সন্তানাদি কি সব পিতৃজাত হয়? কখনই নয়।

কামি।—তবে বিয়ের সময় কন্যা কর্ত্তা যখন মন্ত্র পাঠ করেন যে "অমুকের প্রপৌত্রকে, অমুকের পৌত্রকে, অমুকের পুত্রকে আমি এই

কন্যা দান কচ্চি," তখন তো তাঁর, তাঁব তুলসী হাতে করে গঙ্গাজলী কর্‌তে হয়।

নবু।—তা হয়টতো; কিন্তু সর্ব্বদা হয় না, সকলেই যে এক রকমের হয় এমত নহে; তবে আবার বহুদিন হতে প্রথা চলে আস্‌চে, গঙ্গাজলী করাটা অভ্যাস হয়ে গেছে, তা বড় ক্লেশ বোধ হয় না।

কামি।—আচ্ছা আপনিত সকল শশুর বাড়ী গিয়ে সমান মর্য্যাদা পান্‌না, উপযুক্ত মর্য্যাদা না পেলে কি স্ত্রী সহবাস করেন?

নবু।—স্ত্রী সহবাস দূরে থাক্‌, মর্য্যাদা না পেলে লাথি মেরে চলে আসি।

কামি।—(দীর্ঘ নিঃশ্বাসে) তবে তো অনেক মহিলা সেই শোকে বেশ্যা হচ্চে !!

নবু।—তাতো হচ্চেই, তা বলে কি করি বল? হলো হলোই।

কামি।—(দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ) আচ্ছা আপনি আমাকে চিন্‌তে পারেন?

নবু।—কই কস্মিন কালেতো আপনাকে দেখিনি।

কামি।—আচ্ছা আমি একটু আপনার পা সেবা করি, দেখুন দেখি চিন্‌তে পারেন কি না!

(পদতলে অবস্থিতি করিয়া পদ সেবা করন)

নবু।—উকি, উকি, আপনি করেন কি? সত্যি সত্যিই যে পা সেবা!

কামি।—(ব্যস্ত হইয়া) প্রাণনাথ, প্রাণ বল্লভ, তাতে দোষ কি, অধিনী তোমার চির প্রণয়িনী, প্রাণেশ্বর আমি তোমারি—

নবু।—কখনই নয়, কখনই নয়, তা হবেনা, আপনি করেন্‌ কি? আমি প্রাণবল্লভ নই, আমি ধন লোভী কুলীন বাঁ—

কামি।—প্রাণনাথ শোন, আমার পরিচয় দেবার সময় হয়েচে, এখন পরিচয় শোন :—

শুন শুন প্রাণ নাথ, পদে করি প্রণিপাত,
নিবেদি তোমার সাথ, নিজ পরিচয় হে।
অধিনী অবলা বালা, না সহি বিরহ জ্বালা,
পরেছি কলঙ্ক মালা, হের রসময় হে।

তোমারি লাগিয়ে প্রাণ, রাখিতে তোমার মান,
মর্য্যাদা করিতে দান, এ দশা আমার হে!
মনে কি পড়ে না সেই, না পেয়ে মর্য্যাদা সই,
বলিলে যে আর কই, যে রীতি তোমার হে?
করিলাম অনুনয়, না মানি যে সে বিনয়,
পদাঘাতে মহাশয়, রাগেতে যাইলে হে!
কত যে মনেতে আশা, দেখি তব সেই আসা,
ভাঙ্গিয়া আশার বাসা, ফিরে না চাহিলে হে।
স্মরিলে সে সব দুখ, সে নিশির যত সুখ,
বিদারিত হয় বুক, ফেটে প্রাণ কই হে?
ঘুচাতে মনের কালি, কুলে দিয়া জলাঞ্জলি,
তোমারে পাইব বলি, বারাঙ্গনা হই হে!
যত আশা আছে মনে পূরাব তোমার সনে,
প্রাণ নাথ মনে মনে, অন্য ভাব ভেব না,
কি করি কেমনে রই বিরহ কেমনে সই,
তোমারে কিরূপে পাই, এই ভাব ভাবনা;
সহজে ত্যজিনু কুল, না ভাবিয়া কুলাকুল,
অকুলে মিলিল কুল, পেয়েছি তোমায় হে।
কৃপুরে পিতার বাস, নাম তাঁর কৃত্তিবাস,
পূরাইয়া মম আশ, রাখহ আমায় হে।

নব।—বুঝেচি বুঝেচি, প্রিয়ে, আর বলোনা, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হোতেছে, আমাকে অনুমতি দেও আমি চলিয়া যাই, আর এস্থানে অবস্থিতি করতে বাসনা হচ্চে না; আমার সহস্র অপরাধ হয়েছে; আর বলোনা—ঢের হয়েছে, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হয়েছে, আর দগ্ধ করোনা, এঠ ওঠ আর কেঁদোনা, আর—

কামি।—(চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে) কাঁদবার ইচ্ছে নেই, তবে বাপ মাকে মনে পড়্‌লে চোকে আপনা আপনিই জল আসে;—তুমি নিদয় না হলে আমার কি এমন দশা হতো; আমি জীয়ন্তে মরিয়া আছি:—

পতিগত প্রাণ, সতীর সমান,
সুখ মূর্ত্তিমান, কে আর আছে?
মলিন বসন,—সুন্দর ভূষণ,
পতি সেবা-ধন, তাহারি কাছে।
পতি প্রাণ যার, পতি হৃদি-হার,
যতনে তাহার, করে যে সেবা।
পতির যতন, অমূল্য রতন,
মনমত ধন, পাইবে কেবা?
অঙ্গ-অলঙ্কার, গজমতি হার,
এত যে বাহার, সকলি মিছে;
ভুজঙ্গ দংশায়, যবে মনে হয়,
মরি হায় হায়, অসতী নিজে!!
কি করি বলনা, করোনা ছলনা,
ঘৃণিত ললনা, হাজার বার।
উহু মরি মরি, করোনা চাতুরী,
অধিনী তোমারি, শুন হে সার।
কহ কহ নাথ, করি প্রণিপাত,
থাকে তব সাথ, কোন ওষধি;
রয় কুলমান, কর পরিত্রাণ,
কুল বালা-প্রাণ, বাঁচয়ে যদি।

প্রাণ নাথ আমার যা হবার হয়েছে, এখন তোমার আর আর যত রমণী আছে, তাহারা যাতে বাঁচে, অতঃপর সেই উপায় কর।

নবু।—প্রিয়ে, আমি যাহাদিগকে প্রায়ই ধন লোভে যাতনা দিয়ে থাকি, তাদের পক্ষে আর কি উপায় আছে? আমি সহজে কুলীন, উদা-রায়ের নিমিত্ত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াই, আমা কর্ত্তৃক তাদের কি উপায় হতে পারে?

কামি।—তুমি আমার কাছে স্বীকার কর, তোমার যত সংসার আছে আর কাহাকে আমার মত কষ্ট দেবে না, আমি তোমার চলাচলের উপায় করে দিচ্ছি।

নবু।—আমি তোমার পা ছুঁয়ে দিব্বি কচ্চি, অমি কখন কাহাকে আর ক্লেশ দেবনা, কাহাকেআর মর্যোদা মর্যোদা করে তাপিত করবো না।

কামি।—তুমি মাসে মাসে আমার কাছে এস, আমি পঁচিশ টাকা করে তোমাকে দেবো; আর তুমি যত সংসার করেছ, তার মধ্যে যারা দুঃখী, তাদের তোমার বাড়ীতে আনবে বল, আর যারা বড় মানষের মেয়ে, তারা যদি তোমার বাড়ীতে আসতে অস্বীকার করে, তুমি মাসে মাসে তাদের কাছে যাবে বল, তা হলে—

নবু।—অবিশ্যি অবিশ্যি, তা হলে কি আর আমার এমন হতভাগা দশা থাকে?

কামি।—তবে আজকে অনেক রাত হয়েছে, নিদ্রা যাও, তোমাকে যা দিয়েছি, তা ছাড়া কাল সকালে এই মাসের খরচ বলে পচিশ্ টাকা দেবো।

নবু।—তুমি বেশ্ পরামর্শ বলেচ, আমি কৃত কৃতার্থ হলেম।

(উভয়ের নিদ্রা।)

পঞ্চম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কৃপারাম রায়ের অন্তঃপুর, কমল ও মোহিনীর প্রবেশ।

কমল।—বলি হ্যাঁলা বড় বৌ, ছেলের আজ গা কেমন করেচে, তুই নিশ্চিন্দি হয়ে বোসে রইচিস্। ছেলেকে নিঃসন্দ ডাইনে খেয়েচে, নইলে এত প্রলাপ, এত গাজ্বালা; তা একটা রোজা ডাক্বার উপায় কর্।

মোহি।—হ্যাঁগা আমি আবার রোজা ডাকবার উপায় কি করবো? আমি কি নিজে রোজা ডাকতে যাব? তোমাদের বাড়ী একটি বই চাকরাণী নয়, তা সে আবার কলকেতায় গেছে, এখন রোজা ডাকবে কে?

(সুমতির প্রবেশ।)

সুম।—চাকরাণীর বা অপরাধ কি, সে সবে কাল ভোরে উঠে গেছে, আজকে আসবিই, তা রোজার ভাবনা কি? এখন তো ঢের বেলা আছে,

ওদের বাড়ির নিধিরাম, (চাকর) ডাইনের মন্তোর জানে, তার কাছ থেকে জল পড়ে নিয়ে এলেই হবে।

কম।—একি যে সে ব্যাল্‌সা, তাই একটু জল পড়া দিলিই সেরে যাবে, দেক্‌চনা ছেলের গায়ের জ্বালা, রোজাকে বাড়ীতে আন্‌তে হবে, রোজা ঝাড়িয়ে দেবে, জল পড়ে দেবে, তবে ছেলে ভাল হবে, তা সহচরী আজ দুদিন গেছে, আজ্‌ওত এলোনা

(সহচরীর প্রবেশ।)

এই যে নাম কোত্তিই সহচরীকে দেখ্‌চি, হ্যাঁলা কালকিই আস্‌বি বোলে গেলি, তা এত দেরি কেন—ছেলে তো আছে ভাল ?

সহ।—ছোট বাবু ভাল আছে, তা আমি কালকিই আস্‌তুম, দুকুর বেলা বাশায় ঘুমিয়ে পড়েচি, উটে দেকি বেলা গেছে তা তাড়াতাড়ি বেইরে এইচি, কলকেতার সহর কত গলি, কত রাস্তা, ঘুঁজি ঘাঁজি, তা যেতে যেতে একেবারে পথ হারা হয়ে কোতায় সোনাগাছি গিয়ে পড়েছিনু, তবু যাই মুখুয্যেদের কামিনীর সঙ্গে দেখা হলো, তাই রক্ষে, নইলে কোথায় যেতুম তার ঠিক্ নেই।

(গোলাপ ও শশিমুখীর প্রবেশ।)

গোলা।—হ্যাঁলা সহচরি, কি বলিা ? মুখুয্যেদের কামি[illegible] সঙ্গে কলকেতায় কোথায় দেখা হলো ? কামিনী কি বেরিয়ে গি[illegible] [illegible]লকেতায় রোয়েচে ?

সহচ।—কলকেতায় থাক্‌বেনা তো কোথায় যাবে ? আর কি সে কামিনী আছে ? তার এখন ভাল ভাল গয়্‌না হয়েচে, সে মোটা কাপড় মোটা সাড়ী নেই ; তা আমি পেরথোমে কি চিন্তে পেরেছিনু ? সে যাই ডাক্‌লে তাই গিয়ে দেকি যে সোনার দানা, সোনার সাতনলী, কানবালা ঝুমঝুমকো, গলায় চিক্, হাতে নারকেল ফুল, নজফুল, মুড়কী-মাদুলী, কোমোরে সোনার চন্দরহার, আর কত গয়না তার নামও জানিনে, চক্ষেও দেকিনি ; একখানি বুলু রঙের যে কাপড় পরে আছে, তার দামই হবে দশ টাকা, বল্ল টক্ টক্ কোচ্চে, কাপড়ের ভেতর দিয়ে তার রঙ ফুটে বেরুচ্চে।

গোলা।—(স্বগত) হায়্ কবে আমি কামিনীর মত গৃহের বাহির

হইয়া মনোমত প্রাণ বল্লভের হস্তে প্রাণ সমর্পণ করিয়া সুখে কালযাপন করিব। কামিনী বাড়ীতে থাকিয়া যেমন কষ্টে দিন যামিনী অতিবাহন করেছিল, কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়া সে তেমনি সুখ সন্তোষের মুখাবলোকন করিতেছে। হা বিধবা দশা! কবে তোরে আমি বিসর্জ্জন দিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে সুখী হইব? একাদশি, তুই যত পারিস্ অদ্য মাত্র কষ্ট দে যদি বিধাতা অনুকূল হন, তবে অচিরাৎ তোর হস্ত মুক্তে, মনের সাধে কালযাপন করিব। যাহা হউক কামিনী সম্বন্ধে অন্যান্য কথা সহচরীকে জিজ্ঞাসা করা যাক, দেখি কি বলে (প্রকাশে) হ্যালা সহচরি গহনা পিত্তিকারের কথা তো বলি), আচ্ছা সে কেমন বাড়ীতে আছে, চাকর চাকরাণী আছে কিনা বল্ দেখি?

সহ।—কেমন বাড়ীতে? থাসা চুন্‌থাম্ করা দোতোলা কোটায় রোয়েচে, সে কেদরার ওপোরে বসে আমাকে ডেকেছিল। তাকে দেকলে কি আর কামিনী বোদ্ হয়? ঠিক যেন রাজরাণী বোসে রোয়েচে। তার দাস দাসী, রাঁদুনীবামনি, দরয়ান্ রয়েচে, তার আবার ভাবনা কি?

সুম।—এই সময় তার ভাতার তাকে দেখে, তবে মজা হয়, যেমন তিনি যযোদা চেইছিলেন, তেমনি ফল হয়েছে, ছিবলো ছি, এমন—

সহ।—হ্যাগা দিদি তা বুঝি তার ভাতার দেখেনি? শোন শোন বড় মজা হইছিল, আমি তার সঙ্গে কতা কচ্চি, এমন সময় রাস্তাদে তার ভাতার যায়, সে না তাকে ডেকে কত আদর অপিক্ষে কল্লে), রূপোর রিকিবি করে এক শো টাকা গুণে দিলে, তার পর আপনার পরচে দিলে, তকন তার ভাতার আর কেঁদে বাঁচে না, আমি পাশের ঘরে শুয়ে সব দেকৃতে পেইছিনু।

সুম। তবে আর কি? যেমন কুকুর তেমনি মুগুর হয়েছে, এখন চাও, যযোদা চাও? কুলীনদের যেমন দশা তেমনি ফল হয়েছে।

শশী।—হ্যালা তোর হাতে পত্তর কার? কার পত্তর দেখি।

সহ।—ও আবার কি! কার পত্তর? তা পত্তর কি কেউ কাউকে দেখেনা?

শশী।—(পত্র কাড়িয়া লইয়া) বাঃ একি দেখ্‌চি? এ যে ঠাকুর

পোর পত্র, বউঠাকুরঝি দেখ, একবার শিরনামা নেকবার ধাঁজা দেখ (শিরোনামা পাঠ) " প্রণয়াস্পদ শ্রীমতি প্রমদা দেবী

প্রাণ-প্রমদা প্রিয়ঙ্করেষু।"

এখন ভেতরটা কেমন দেখা যাকু (পত্র বিমোচন করিয়া পাঠ) "প্রাণপ্রিয়েষু।

" সহচরী সহযোগে তোমার কোন পত্র না পাইয়া উৎকণ্ঠিত আছি: বোধ করি এতদিন তোমার "শিশুবোধ" ব্যাকরণ সমাপ্ত হইয়া থাকিবেক, তজ্জন্য একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণ পাঠাই, ইহা পড়িতে আরম্ভ করিবে, যে যে স্থান বুঝিতে না পার, চিহ্ণ দিয়া রাখিবে, আমি বাটী গমন করিলে বুঝাইয়া দিব। প্রাণাধিকে, লেখা পড়া এতই সুখকর বিষয় যে দেখ আমরা এত দূরে অবস্থিতি করিয়াও পরস্পরে কথা কহিতে পারক হইতেছি। তোমার "সুশীলার উপাখ্যান" পাঠ সমাপ্তি হইলে, অন্যান্য ভাল ভাল পুস্তক পাঠাইয়া দিব। প্রত্যহ মধ্যাহ্ণ কি অন্য সময়ে যখন পুস্তক-পাঠ বিষয়ে বিরক্তি জন্মিবে, তখন এক্ একটু কার্‌পেট্ বুনা কি ফুল কাটা, এবং ঢাকাই পাড় বসান প্রভৃতি শিল্প কার্য্য শিক্ষা করিবা। শ্রীমতি মাতা ঠাকুরাণীর প্রতি যেরূপ ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাক, বোধ করি, তাহাতে ক্রটি কি অবহেলা করিতেছ না; যাহা হউক এবারে যেন বাটী গিয়া সকলের মুখে তোমার সুখ্যাতি শুনিতে পাই। আমি শারীরিক ভাল আছি; অপরাপর বাচনিক অবগত হইবা; ইতি।

আমি তোমারই শ্রীবসন্তকুমার"।

শুনলে ঠাকুরঝি কেমন পত্তর? ঠাকুর পো, ছোট বোর পত্রর না পেয়ে ভাবিত হয়েছেন, তা ভাবিত হবারই কথা বটে, শিল্পি কাজ্ শিখ্‌তে লিখেচেন, এখন কারপেট্ বুনে ফুল কেটে ছোট বৌ ঠাকুর পোকে টাকা রোজকার করে দিতে পারবে।

সুম। ও কেমন কথা হলো? বোসেদের মেজ বৌ যে খাসা খাসা রুমাল তোয়ের করে; ওদের রাখালী যে বেশ কারপেটের জুতা বোনে, তা বলে কি তারা টাকা রোজকার করে?

গোলা।—বেশতো কার্‌পেট্ বুন্‌তে শিখ্‌লে হান্ কি? না হয় টাকা রোজকার করবে, তাতেই বা ক্ষতি কি?

কম।—যা হোগ্‌গে এখন হয়েছে, পত্তর মোড়ো, মুড়ে সহচরীকে দেও, আর রঙ্গ কোত্তে হবেনা। সহচরি তুই ছোট বৌকে বসন্তর পত্তর দিগে, কেউ পত্তর খুলেছিল বলিস্‌নে; সে তা হলে কত লজ্জা পাবে।

শশী।—দেখ্‌লিলা, ছোট্‌ঠাকুরঝি, আমাদের হলে ঠাকরুণ গালে দিতেন, কত ঝাল তুলতেন; ছোট বৌ কি না, তা কথা কবেন কেন?

কম।—ছোট বৌ তো, তোমার মতন পাঁচালী পড়েনা, ছড়াও কাটে না।

শশী।—ওগো ঘাট হয়েছে, ঘাট হয়েছে; আর বলোনা, ছল পেলেই ঝেটিয়ে দেন, তা বলে আর ব্যাকরণ পড়ে কেউ ভটচার্যি হতে পারে না (চুপে চুপে) আয়লো ছোট ঠাকুরঝি, পাঁচালী শুন্‌বি ত আয়।

(শশী ও গোলাপের প্রস্থান)

কম।—ঐ জন্যে, আমি ত কোন কথা কইতে যাইনে। তবে কথা পল্যিই কথা বলতে হয়।

সুম।—যা হোগগে বসন্তের মতন ছেলে হবেনা, এতন ছেলে কোন খানে নেই, বৌকে পত্তর লিখেছেন, তাতেও মাকে যত্ন করো, মাকে মান্যিমান করো, লেখা আছে।

কম।—কবে যে বাড়ী থেকে এসেচেন তা মনেও হয় না, কত কালে যে মুখ খানি দেখ্‌বো তা জানিনে। সুমতি তুই না হয় একবার ওদের দিদিরামকে দেখ্; এর পর কখন জল পড়ে দেবে, ঝাড়িয়ে দেবে। বাছার দিন দিন রোগ, যেমন অদেষ্ট করে এসেছিলেন; তা ছেলেরি বা দোষ কি? যে মা, খাওয়াতে পাল্লিই হলো, এখনকার সব কলিকালের মেয়ে ছেলে, ছেলেকে খাওয়ালেই ভাবেন ছেলে মোটা হবে, ছেলে সুখে থাকবে। আমরা যে কত যত্ন করে, কত উপোশ করে ছেলে বাঁচিয়েচি, তা বল্‌তে পারিনে।

সুম।—তবে আমি যাই, ওদের দিদেকে ডেকে আনি।

কমল।—সুমতি তবে তুই আর যাবি কেন? সহচরি দিদিরামকে ডাক্‌তো, ছেলে ঝাড়িয়ে দিয়ে যাবে।

সহ।—বাপ্‌রে একটু বস্‌বারো যো নেই।

(সহচরীর প্রস্থান)

কম।—হ্যাঁলা বড় বৌ কোথা গেল, ছেলে সেই অবধি জল্ জল্ কোচ্চে, একটু জল দিক্।

মোহি।—আগে ভাগে তো জানা যায় না ছেলের বালসা হবে, তা কাজেই দুদ টুকু আস টুকু খেতে দেওয়া যায়। আমাকে বোক্‌লে কি হবে? ছেলের অদেস্টে যা আছে তাই হবে। কৈ সহচরী এখন ফিরলোনা কেন? অনেক ক্ষণতো রোজা ডাকতে গেছে।

কম। জানতো বাছা তার ধরণ, সে যেখানে যায়, সেই খানেই থাকে, আমি ঐ জন্যে অমন সোমোত্তো দাসী নপর রাখ্‌তে ভাল বাসিনে।

(সহচরীর রোজা সহ প্রবেশ)

এই যে সহচরি এসেচিস্, বলি রোজা ডাক্‌তে গেলি, এমন নয় যে পাড়ান্তর যেতে হয়, এ বাড়ী থেকে ও বাড়ী, তা এত দেরি কেন?

সহ।—ওগো হাত পা ধুয়ে একেবারে ডাক্‌তে গেছিনু।

কমল।—বটে; তা বাবা নিদিরাম আমার প্রসন্ন কুমারের ছেলের আজ দুদিন থেকে বড় বাল্‌সা হয়েচে, বাছা হাত্ পার জ্বালাতে ছট্ ফট্ কচ্চে, আর ঘড়ি ঘড়ি জল খাচ্চে, নিঃসন্দ ডাইনে খেয়েচে; ভাল করে ঝাড়িয়ে দেও আর জল পড়ে দিয়ে যাও, ছেলে ভাল হলে আমি তোমাকে ভাল করে খুসী—

নিধি।—মা ঠাকরুন, মুই আপনাদের চাকর, তা মোকে কিছু দিতে হবেনা, তা মুইতো জানিনে যে খোকা বাবুর ব্যামো হয়েচে, তা চট্ করে একবার আসি।

কমল।—আবার আসবে? তা একেবারে ঝাড়িয়ে কেন যাও না?

নিধি।—না গো মা ঠাক্‌রুণ, এমন কিছু নয়, ডাইনে ঝাড়াবো তা একবার আত্তসাৎ করে আসি।

কম।—তা আত্তসাৎ কি বাবা? কত দেরি হবে?

নিধি।—এই মোরা ঝাড়ান্ ঝোড়ান্ কোত্তে গেলে আত্ত সাৎ করে থাকি, কি জানি আবার ডাইনের হাতে পোড়্‌বো! তাই—

কমল।—আচ্ছা শীগ্‌গির করে এস বাপু।

(রোজার প্রস্থান।)

(প্রসন্নর চিকিৎসক সহিত প্রবেশ)

প্রস।—মা কোথায় গেলেন ; কবিরাজ মহাশয় এসেছেন, হিরণ্‌-কুমার কোথায় আছে ?

কম।—(মৃদুস্বরে) এস বাবা এস, তা ওঁরাকে ভাল করে ছেলেকে দেখ্‌তে বল, ছেলেকে নিঃসন্দ ডাইনে খেয়েচে ।

প্রস।—হাঃ ছেলেকে আবার ডাইনে খেয়েচে ? তোমাদের যেমন শাস্ত্র, তাই ডাইনে খেয়েচে !!

চিকিৎ—(বালকের হাত দেখিয়া ও গাত্রস্পর্শে) আপনারা জানেন না, ডাইনে খাইনি, খুব্ তেজে জ্বরটা হয়েছে, গাত্র দাহ আর পিপাসা বিলক্ষণ দেখ্‌চি ।

(ঔষধি লইয়া প্রসন্নর প্রতি)

এই বড়ীটি লোন্, কাল প্রাতে ছটাক খানেক দশমূল পাঁচনের কাথ খাওয়াবেন, তাহলে বালেক জ্বরার দাহ হবে, তার পর আদার রস আর মধু দিয়ে এই বড়ীর, আধখানি খাইয়ে দিবেন, তা হলেই জ্বর ত্যাগ হবে।

(প্রসন্নর ঔষধি গ্রহণ) ।

কম। আপনি একটু ভাল করে দেখে, ভাল ওষুধ দিন, কত দুঃখে প্রসন্নর আমার এই ছেলেটি হয়েচে ।

চিকি।—আপনি ভাবিত হবেন না, কালকে আর জ্বর আসবে না, তা কোন চিন্তা নাই।

(প্রসন্ন ও চিকিৎসকের প্রস্থান)

কমল।—এখন কবরেজ এসে যা দেবার দিয়ে গেলেন, তবু বাছাকে একবার ঝাড়াতে হবে, নইলে আমার মনে পেত্যয় হচ্চেনা ।

(রোজার প্রবেশ)

নিধিরাম, এসেচ, বাবা এস, তোমার আপুসাৎ হয়েচে ?

নিধি—হ্যা হয়েচে, মা ঠাকরুণ, একন দুই একবার খোকা বাবুকে দেকবো (ঘরে প্রবেশ করিয়া) আপনারা এক ঘেরো জল আর একটা কাটি দ্যান্, দুই ঝাড়িয়ে জল পড়ে দেবো ।

কম।—(ঘেরোতে চাবি সহ জল রাখিয়া) এই দেও বাবা, তুমি একবার ভাল করে ঝাড়িয়ে দেও, তা হলেই ছেলে ভাল হবে ।

রোজা।—(ঝাড়ান মন্ত্র পাঠ) :—

যতই দেখি থর থর বাণ।
ব্রহ্মার অস্ত্রে করি খান খান্।।
হর হর চণ্ডী ছেলের জ্বর।
সাত সতীনের কোঁদোল হর।।
একাই আসেন একাই যান্।
বিদ্যে মহাবিদ্যে না টের পান।।
পুতের মাতা তুই বেটি খাস্।
যদি না ছাড়িস্ এ ছেলের বাস।।
বহুতর যত্নে শিখেচি মন্ত্র।
শিবের দোহাই, শিবের তন্ত্র।।
যতই করিবি মূল বিদেতা।
না যাবি এখনি খাব তোর মাতা।।
শোন্ শোন্ বলি তোকে এই বাৎ।
ছাড়ি ঝির আজ্ঞে আয় মোর সাৎ।
ওরে বেটি সোয়ামী পুত খাবি।
যদি না এ মন্ত্রে এখনি যাবি।।
ছাড়্ ছাড়্ ছাড়্ শীগ্‌গির ছাড়্।
ব্রহ্মার আজ্ঞে হাড়িঝির হাড়্।।

(তিন বার ফুৎকার দিয়া) বল নেই, নেই, নেই।

মোহি।—(মনে মনে) নেই নেই নেই।

নিধি।—(একটা খোড়কে কাটি লইয়া, মনে মনে জল পড়িয়া) দেখুন চার আঙ্গুল কাটি বেড়েচে, তাহোক্ জল পড়া আর ঝাড়ানতে কাল আর জ্বর আসবেনা।

কম।—বড় বৌ ঐ জল আঙ্গুলে করে ছেলের মাকে, মুকে, চোকে তিন বার ছিটে দেও।

নিধি।—তবে মা ঠাক্‌রুন, মুই আসি।

কম।—এস বাবা, কাল আবার আসতে হবে।

নিধি।—মাঠাকুরুণ, মোর এমন ওস্তাদের বাই নয়, আর আস্তে হবেনা, খোকা বাবু সেরে গেছেন।

কম।—আচ্ছা, যদি আবিশ্যক হয়, আমি ডেকে পাঠাব।

(স্ব স্ব স্থানে সকলের প্রস্থান)।

পঞ্চম অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মটবর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তঃপুর।

রাইমণি, নিস্তারিণী, জগৎ-মোহিনী, শশিমুখী আসীন।

নিস্তা।—হ্যালা, নোতুন বোর মুখখান ভার ভার দেখ্‌চি কেন?

জগৎ।—ডাক্তারের কাছে আদরের কমতি হয়েচে বুঝি?

শশী।—তোরা ভাই আর ঠাট্টা করিস্‌নে—রঙ্গ করিস্‌নে, যার জ্বালা সেই জানে।

রাই।—হ্যাঁগো এখন ছেলের মা হওনি কিছু না, এত ভাবনা কিসের গা?

শশী।—হেমদের মা বেয়ান ঠাকরুণ, আমি সত্যি বল্‌চি, ওঁদের যে সংসার: সংসারে আর থাক্‌তে ইচ্ছে করেনা।

রাই।—হ্যাঁগা কি হয়েছে; বেয়ান কিছু বলেছে নাকি?

নিস্তা।—তোমার বেয়ান কিছু বলেননি, বেয়ানের ছেলে বুঝি কিছু বোলে থাকবেন? তা ছেলে বিয়্যতে পারেন তো ডাক্তারের কাছে আদর হতো, নোতুন বোর নোতুন নোতুন আদর; চির দিন কি সমান আদর থাকে?

শশী।—তুই চাই, আর কাটা ঘায়ে, নুনের ছিটে দিস্‌নে; তা ঠাকরুণ, বল্‌তে কি আমার যে শাশুড়ী, তিনি এক চোকি; তাঁর যত আদর বড় বোকে আর ছোট বোকে: প্রথম প্রথম আমাকে এক একটু ভাল বাস্‌তেন, এখন দুচক্ষের বিষ দেখেন; তা বল্‌তে কি গা; সকলের কি সমান অদেষ্ট? তা যে বিদ্যেসুন্দরে আছে “শাশুড়ী নাগিনী ননদী বাঘিনী” তা আমার তাই হয়েছে; এক ভাও যদি সুনয়নে দেখেন?

আর যেকনিই অমনি গালাগাল! আর বাঁচ্‌বার ইচ্ছে নেই, এখন মরণটা হয় তো বাঁচি।

রাই।—হ্যাঁগা তা করবে কি বল? ঘরের মধ্যে সব্বাই সমান হলে ভাবনা কি? কেউ সুবিধে, কেউ কুবিধে। তা মা, শ্বশুর-বাড়ীতে একটু মিলে জুলে থেকো; কথায় বলে যেখানে ঝক্কি, সেখানে লক্ষ্মী, তা ঝকড়া কোঁদল ছাড়া ঘরই নেই।

জগৎ।—এমন সোণারচাঁদ বাড়ীতে ভাই, পড়েচো তাতেও মন ওটেনা কিন্তু যদি দেখ আমার শাশুড়ী নোনোদ্‌কে, তবে বুঝতে পার। এই যেমন মাটাই খোরে, এমনি করে ঘুরে বেড়াই, তাতেও তাঁদের মন পাওয়া ভার।

নিস্তা।—শাশুড়ীর সঙ্গে কেমন ব্যভার কোত্তে হয়, তাও জানিনে, কাকে বলে নোনোদ তাও জানিনে; শুনেচি বটে শাশুড়ীও আছেন, নোনোদও আছেন; কিন্তু কথন তাঁদের চক্ষেও দেখিনি।

(সুমতির প্রবেশ)

সুম। নিস্তার আমাদের কি বল্‌চো গো?

রাই।—এই শ্বশুর-বাড়ী থাক্‌তে, বাছার শ্বশুর-বাড়ী নেই তাই বলচেন।

সুম।—বলে পেয়াদার আবার শ্বশুর-বাড়ী? কুলীনের মেয়েরও ঠিক্ তাই হয়েচে; একবার যদি নিস্তারের বরের দেখা পাই, খুব করে শুনিয়ে দেবো।

নিস্তা—হ্যাঁগা তোমাদের, নোতুন বৌকে এত গঞ্জনা দেও কেন গা?

সুম। গঞ্জনা কে দেয় বোন? নোতুন বোর খুরে দণ্ডপাত, যে চোপা, আমার মাকেই কথায় কথায় বাড়ী থেকে বের করে দিতে চায়? কথায় কথায় বলে "আমার ভাতার সিন্ কোটা করেচে" তা ওর ভাতার, আমাদের বুঝি কেউ নয়?

শশী।—তোরা দেখলি ভাই, একটু জিকতে এইচি এখানে, তাতেও বাম্ সাজা, একটু বেড়াতে এসেও সুখ নেই; তা যত পার লাগাও, এই আমি চল্লেম।

(শশিমুখীর প্রস্থান)

সুমতি।—দেখ্‌লি না, দেখ্‌লি, এক কথায়, দশ কথা শুনিয়ে দিয়ে গেল। তোরা এতক্ষণ বসে বসে কি কচ্ছিলি ?

নিস্তা।—কোর্‌বো আর কি ? তোমাদের নোতুন বোর পোয়্‌চে পাড়া শুন্‌ছিলেম।

সুম।—বটে, এতক্ষণ বুঝি পোয়্‌চে পাড়া হচ্ছিল !

রাই।—সুমতি সে কথা যাগ্‌গে, আজ তোদের রান্না বান্না হলো কি ?

সুম।—তা নেয়ান মা, রান্না হলো অমনি, কাল একাদশী গিয়েছে, তা যে তাত পড়েছে, কাল রেতে ভাবলেম, বুঝি আর থাকতে পারিনে, এমনি জল তেষ্টা ; পোড়া দশা নিদশা দশা, কত করে থাকলেম ; তা আ-মাদের নিরমিষ হেঁসেলে গোলাপী একটা বোগ্‌নো করে ভাতে ভাতে চড়িয়ে দিয়েছিল ; আমি ঠিকরের ডাল আর একটা চড়চড়ী রেঁধে দুই বোনে খেলেম ; আঁষ হেঁসেলে, এখন দাদা বাড়ী আছেন, বড় বৌ আমাদের মুগের ডাল, মাছের ঝোল, আম্বলের মাছ, মাছ চড়চড়ি বেঁধে ছিল।

জগৎ।—হ্যাঁগা, তোমাদের বড় বোর সঙ্গে নোতুন বোর ভাব বোনতি কেমন ?

সুম।—আবার ভাব বোনতি ? আসলে কথা কয় ? আজ ত তিন চার বছর থেকে ওর সঙ্গে কথা নেই বল্যেই হলো।

নিস্তা।—কেন গা তিন চার বছর থেকে কথা নেই ?

সুম।—আসল কথা কি জান্‌লে, হিরণকুমার হয়েচে অবধি, ও রাত্তির দিন মনে মনে র র কোচ্চে।

রাই।—বটে, সুমতি, তা এ দোষ কারু নেবো না ; আমার বেলায়ই তো প্রসন্নর দুটো বিয়ে ঘটালেম ?

সুম।—হ্যাঁগা মার অপরাধ কি ? ছেলে হলোনা, ছেলে হলোনা, বৌ বাঁঝা হলো হোলো, এই রব উটলো, কাজেই মা বলে কোয়ে, দাদার বিয়ে দিলেন ; এখন যদি ভগবানের ইচ্ছে, ছেলেটি হোয়েছে, যেন বেঁচে থেকে সব সার্থক করেন।

নিস্ত।—হ্যাঁগা তোমার দাদা কাকে জেয়াদা ভাল বাসেন ?

সুম।—জেয়াদা ভাল বাসাবাসি কি ? বড় বোর ছেলেটি হোয়েচে,

হ্যাগা, কাজেই যে ওই গিন্নী বান্নী হয়েছে ; তবে নোতুন বৌ সোমোত্তা বলেই যাহোক্।

জগৎ।—বড় বৌ আর নোতুন বোর শোবার কি পালা আছে ? না যে, যে দিন মনে করে আগে গিয়ে ঘরে ঢোকে ?

সুম।—তুই যা বল্যি, আগে ঐরূপই ছিল বটে, তা তাতে বড় ঝক্ড়া কোঁদোল হতো, এখন আমি পালা করে দিইচি ; দাদা যখন বাড়ী আসেন, বড় বৌ হপ্তায় তিন দিন শোবে, নোতুন বৌ চার দিন শোবে।

রাই।—মেয়ে আমার কি গোচাল গো ? খাষা পালা করে দিয়েচে ; তা যা হোগ্‌গে সুমতি, তোদের ছোট বোর পেট্ কমাস হলো, এই বারে না আট মাসে পড়েচে ? তা আঁতুড় ঘর আজ্ওত তোয়ের হলোনা।

সুম।—হ্যাগা, আঁতুড় ঘরের জন্যে ভাবনা কি ? বিয়ুবার দুদিন থাক্‌তে যে তোয়ের হতে পারে ; বড় ইতো কাজ, তাল পুকুরে তাল গাছ রোয়েচে, দুটো কি একটা ডোম এসে উঠোনের এক পাশে এক খানা চালা বেঁধে দেবে, তা আর ভাবনা কি ?

রাই।—এখনকার যে কাল দিন পোড়েচে, ছেলেদের সব মত ভেন্ন, আর বাছা আঁতুড় ঘরে বিয়ুবার কাল নেই, এখনকার সব্ আঁতুড় কোটায় ছেলে হবে ; পোয়াতি ঝাল্ খাবেনা, ছেলেকে মদে চোবাবে, এই সব কোলকেতার মত।

সুম।—সে মত যাদের, তাদের হগ্‌গে ; সত্যি সত্যি আমরা তো আর খেপে উটিনি ? যে কোটার ভেতর বিয়ুতে দেবো ? তা বেশান মা যা বলো এইরূপ এখনকার মত হয়েছে বটে, এত কাল কি কেউ ছেলে বিয়ুইনি ?—না এতকাল কারু কি ———

জগৎ।—না গো তা নয়, বলে কি, বলে উঠোনের মধ্যিখানে, কাদা দেয়া তালপাতের চালায় ছেলে হলে, সে ছেলে বাঁচেনা, আর কেবলি ব্যামো হয়।

সুম।—তাই বটে, তবে আর কি ? তুই তোর প্রসন্ন দাদাকে বলে আমাদের ছোট বোর একটা আঁতুড় কোটা করে দিতে বলিস্।

নিস্তা।—তা জগৎমোহিনী পারুক না পারুক, আমি বল্‌বো ; এখন বেলা গেল, কাপড় কাছতে যাবিত তাই, আর ; আর কি বেলা আছে ?

জগৎ।—মিথ্যে নয় বেলাটা গেছে; চ ভাই চ, আর মজহসে কাজ নেই।

(সকলের প্রস্থান)।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৃপারামের অন্তঃপুর।

হর নাপতিনীর প্রবেশ।

হর।—টৈকণা কাউকে—ওমা এই যে ছোট বৌ বসে রয়েচে, হ্যাঁগা ছোট বৌ কামাবে?

প্রমদা।—এস, হর এসেচ, অনেক দিন কামাইনি, নক্ গুনো বড় হয়েচে, আমাকে কামিয়ে দেও: বড় দিদি, নতুন দিদি কোথায় গেলেন? তাঁরা কামান্‌নি, তবে আমিই আগে কামাই।

(গোলাপের প্রবেশ)।

এই যে ছোট ঠাকুরঝি এসেচেন, হ্যাঁগা, তুমি কামাবে?

গোলা।—হ্যাঁ কামাব বৈকি, তাইত হর কখন এলি, তোরে যে আর দেখ্‌তে পাইনে; আমাদের ছোট বৌকে আগে কামিয়ে দে, তার পর আমি কামাব, তা হ্যাঁলা এত মাগ্‌গি হলি কেন?

হর।—মাগ্‌গি আর কি দিদি, এই দিদিনে কামিয়ে দেগেম্‌; তা পিত্তুই কি কামাতে আস্‌তে হবে, তোমরা যদি পিত্তুই কামাও, আমিও আস্‌তে পারি।

গোলা।—আহা, কি কথার কি উত্তুর; আচ্ছা এখন তোমারি হাতে; কাজেই বল্‌বে বল।

প্রম।—সে কথা বড় মিথ্যে নয়, হর এখন আমি তাই তোমার হাতে রইচি, দেখ ভাই, আমাকে দুদ্দ যেন কেটে কুটে দিওনা।

গোলা।—(স্বগত) আহা! আমাদের ছোট বৌ কি সরলা বালা, এমত লক্ষ্মীমন্ত বৌ ত কাহার হবেনা। আমি নাপতিনীকে কি বলিলাম,

ও কি বুঝিল! বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা স্বভাবকে যে কিরূপ মত্ত করে, বলা যায় না। ছোট বৌ আমাদের লেখা পড়া শিখিয়া দিন দিন সুশীলা ও নম্রমুখী হইতেছে, তাহাতে আবার গর্ভবতী, শরীরের রূপ মাধুরী, মানসিক রূপে একত্রিত হইয়া কতই মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছে। (প্রকাশে) ছোট বৌ তোমার কামান হলো?

হর।—হ্যাগো হলো বলে, ছোদ্দিদির যে আর কামাবার তরে তর সয়না। তা হ্যাগা ছোট বোয়ের কমাস পেট্ হলো গা, এখন যে একটি খোকা কোলে করে কামাতে বস্লিই বাঁচি।

গোলা।—এই সবে আট মাসে পড়েচে।

হর।—তা কই আজো সুতকে ঘর হলোনা?

গোলা।—হবে, তার জন্যে আর আটক্ থাবেনা, তালপাতার এক খান চালা বেঁদে দিতে আর কদিন নাগবে?

হর।—বলি তাই বল্‌চি, হ্যাগা ছোদ্দিদি, বড় দিদি, বড় বৌ, তোমাদের নোতুন বৌ সব্ কোথা গেল?

গোলা।—কে জানে, কে কোথায় বেরিয়েচে, বুঝি কাপড় চোপড় কাচ্‌তে গিয়ে থাকবে; তা ছোট বৌ তোর কামান হলো?

প্রম।—এস ছোট ঠাকুরঝি, আমার হয়েছে।

(প্রমদার প্রস্থা)।

গোলা।—(কামাইতে বসিয়া) হ্যালা তোর সব্ই কথার কথা?

হর।—কতার কতা কেমন, আমি কি আজও সব ঠিক্‌ঠাক্ কোরে বাকি রেকিচি?—ঠিক্‌ঠাক্ কোন্ কালে হয়েচে।

গোলা।—তবে আর কি, শুভ কায্যের ব্যাজ করে কাজকি?

হর।—মর, আমি কি তোরে ব্যাজ কোত্তে বলচি?

গোলা।—তবে ভাই হর, আমি তোরে একটি কথা বলি।

হর।—ভালু, তো বলনা কেন। এই বেলা সব্ কথার ঠিক হয়ে থাক্।

গোলা।—আমাদের সহচরী কলকেতায় বসন্তকে তত্ত্ব করতে গিয়েছিল, তা সোনাগাছিতে মুখুয্যেদের কামিনীর সঙ্গে তার দেখা হইছিল, তা তাই শুনলেম তার নাকি বড় সুখ হয়েছে, সব্বাঙ্গে সোনার অলঙ্কার

পড়েচে, দোতালা কোটায় বসে সুখে আছে ; যদি তুমি আমাকে কামিনীর কাছে দিয়ে আস্‌তে পার, তাই তবেই তোমার গো—

হর।—ছ্যালা তবে বলি শোন্, কামিনীকে কে বের করে নেগেছেল ? তার আগা গোড়া সব্ কাজের ঘটকালী কে করেছেল ? হা আমার দশা ! সে সবই যে আমি করেছেনু, তা তার জন্যে চিন্তে কি ? সেই সোণা-গাছিতিই তোকে তার কাছে রেকে আসবো ; হলো ভাল তার সঙ্গে মোর অনেক দিন দেকা নেই, ওই উপলক্ষে দেখা করে আস্‌বো।

গোলা।—হর, তোর কথায় আমি যে কি আহ্লাদিত হলেম, বলতে পারিনে। তবে এখন সত্যি বলচি, শোন ভাই, এতদিন মনে মনে দুখানা ভাব ছিল, যাই, কি না যাই ; বলি কার সঙ্গে যাব ; কোথায় যাব, কি হোতে কি হবে ? এখন তুই যেখানে বলিচ্, নিজে গিয়ে রেখে আসবি এখন আর আমার কিছুতেই অমত নেই ভাই।

হর।—বলি আমি একা বল্লুম বলে, সত্যি সত্যি কি আমি একাই তোর সঙ্গে যাব, পুরুষ মানুষ নইলে, কলকেতার পথ, একা যেতে পারুব কেন না ?

গোলা।—আচ্ছা ভাই তোর যাকে ইচ্ছে সঙ্গে নিস, তা তুইত সঙ্গে থাক্‌বি, তা আমার ভয় কি ?

হর।—তা থাকবো বৈকি, তবে তোর গয়না পিত্তিকার যা আছে সব্ সঙ্গে নিস্, নইলে একেবারে তো আর কেউ তোকে রাণী করবেনা, গা সাজানে গয়না থাকা ভাল ; আবার রাস্তায় কোন বিপোদ্ হোক আপোদ হোক, কি জানি গয়না—

গোলা।—আচ্ছা ভাই তা সব নেবো, এখন দেখো, যেন কথার খেলাপ না হয়।

হর। তা হবেনা, তবে আজ আসি, কাউকে তো আর কামাতে দেকুচিনে।

গোলা।—তাই আজ যা, আবার কাল তাকাতাকি কামাতে এলে তোর সঙ্গে কামাবার ছুতোয় কথাবার্ত্তা করে বাঁচবো।

(উভয়ের প্রস্থান)

পরের ইচ্ছা, অবশ্যই তিনি মঙ্গল করিবেন; যাহোক্ সর্ব্বদা চিন্তা করিবেন না।

প্রস।—চিন্তা ইচ্ছা পূর্ব্বক করিনা, আপনা আপনিই আসিয়া পড়ে।

(কোন বিদেশীয় ভদ্র ব্যক্তির প্রবেশ।)

মহাশয় ঐ যে একটি ভদ্রলোক আস্তেছে ওঁহাকে আপনি চেনেন?

রামদা।—কই না চিনি না, নিকটে এলেই জানা যাবে। (বিদেশীয় ব্যক্তির প্রতি) আপনি কার তল্লাষ্ করেন?

বিদেশী।—আমি এ বাড়ীর বাবুর সহিত সাক্ষাৎ প্রত্যাশায় এসেছি।

প্রস।—মহাশয়ের নাম কি?

বিদে।—আমার নাম নবীন দীনভাব, নিবাস নিঃস্বপুর।

প্রস।—কি মানসে আসা হয়েছে?

বিদে।—মহাশয় সকলি পরে বুঝিবেন; সম্প্রতি ভট্টাচার্য্য মহাশয় উপস্থিত আছেন, একটি কবিতা বলিতে ইচ্ছা করি।

রামদা।—বলুন কি কবিতা।

বিদে।—"নবীন দীন দাবেন যাচ মানস্য মানিনঃ।
বচো জীবিতয়োরাসীৎ পুরোনিঃসরণে রণঃ॥"

রামদা।—হাঁ ইহার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি সম্প্রতি দীন-ভাবাপন্ন হয়েছেন, তিনি যদি মানীদিগের নিকট যাচঞা করেন, তবে যাচঞা-সূচক বাক্য, আর তাঁহার জীবন এতদুভয় মধ্যে অগ্র নিঃসরণ জন্য, রণ হইতে থাকে অর্থাৎ তিনি একবার যাচঞাপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন; আবার যাচঞা করিতেও অগ্রগামী হন।

প্রস।—আপনার ইচ্ছা কি?

বিদে।—বাবুজী আমি কন্যা ভার গ্রস্ত; আপনাকে অধিক কহিতে লজ্জা বোধ হয়; কন্যাটি দশ বছরে পড়িতে চল্লো; তাহাতে অরক্ষণীয়া হয়েছে, আর রাখা যায় না।

প্রস।—আপনি যে কবিতাটি বল্লেন, উহার সমস্ত পদ বজায় রাখিয়া তদুত্তর দেওয়া যায় জানেন? তবে শুদ্ধ 'যাচ' শব্দে 'য ফলা যোগে 'যাচ্য' করিতে হয়।

বিদে।—আজ্ঞা না—তাতো জানি না।

রামদা।—বাবু যে 'য' ফলা যোগ করতে বল্যেন, তাহাতে যে অর্থ হয় শুনুন, আমি পদ্য ছন্দে বলিতেছি :—

নবীন হয়েছে যার, সহিতে দুঃখের ভার,
সে যদি অন্যের দ্বারা, যাচ্যমান হয় হে;
করিতে উত্তর দান, না রেখে তাহার মান,
উহার জীবন আগে, বাহিরিতে চায় হে।

আপনি এক্ষণে 'য' ফলা সংযুক্ত ঐ কবিতার অর্থ বুঝলেন? বলিতে কি বাবুর এক্ষণে সময়টা অত্যন্ত মন্দ পড়েছে, সজ্জন্যই উনি আপনাকে নিরাশ বাক্য দানে লজ্জিত হতেছেন।

বিদে।—আচ্ছা তবে আপনারা বসুন, আমি স্থানান্তরে যাই।

প্রস।—আসুন।

রাম।—তবে আজ্‌কে বেলাটা অধিক হয়েছে, আমিও চল্লেম।

প্রস।—আজ্ঞা, আসুন, প্রণাম।

ইতি নিষ্ক্রান্তা।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কৃপারাম রায়ের অন্তঃপুর, মোহিনী সুমতি প্রভৃতি আসীন।

কমল।—হ্যাঁলা বড় বৌ, ছেলে আজ তিন চার বার বাহ্যে গেল, কেমন বাহ্যে দেকে আস দেকি।

সুম।—তাইতো ছেলেকে কাহিল দেক্‌ছি কেন?

মোহি।—সেকি গা, ইর মধ্যে কাহিল হলো; তোমরা একটুতিই একেবারে হুজুগ করে তোলো; কই আমি হিরণ্‌ কুমারকে জিজ্ঞেস কচ্চি: হ্যাঁ বাবা কেমন বাহ্যে করেচো।

হিরণ্‌।—(আধ আধ স্বরে) পাতলা, পাতলা, তুই একটু জল দে, জল খাব।

কম।—হ্যাঁ সুমতি ছেলে যে জল খেতে চাচ্চে, আর তিন চার বার

প্রস।—শোক করি নে, তবে এক পুত্র থাকা না থাকা সমান এক পুত্রের উপর নির্ভর করাই নয়।

কৃপা।—ভগবান হে, হরি (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) মধুসূদন, সকলি তোমার ইচ্ছে; আঃ উঃ—কি যাতনা, তারা করুণাময়ি।

রামদা।—(কৃপারামের প্রতি) মহাশয় শাস্ত্রে আছে, ভক্তের অধীন হরি, কিন্তু হরিতো ভক্তাধীন নন, তিনি সময়াধীন, দেখুন যখন পড় তা ভাল ছিল, সেই এক সময় গেছে, টাকা নেবেন না নেবেন না করেচেন, তবু লোকে বাড়ী বয়ে টাকা দিয়ে গেছে: সে সব তো আপনার মুখেই শুনেছি এখন আবার দেখুন কি সময় উপস্থিত, অতএব সময়েই সব হয়।

প্রস।—(স্বগত) হা ভারত-ভূমি, তোমার কি দুরবস্থা,—কি আশ্চর্য্য! কত কালে এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া হিতাহিত বিবেচনা করিতে ও জ্ঞান লাভে পারক হইবে! হা জগদীশ্বর কত দিনে তুমি অজ্ঞানা হিন্দুমহিলাগণের প্রতি সানুকূল হইবে? হায় যদি হিরণ কুমারকে তার গর্ভধারিণী এতাধিক খাদ্য ভক্ষণ না করাইত, যদি সর্ব্বদাই তাহাকে সাবধানে রাখিয়া আহারাদি রীতিমত ও নিয়ম মত দিত তবে বোধ হয়, কখনই সে এরূপ অকালে কাল-কবলিত হইয়া পিতা মাতার চির মনঃ পীড়ার কারণ হইত না। হা বিধাতঃ তুমি অতঃপর এমত মহা কষ্টে ক্লিষ্ট করিবে পূর্ব্বে জানিতাম না মনুষ্য কি নির্ব্বোধ, নিমেষেকের মধ্যে কি ঘটনা উপস্থিত হইবে তজ্জ্ঞানে অন্ধ হওতঃ সর্ব্বদাই উন্মত্তের ন্যায় আপনাপন কামনা সিদ্ধির জন্য উদ্ভ্রান্ত ও উদ্বিগ্ন রহিয়াছে!"—মৃত্যুকাল যে কার পক্ষে কত নিকট, কেহই তাহা অবগত নহে; অথচ চির জীবিতের ন্যায় সকলেই সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে! হায় এ সংসার সংসার মাত্র, ফলে সকলি মিথ্যা; যাহা হউক শোক করা বৃথা; পুরোহিত রামদাস যেরূপ কহিলেন, তাহাই সত্য; সময়েই সকল হইয়া থাকে; সময়েই সৃষ্টি, সময়েতেই ধ্বংস, সময়েই শিশু, সময়েতেই যুবা; সময়েতেই বৃদ্ধ; সময়েই জন্ম, সময়েই মৃত্যু; সময়েই সুখ আর সময়েতেই দুঃখ।

রামদা।—মহাশয় কি ভাবতেছেন, আপনি বিজ্ঞ, আমার পক্ষে আপনাকে অধিক প্রবোধ দেওয়া মিথ্যা দৈবাধীন কার্য্য, অনুতাপে

নিবার্য্য হয় না; যাহা হইবার হইয়াছে; বিশ্বের সমস্ত কার্য্যই জগদীশ্বরের ইচ্ছা ও নিয়ম ক্রমে হইয়া থাকে; অদৃষ্টাধীন কার্য্যে শোক কি? তবে মন বুঝোনা, ইহা কিছু মিথ্যে নয়; তা বলিয়া করবেন কি?

প্রস।—আজ্ঞে না ভাববো আর কি? ভাবলে ফিরিবেনা, যদি ভাবনা আর শোক করিলে বিধিকৃত অবশ্যম্ভাবী কার্য্য সংঘটিত না হইয়া মনুষ্যের সুখোৎপাদন করিত, তবে ভাবনা করতে হানি কি? আপনি চুপ করে থাক্‌লেই ভাবনা আসে।

কৃপা।—আর মহাশয় এখন যেতে পারলেই বাঁচি, আর বাঁচিবার সাধ নেই, ঢের দেখ্‌লেম, ঢের ঠেক্‌লেম; হা ভগবান হরি হে, করুণা সিন্ধো—দীনবন্ধো (দীর্ঘ নিঃশ্বাস)।

রাম।—মহাশয়, বিজ্ঞ বহুদর্শী আমাদের মুরুব্বি স্বরূপ, মহাশয়কে এ সময় কোন্ কথা বলাতে বাচালতা প্রকাশ হয়, অতি মনঃ ক্লেশ—মনঃ কষ্ট, সকলই বিধির ইচ্ছা, তিনি সকল বিষয়ের—

প্রস।—মহাশয়, অনেক দিন হলো, আপনি আমাকে যে একটি যোগীদিগের অবস্থা সূচক কবিতা বলেছিলেন, সেটি আমাকে লিখে দিতে হবে।

রামম।—এখনি লিখে লবেন, লিখে নেন্ আপনার যাহা ইচ্ছে।

প্রস। আচ্ছা আজ থাক আপনি আগামীতে এখানে যে পদার্পণ করবেন, সেই সময়ে লিখে নেব।

রামম।—আচ্ছা সেই ভাল, তবে আমি আসি।

কৃপা ও প্রস।—(একত্রে) নমস্কার—প্রণাম; আসুন।

(সকলের প্রস্থান)।

সপ্তম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৃপারামের অন্তঃপুর।

কমল, সুমতি, শশিমুখী প্রভৃতি আসীন।

সুম।—এবার ঘাট মেনেছি—হার মেনেছি, হ্যাঁলা নোতুন বৌ তোর কি একটু দুঃখু হয় না? দয়া হয় না? এই সবে কাল্‌কে এই বিপোদ গেছে—সবে এই কালকে (ক্রন্দন করিতে২) বড় বৌ এত শোক পেয়েচে, তুই কেমন করে ওরে (চক্ষু মুছিতে মুছিতে) ঝকড়ায় ঝোটিয়ে দিলি? তুই কি এতদিন ঝকড়া করবার ছল খুঁজে বেড়াচ্ছিলি! এতদিন কি ছল পাসনি? যাই এমন ঘটনা হলো, আর অমনি ছল পেইচিস? ও একে মরে রয়েচে, আবার মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা,—ছিক্‌লো ছি, এমন ত—

নেপথ্যে।—ও দিদি—ওমা হ্যাদ্দেকে যাও, শীগ্‌গির এস, শীগ্‌গির এস, বড় বৌ গলায় খুর দিয়েচে।

কম।—ওগো আমার কি হলো, ওগো আমার কি হলো।

সুম। (গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া) মা চুপ চুপ, মা চুপ কর; হায় হায় ঘরের লক্ষ্মীর এই দশা, সহচারি ঝক্‌ করে দাদাকে ডাক্—ডাক!!

সহ।—(বাহিরে আসিয়া) ওগো বড় বাবু, শীগ্‌গির এস—শীগ্‌গির এস, বড় বৌ গলায় খুর দিয়েচে।

নেপথ্যে। তুই যা যা আমি যাচ্চি।

প্রস।—(প্রবেশ করিতে করিতে স্বগত) হায় হায় কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হা পরমেশ্বর তুমি মনে মনে কি, এ পর্য্যন্ত অভিলাষ করিয়াছ? বড় বৌ গলায় খুর দিক্ তাতে তত ক্ষতি নাই, কিন্তু বাহিরে যে এত লোক জন অবস্থিতি করিতেছিল, তাহাদের সমক্ষে সহচরী চীৎকার করিয়া ডেকেচে, ইহাতে বোধ হয়, এ সম্বাদ এতক্ষণ পাড়া ব্যাপিল; কথায় কথায় এখনি দারোগার কাণে উঠিবেক; দারোগা অন্দরে এলেই আর লাশ্ তদারক করত স্ত্রীলোকদিগের এজেহার লইলেই সব্ হলো; আর কেন বাঁচিবার ইচ্ছা? শোক দুঃখ ও অপমানের আর বক্রী কিছু নাই। এক্ষণে আমার পক্ষেও মৃত্যু ভিন্ন উপায়ান্তর দেখিতেছি না;

দেখি কি ব্যাপারটাই হইয়াছে (প্রবেশ করিয়া প্রকাশে) হাঁগা এখন আছে না মরেছে?

সুম।—আর দাদা, খুর দিতে দিতে গোলাপী দেকে ছিল, গলার চারদিকে বসাতে পারিনি; দেকনা রক্ত গলগলিয়ে পড়চে এখন যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, বাঁচাবার কি?

প্রস।—(স্বগত) দিয়েচ দিয়েচ একেবারে দিতে পারনি, এ আবার কি? এ যে হিতে বিপরীত, শেষে জেলায় অবধি যেতে না হয়? সময়ের এইরূপই ফল বটে (প্রকাশে) মা সহচরি কোথায়? (তাহাকে দৃষ্টে) সহচরি তুই শ্যামাচরণ বাবুকে ডেকে নিয়ে আয়ত, যাবি আর আসবি (সহচরীর প্রস্থান)। এখন খুব জল দেও, কেবল জল ঢাল, আর ব্রহ্মরন্ধ্রে তেল দেও, সুমতি যেখানটা কেটেচে, তুমি ঐখানে একখান নেকড়া দিয়ে চেপে ধর, হাওয়া প্রবেশ করলে আর ———

কম।—(ক্রন্দন করিতে করিতে) বাবা আর দুঃখের কথা কি বোলবো; ছুঁড়ীর কাল কে এই শোক গেছে, ইরমধ্যে নোতুন বৌ এমন ধোড়ম খুড়েচে, যে মা, তা সহ্য কত্তে না পেরে এই কাণ্ড করে বোসেচেন, হায় হায় (দীর্ঘ নিঃশ্বাসে) ছি ছি ছি, লোকের একদিন মরে ভাল যায়, মার আমার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়েচে বলেই এই দশা হয়েচে,

(নিস্তারিণী ও জগতের প্রবেশ)

জগৎ।—হ্যাঁগা বেয়ান মা বড় বৌ নাকি গলায় খুর দিয়েছে সে কোথায়? (গৃহ প্রবেশে) আহাহা, রক্তের যে নদী বোয়ে যাচ্ছে, কি আক্ষেপ কি ——

(সহচরী সহ ডাক্তারের প্রবেশ)

ডাক্তা।—আপনারা একটু সরে দাঁড়াও।

প্রস।—ডাক্তার এসেচ, এস ভাই এস, দেখ একবার কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত।

ডাক্তা।—আমি সব শুনেছি, দেখতেও পাচ্চি, যেন সেলাই করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দি, আর একটা আরক দি, এ ভিন্ন আর তো কোন উপায় দেখ চিনে।

(কুশোর প্রবেশ)

কুশ।—বাবু, বাবু, বাইরে দেঁরোগা মোশাই অ্যাসেচে, কর্ত্তা পেটিয়ে দিলে, তেনি অন্দরে আস্‌বে?

প্রস।—সর্ব্বনাশ উপস্থিত, যা ভেবেচি তাই হয়েচে, কুশাই শোন, তোর যখন এজাহার নেবে, আর তোকে জিজ্ঞেসা করবে, গলায় খুর কেন দিলে? তুই বলিস্ ছেলে মরেচে সেই দুঃখে গলায় খুর দিয়েচে বুঝলিতো, ভুলিস্‌নে—আর কিছু বলিস্‌নে।

কুশ।—অ্যাজ্ঞে আচ্ছা, তবে দেঁরোগা আস্‌বে?

প্রস।—আস্‌বেনা কি আমি হাত দিয়ে ধরে রাখ্‌বো? অবশ্য আসবে,

(কুশোর প্রস্থান)

সহচরি শোন্, ইনেস্পেক্টর, তোর হয় তো এজাহার নেবে, তুই বলিস্ ছেলের শোকে গলায় খুর দিয়েছে, বুঝলিতো? নোতুন বোর সঙ্গে ঝকড়া হইছিল বলিস্‌নে, তাহলে তাকে শুদ্ধ জেলায় সাহেবের কাছে যেতে হবে।

সহ।—আচ্ছা, তা বুজিচি।

(কুশোর সহিত ইনেস্‌পেক্টর, চৌকিদার, কনস্‌টেবেল প্রভৃতির প্রবেশ)

ইনেসপেক্টর।—মহাশয়, পুলিশের লোক এসেচে, আপনার অন্দরে কি হেঙ্গামা হয়েছে? খুন হয়েছে শুনে আমি তদারক করতে এসেছি।

প্রস।—আসুন, ইনেসপেক্টর মহাশয় আসুন, হবে আর কি? আমারি সর্ব্বনাশ হয়েছে।

ইনেস।—তাইত ব্যাপারটা কি বলুন দেখি।

প্রস।—ব্যাপার আর কি বলবো, আজ কএক দিন হলো আমার একটি যে পুত্র সন্তান ছিল, সে গত হয়েছে, সেই শোকে আমার স্ত্রী গলায় খুর দিয়েছে।

ইনেস্।—এখন জীবিত আছে শুনেছি যে।

প্রস।—হাঁ জীবিত আছে, জীবিত না থাক্‌লেই ভাল হত।

ইনেস্।—আমার সাক্ষাতে ও সব বল্‌বেননা, এখন দরদের যায়গায় কিছু বেধেঁ দেওয়া হয়েছে তো?

প্রস।—হাঁ, ডাক্তার শেলাই করে ব্যাণ্ডেজ বেধে দিয়েছেন।

ইনেস্।—যাক্, এখন খুব বাতাস দেও, রুগী চাঙ্গা হয়েচে তো?

ডাক্তা।—প্রথম অবস্থাপেক্ষা অনেক বটে।

ইনেস্।—(প্রসন্নর প্রতি) আপনার স্ত্রী গলায় খুর দিয়াছে বলেন, আপনার কোন্ স্ত্রী? আপনার দুই সংসার না?

প্রস।—(স্বগত) সর্ব্বনাশ বেটা গোল বাধালে, যাহোক এক শত টাকা পর্য্যন্ত উঠিবো, তার পর দেখা যাবে। (প্রকাশে) হাঁ আমার দুই সংসার।

ইনেস্।—তবে কথা গোপন করেন কেন? পুত্র শোকে যদি গলায় খুর, তবে ছেলের মৃত্যুর সময়ে না হয়ে এত বিলম্বে কেন? তবেই তো এ ঘটনার মধ্যে প্যাঁচ আছে বোধ হচ্ছে।

প্রস।—পুত্রশোক ভিন্ন এমত ভয়ঙ্কর কাণ্ডের কারণ আর কি হতে পারে?

ইনেস্।—কেন, গলায় দড়ীর, গলায় ছুরির, ঢের কারণ থাকে, স্বতিনে স্বতিনে ঝকড়া, স্ত্রী পুরুষে ঝকড়া, আর আপনা আপনি গলায় খুর কি অন্যের দ্বারা তা কিরূপে জানা যাবে? যাহোক আপনাকে বাড়ীশুদ্ধ এজেহার দিতে হবে, আর আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারিনে, যেরূপ অবস্থা দেকতেছি আমাকে বাদিনীর এজেহার লোয়ে এখনি জেলায় চালান দিতে হবে, নতুবা কি জানি যদি রাত্র মধ্যেই কিছু হয়, শেষে সব দায় আমার উপর; মহাশয় পুলিষের চাকুরি—ঝকমারি, বড় লোক বড় কষ্ট, আর আপনার অন্য পরিবারকেও এজেহার দিতে হবে, কি কারণে গলায় খুর দেওয়া হলো?

প্রস।—মহাশয়, মানীর মান আপনাদের হাতে, যদি মান রক্ষা করেন চিরবাধিত, দেখুন প্রথমে পুত্র শোক, তার পর এই জ্বালা, আবার পুলিষের জ্বালা; এখন সকলই আপনার হাত, (জনান্তিকে) পঞ্চাশ টাকা সন্দেশের মূল্য লইয়া আমাকে পরিত্রাণ করুন, যাতে জেলায় যেতে না হয়।

ইনেস্।—যদি মৃত্যু হইত, কথা ছিলনা, এ যে বিষম সঙ্গিন হয়েছে,

না মরা না বেঁচে থাকা, বাবুজি চিকিৎসার জন্য চালান দিতেই হবে; সন্দেশ খাওয়ানর কথা বলচেন, আমি শিকি পয়সা গ্রহণ করবনা; কি করি বাবু পুলিশের চাকর, সুতরাং আমাকে যে আইন বদস্তুর সব করতে হয়।

প্রস।—(স্বগত) বেটার কি কায়দা, যাহোক শত মুদ্রার ন্যূনে কাজ পাবনা। (জনান্তিকে) মহাশয় আমার পোস্তাকি সাপ, এক শত টাকা লোন—অবশ্য, ওর যা হবার হয়েছে, এখন আমার অন্য পরিবারকেও যেন মেজেস্টারের সম্মুখস্থ হতে না হয়; আর যদি ও সে কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে তবে একেও যেন হাসপাতালে থাকতে হয় না; আপনি এই উপকারটি করুন আমি মারা যাই, আমার অবস্থা অতি মন্দ, মহাশয়কে বিনতি মিনতি করিয়া অধিক কি বলিব?

ইনেস।—আচ্ছা তাই হবে, আপনার অন্য পরিবারকে জেলায় যেতে হবেনা, আমি ভাল করে রেপোর্ট লিখে দিচ্চি, তবে আপনার অনেক চাকরানীর এজহার দিতে হবে, আর এঁহাকেও হাসপাতালে যেতে হবেনা, কিন্তু আপনার কিঞ্চিৎ ব্যয় বাহুল্য হবে, আলোহিদা বাড়ী কেরেয়া করে চিকিৎসা করাতে হবে।

প্রস।—হোক, মহাশয়, তাতে পার আছে; আর চাকরানী কেন চাকর চাকরাণী দুয়েরি এজহার আপনি লোন, তারা এ[illegible] এজহার দিক।

ইনেস।—তবে আর বিলম্ব কেন? আপাতক এক ছিলুম তামাক দিতে বলুন।

প্রস।—কুশো! চট্‌করে ইনেস্‌পেক্টর মহাশয়কে তামাক দে, মহাশয় তামাক্ খান, আমি একবার আসি।

(প্রসন্নর প্রস্থান)।

ইনেস্।—চৌকিদার কেউ আছিস্?

চৌকিদা।—আজ্ঞে আমি আছি, আর নিদিরাম সদ্দার আছে।

ইনেস্।—জহর সিং কোথায়?

কনসটেবেল।—বন্দা হাজির আছে।

ইনেস্।—জহর সিং, তুমি আর চৌকিদার একজন, এই দুজন এখানে

মোতায়েন থাক, বাদিনী আর তার সঙ্গে যে যে যায়, আর বাদিনীর চাকরাণী, চাকর ও স্বামী, এ সকলকে বকনাবাদে যেতে হবে; বাদিনী যতক্ষণ পর্য্যন্ত হাকিমের সম্মুখে উপস্থিত না হতে পারে, তোমরা এদের সঙ্গে মোতায়েনে হুশীয়ার থাক; আর দেখো, কি এ বাড়ীতে কি নৌকায়, কি কোন খানে, যেন বাদিনীর প্রাণের উপর কোন আঘাত, চাকর চাকরাণী কি বাদিনীর স্বামী, না করিতে পারে।

কনস্।—যো হুকুম খোদাবন্দ।

(প্রসন্নর বস্তু কস্টে টাকা সংগ্রহ মতে প্রবেশ।)

প্রস।—মহাশয় আমার একটা নিবেদন আছে, একবার এ দিকে আসুন।

ইনেস্।—আচ্ছা আমাকে বাদিনীর এজহার লেতে হবে চলুন ঘরের ভিতর যাই (গৃহ মধ্যে টাকা গ্রহণ ও মোহিনীর এজহার লওয়া।—

মোহি।—(যথাকথঞ্চিৎ রূপে, হস্ত সঙ্কেতে দারোগার কথায় উত্তর দান)।

ইনেস্।—(গৃহ বাহিরে আসিয়া) প্রসন্ন, সহচরী ও কুম্মোর এজহার গ্রহণ। (এজহার লিখিয়া) আচ্ছা তবে এক জন চৌকিদার ও কনস্টেবেল্ রহিল আপনি কাল দশটার মধ্যে বাদিনী সহ জেলায় মেজেষ্টার সাহেবের হজুরে হাজির হবেন; আপনার চাকর, চাকরাণী, আর ডাক্তার প্রভৃতি যেন সঙ্গে যায়। ওদেরও সেখানে এজহার দিতে হবে। আমি থানায় যাই।

প্রস।—আসুন—আসুন।

(সকলের স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান।)

যবনিকা পতন।

সপ্তম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নবাবগঞ্জে মাজিষ্ট্রেটের কাছারী।

মেজেষ্টার, সেরেস্তাদার, আমলা মোক্তার প্রভৃতি আসীন।

(প্রসন্ন প্রভৃতি মোহিনীকে শিবিকারূঢ় করাইয়া প্রবেশ।)

সেরেস্তাদার।—হুজুর, কুপুর থানার ইনেসপেক্টরের একটা রেপোর্ট আছে, সেখানে এক জন গলায় খুর দিয়েছে, বোধ করি সেই বাদিনী ঐ পালকীতে আছে। (প্রসন্নের প্রতি) তোমার বাড়ী কোথা ?

প্রস।—(হাকিমের নিকট) হুজুর আমার নিবাস কুপুর, এ পালকীতে আমার পরিবার কাল গলায় খুর দিয়েছিল, তাই আনা হয়েছে।

সেরে।—এই বটে ; হুজুর এই রেপোর্ট্ টা শুনুন।

মেজেষ্টার।—আচ্ছা শুনবে, পড়ো।

সেরে।—(রিপোর্ট পাঠ) " ধর্ম্ম অবতার প্রবল প্রতাপেষু।

" কুপুর থানার ইনেসপেক্টরের নিবেদন এই যে কৃষ্ণপুর পরগণার অন্তঃপাতী অত্র কুপুর গ্রামের প্রসন্নকুমার রায়ের বনিতা অদ্য বেলা তিনটার সময় গলায় খুর দেওয়ায়, সেই সংবাদ পাইবা মাত্র আমি স্বয়ং ঐ অকু, তদারকের জন্য সরেজমিনে গিয়া দেখিলাম যে যথার্থই রায় মজকুরের বনিতা গলায় খুর দিয়াছে, এবং শ্যামাচরণ নামক জনেক নেটিব্ ডাক্তার ঐ দরদের স্থানে ব্যাণ্ডেজাদি বাঁধিয়া দিয়াছে ; তাহাতে বাদিনী কিঞ্চিৎ সুস্থ প্রায় দেখিবায় আমার বিশেষ অনুসন্ধানে এবং রায় মজকুর ও ডাক্তার মজকুরের ও ঐ বাটীর জনেক চাকরাণী ও একজন চাকরের বাহলফান্ একেহার লওয়ায় প্রকাশ যে রায় মজকুরের একটি মাত্র যে পুত্র সন্তান ছিল, তাহার মৃত্যু হওয়াতেই, পুত্র শোকে বাদিনী গলায় খুর দিয়াছে। কি জানি, পরমায়ুর কথা বলা যায় না, এই হেতু তদ্দণ্ডেই বাদিনী ও আসামিসানগণকে হুজুরে চালান করিয়া দিয়াছি ; আমার দিগর খালাশির জন্য নিম্নের জায় মত একেহার সহ এই রিপোর্ট্ পাঠাই, রায় মজকুর সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব, এত্তালা কারণ নিবেদন " ইতি

মেজে।—সব কোইকো এজহার লেও।

সেরেস্ত।—(প্রসন্নর প্রতি) বল, "আমি জগদীশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া সপথ করিতেছি যে আমি যাহা কহিব, তাহা সত্য—সত্য ভিন্ন কদাচ মিথ্যে হবেনা"। তোমার স্ত্রী গলায় খুর দিয়াছে কেন, যাহা জান বল।

প্রস।—(স্বগত) মিথ্যা কহিতে কখন পারিব না, দেখি যদি কৌশলে বলিতে পারি (সত্য পাঠ পড়িয়া, প্রকাশে), ধর্ম্মাবতার, আমার একটি পুত্র সন্তান ছিল, কএক দিন হইল তাহার অকালে কাল হওয়ায়, আমার স্ত্রী, পুত্র শোকে অত্যন্ত কাতর ছিল; মনের যাতনা শেষ করিবার জন্য আত্ম হত্যা হইতে গিয়াই এই দশা ঘটিয়াছে।

মেজে।—(সত্যপাঠ পড়াইয়া, ডাক্তারের প্রতি) টুমি ডক্টর, টোমার পাস্ আছে?

ডাক্তার।—ধর্ম্মাবতার আমার পাস্ নাই—আমি নেটিব্ প্রাক্‌টিশনর, প্রসন্ন বাবুর স্ত্রী গলায় খুর দিয়াছে, আমাকে ডাকতে আসায়, আমি গিয়া ব্যাণ্ডেজাদি বেঁধে দিয়াছি।

মেজে।—গলায় খুর ডিলে টুমি জান কেম ডিলে?

ডাক্তার।—হুজুর শুনেছি প্রসন্ন বাবুর একটি ছেলে মরাতেই তার শোকে ওঁহার স্ত্রী গলায় খুর দিয়েছে।

মেজে।—টুমি শুনেছে, ছেলেকে ডেখনি।

ডাক্তার।—ধর্ম্মাবতার সে ছেলেকে দেখিছি, আর আমি তার চিকিৎসা করি—সে কলারা হওয়ায় মরেছে।

মেজে।—টুমি বলতে সে কবে মোরেছে।

ডাক্তার।—হুজুর, এই হপ্ত দিন পাঁচ ছয়।

মেজে।—আচ্ছা তুমি যেতে পারে, (কুলোর ও সহচরীর এজহার গ্রহণ পরে) সেরেস্তদার, ডেরোগার এজহার ডেখো, আর এ সব এজহার ডেখো, মিল্ হয়েছে, কি মিলতে না।

সেরেস্ত।—হুজুর, হাঁ দারোগার লিখিত এজহার, আর হুজুরের সম্মুখে এদের যে এজহার হল, এসমস্ত মিল ও ঐক্য হয়েছে।

মেজে।—বাড়িনী কটা বলাবেনা—পারেনা, ডেখো;

সেরেস্তা।—হুজুর যে অবস্থা দেখ্‌চি, তার চক্ষু দিয়ে অনবরত জল পড়্‌চে, বোধ করি কথা কহিতে পারিবে না (মোহিনীর প্রতি) কেমন গা তুমি কথা কহিতে পারবে; কেন গলায় খুর দিয়েছ?

মোহি।—হস্ত দ্বারা বাঙ্‌নিষ্পত্তি বিষয়ে অসামর্থ্য প্রকাশ।

সেরে।—হুজুর বাদিনীর কথা কহিবার ক্ষমতা নেই, কেবল চক্ষে জল পড়্‌চে।

মেজে।—(মোক্তারের প্রতি) টোমার কটা আছে?

মোক্তার।—হুজুর কথা নেই? অনেক কথা আছে. আসামীদিগের নিরপরাধের বিষয় কি কহিব? উহারাত হুজুরের বিচারে এখনি খালাশ্‌ হবেই দেখ্‌তেছি, তবে আমার আর এক নিবেদন আছে এই যে প্রথমতঃ আমার মক্কেল্‌ অতি মান্য বংশোদ্ভব, তাহা ইনেস্পেক্টরের রিপোর্টে প্রকাশ আছে। কএক দিবস হইল তাঁহার যে একটি পুত্র ছিল তাহার মৃত্যু হইয়াছে—ধর্ম্মঅবতার সেই একটি মাত্র পুত্র শোকে কাতরা হইয়া তাঁহার স্ত্রী ঐ মোহিনী দেবী জীবনে অনাস্থা করিয়াই গলায় খুর দিয়াছে, কিন্তু সম্যক্‌রূপে আঘাত না লাগায় এক্ষণেও জীবিত আছে। হুজুর দেখুন, কথায় বলে "যাক প্রাণ্‌ থাক্‌মান"—একেতো পুত্র শোক, তাতে আমার স্ত্রীর এই দশা, আবার এই সকল লোকের মধ্যে—এই কাছারীতে হুজুরের সম্মুখে তাঁহার স্ত্রী উপস্থিত. ভদ্রের পক্ষে এর অপেক্ষা অপমান, শোক, তাপ আর কি আছে? এই জন্য আমার আরজ এই, হুজুর দয়া প্রকাশ করে বাদিনীকে হাস্‌পাতালে লইয়া যাওনের হুকুম না দিয়া যাহাতে গৃহস্থ পরিবারের মত চিকিৎসা হয় এমত হুকুম প্রকাশ মর্জ্জী হয়। আমার মওক্কেল—বাদিনীর স্বামী, আলাহিদা বাড়ী ক্রেয়া কোরে এখানে অবস্থিতি করতে প্রস্তুত আছে; এবং সব এসিষ্টান্ট ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসা করিতে যে ব্যয় ভূসন হবে তাহাও দিতে রাজী। যদি এতেও হুজুরের মনঃপুত না হয়, ডাক্তার সাহেব ঐ ক্রেয়া করা বাড়ীতে গিয়া চিকিৎসা করেন, এমত হুকুম করুন, তাঁর গাড়ি ভাড়াও আমরা দিতে প্রস্তুত অধিক কি? হুজুর মালিক।

মেজে।—সেরেস্তাদার, হুকুম লিখ, আসামিয়ান্‌ বেকশুর খালাশ,

আর ডক্তর সাহার আর সব এসিষ্টান্ট বাড়িনীকে ক্রেয়া বাড়ীটে ভিজিট করে।

সেরেস্ত।—যে আজ্ঞে, তাই লিখি।

মেজে।—(প্রসন্নর প্রতি) টোম্ ওসকো লেখাও।

সেরেস্ত।—তবে আর কি? আর বিলম্ব কেন? তোমরা যাও, শীঘ্র একটা বাড়ী ভাড়া করে বাদিনীকে রাখ, ডাক্তার সাহেব ও সব এসিষ্টান্ট বাদিনীকে চিকিৎসা করবেন।

প্রস।—(সেলাম করিয়া) যে আজ্ঞা।

(সকলের প্রস্থান—যবনিকা পতন)।

সপ্তম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কৃপারামের অন্তঃপুর।

কমল, সুমতি ও শশিমুখী আসীন।

সুম।—হ্যা মা গোলাপী আজ কোথায় গেল, ভোর বেলা থেকে ত তাকে দেখিনি; কৈ সেতো কোন দিন এত বেলা কোন থানে থাকে না, হ্যালা নোতুন বৌ, গোলাপী কোথায় গেছে জানিস?

শশী।—আমি তার কি জানি, আমি কি তোমাদের সংসারের আর কোন কথায় থাকি, তাই জানবো?

কম।—তাইত মা, এত বেলা হলো, সে কোথায় গেল? সুমতি তুই মা যুর, একবার পাড়ায় দেখে আয়, কোন থানে রাগ করে গেলনা তো? আমার যে অদেষ্ট।

সুমতি।—তাই যাই, ছুঁড়ীর জন্যে সদত ভাবনা।

(সুমতির প্রস্থান।)

কমল।—(স্বগত) আজ প্রাতঃকাল থেকে মোর খোলো দেকচি, গোলাপী কোথায় গেল, অত ভোরে উঠে যাবার কি আবশ্যক?

(নিস্তারিণীর প্রবেশ।)

(প্রকাশে) এস মা এস, হ্যাঁ নিস্তার, আমার গোলাপ কোথায় গেছে জান ?

নিস্তা।—ওগো, অমি তাই বলতে এলেম গো, শুনচি নাকি তোমাদের গোলাপ বেরিয়ে গেছে।

কমল। হ্যাঁ মা, সে কেমন কথা! ওমা সেতো আমার তেমন মেয়ে নয়; কোন সব্বনাশী কোন্ নাত্‌খোয়ারী এ কাজ করলে ? ওগো আমার কি হলো ? ছুঁড়ী কি শেষটা এই কাজ কল্যে, তার মনে কি এই ছিল ?

(সুমতির প্রবেশ)

সুমতি এইচিস ?

সুমতি।—আর সুমতি ? গোলাপকে খুঁজতে গিয়ে গোলা[illegible] কীর্ত্তি শুনে এলেম।

কম।—হা আমার পোড়া কপাল! ওমা তাইত নিস্তা[illegible] মুখে যে কি শুনচি!!

সুম।—আর কি শুনচি ? শুনে এলেম সে, হর নাপতি[illegible]র সঙ্গে বেরিয়ে গেছে, হা সব্বনাশি—হা আবাগি, তোর মনে শেষ এই ছিল ? আমাদের এই বিপদ, তুই ঘর মানলিনে, দোর মানলিনে, মা[illegible] গেল, মমতা গেল, এই আজ দুদিন থেকে ছোট বোর ব্যথা হয়েছে, এত কষ্ট পাচ্চে, এত কাঁদচে; কিছুরি খাতির কল্যিনে ? কুলে কালি দিয়ে বেরিয়ে গেলি ? হায় হায় হায়, হা বিদেতা ? আমাদের কপালে শেষে এই লিখেছিলে ?

কমল।—(ক্রন্দন করিতে করিতে) ধিক্ কপালে, ধিক্ অদেষ্টে, হায় হায় হায়, সুমতি তুই কি নিঃযশ্ খবর পেইচিস ?

সুমতি।—আর নিঃযশ্ খবর ? বোসেদের বাড়ীর চাকর কল্‌কেতা থেকে আসছিল, সে দেকে এসেচে নাপতিনী আর গোলাপী দুজনে গাড়িতে উটলো। ওরে হর হারামজাদী, তুই এর ঘটক হইছিলি ? এবার বাড়ীতে ঢুকো, ঢুকো বাড়ীতে, দাদা বাড়ী এলে হয়, দাদাকে বলে বিটীর নাক কান কেটে মাতায় ঘোল ঢেলে বিদেয় করে দেবো: বলি তাইতে, তাইতে হারামজাদী, বাড়ীতে ঢুকিই যত কথা, যত গপ্প গোলাপীর সঙ্গে, এখন বাবা যেন এ কথা না শোনেন; তিনি শুনলে কি আর

প্রাণ রাখ্‌বেন ? তাঁর তাহলে অপঘাত মিত্যু হবে, মা চুপ্‌কর্‌, চুপ্‌কর্‌, বাবা যেন শুনতে না পান্‌।

কম।—আর মা কতক্ষণ ঢেকে রাক্‌বে, এ খবর কি আর, তার কাণে উট্‌তে বাঁকি আছে ?

নিস্তা।—ওগো, তোমাদের ছোট বোর বড় ব্যথা হয়েছে গো, হয়ত এখনি ছেলে হবে।

সুম।—আর বোন্‌, ছেলে হলেতো বাঁচি, আজ্‌ তিন দিন থেকে দাই এসে বসে রয়েছে, যে অদেস্ট ; এখন দুদিকে দুটো হলে বাঁচি, আর ছেলে না হোলে বৌ বাঁচান ভার হবে।

নিস্তা।—ওগো বলতে বলতে ছোট বোর খাসা খোকা হয়েছে গো, ওগো দেকে যাও গো ছেলে আঁতুড় ঘর আল করে রয়েচে।

কম। আমার বসন্তের ছেলে হোলো ! এঁ্যা বসন্তের আমার ছেলে হয়েচে ! বসন্তের ছেলের মুখ দেখে আমি মত্তে পারবো ; সুমতি তুই শীগ্‌গির আঁতুড় ঘরে কাটদে, সহচরি চট্‌করে একটু আগুন নিয়ে আয় মা, যা যা আর বিলম্ব করিস্‌নে।

(সহচরীর প্রস্থান)

নিস্তা।—ওগো আমি তবে যাই, সব্বাইকে বলিগে তোমাদের ছোট বোর ছেলে হয়েচে।

(নিস্তারিণীর প্রস্থান)।

সুমতি।—(ধাত্রীর প্রতি) হ্যালা বতি ছেলে কান চেনা কেন ? তাই তো এতক্ষণ ছেলে হয়েচে, ছেলের কান্না নেই, লোকেদের ছেলে পেট থেকে পড়্‌তে না পড়্‌তে যে ট্যাঁ ট্যাঁ করে বাড়ী ফাটিয়ে দেয়।

ধাই।—আর দিদি ছেলে হয়েই একটিবার কেঁদে ছাল দেকচনা, গা পাঙাশ বন্ন হয়েচে—ছেলের গোতিক ভাল নয় (ছেলে ফেলিয়া) এতো তোমাদের ছেলে নয়, এ তোমাদের শত্রু, ছোট বৌকে ক্যাষ্টো দেবার তরে প্যাটে এএলো ; ছেলে কি আর আছে ? ছেলে——

সুম।—হা অদেষ্ট ! মা, আর তাড়াতাড়ি কোচ্চো কি ? মিছে ছেলে হয়েছে—ছেলে কি আর আছে ? মরা ছেলে হয়েছিল বলিাই হয় ! বতী বল্‌চে, পেট থেকে পড়ে একটিবার কেঁদেছিল ; যেমন দশা যেমন

সময়, ছুঁড়ী তিন দিন ব্যথা খেয়ে, ব্যথা খেয়ে মরণাপন্ন ... ন দিনের পর কিনা একটা মরা ছেলে! বিদেতার বিড়ম্বনা, এ ছেলে ... তাকে দিতে বলেছিল?

কমল।—এ্যা, আমার অদেষ্ট এমন? ঠাকুর আমি ... ছেলে চাইনি, হায় হায়, আমার বোর এত কষ্ট এত দুঃখু সব্ কি মিছে হ ...

(সহচরীর প্রবেশ)

সহচরি এইচিস্? আর মা, যেমন সময় একটা মরা ছে... হয়েচে! এখন বৌ ছুঁড়ী বাঁচ্‌লে বাঁচি, আঁতুড়ে রোগ টোগ্ না হয়।

সহ।—তোমাদের যে বাচা, কেমন সময়, সব্ মন্দ একে... র ঘটে, তা মাঠাকুরুণ ছোট বাবু বাড়ী আস্‌চে, শুনে এনু।

সুম। কোথায় ভেবেছিলেম, বসন্তর ছেলে বয়েসে ... ল হবে, সোণারচাঁদ খোকাকে বসন্তর কোলে দেব—কোন্ আলো ক ... ক্‌রে, হা বিদেতা বসন্তকে কি বল্‌বো?

ধাই।—ওগো মাঠাকুরুণ—দিদি ঠাকুরুণ, তোমরা ... র এদিকে এস শীগ্‌গির এস।

সুম।—কেমনে, কেন, কি হয়েছে?

ধাই।—ছোট বৌ, ছেলে বিইয়েচে অব্ দি, কেমন অজ্ঞান হয়ে পড়েচে এই দেক বাছা মুই তাপ শ্যাক্ দিতে কসুর কচ্চিনে, এখন আঁতুড়ে ওজা আনাও, মুই আগে ভাগে বলে খালাস্, যে উপোদ্যাবতা ঘাড়ে চেপে রয়েচে, সেই উপোদ্যাবতাই ওর ছেলে নষ্ট করেচে গো।

সুম।—আর হাত পা আসেনা দেকে শুনে কেমন হচ্চে তা বসন্ততো বাড়ী আস্‌চে, আজ চার দিন হলো বাবা পত্তর নিকেচেন, তা সেই পর্য্যন্ত ভাবছিলেম; এখন বাড়ী আসচেন শুনে তবু একটা ভাবনা গেল। এখন বসন্ত এসে যা হয় করুক। এসব কথা এখন বাবাকে শুনিয়ে কাজ নেই; একটা চাকর ছিল সে অব্ দি এখানে নেই, যেমন অদেষ্ট।

নেপথ্যে—(চটী বিনামার শব্দ রামদাস প্রবেশ করিতে করিতে স্বগত) এ বিপদ দেখে বাড়ী যাওয়া উচিত হয়না, এর একটা উপায় না করে চুপে চুপে গেলে ধর্ম্ম রক্ষা হয়না, বাটীর ভিতর যাই বলিতেই হবে।

(রামদাসের প্রবেশ)

রামদাস।—গিন্নী আছেন কি ?

কম।—এস বাবা আর থাকায় না থাকায় সমান, বসন্তের একটি ছেলে হয়েছিল, তা এমনি অদেস্ট সেটা আবার মরা ছেলে হলো! আবার ছোট বৌ আঁতুড়ে বেহুঁশ হয়ে আছে, কি উপদেবতাতে নজর করেচে জানিনে? তার কোথায় রোজা, কোথায় ঝাড়ান, ভেবে আকুল; হিরণ কুমারের শোক এখন ভুলতে পারিনি, তাতে আবার (ক্রন্দন করিতে করিতে) গোলাপী ছুঁড়ী এই শোক তাপের ওপর কুলে কালি দিয়ে কাল রাত্রে বেরিয়ে গেছে; দেকে শুনে বাবা হতভম্বা হইচি (চক্ষু মুছিতে মুছিতে) বিদেতার মনে শেষে, কি বাবা এই ছিল ?

রামদা।—(স্বগত) বটে, তাইতে কর্ত্তার এমন দশা, কন্যা কুলত্যাগ করেচেন, (প্রকাশে) যাহোক এখন যে সর্ব্বনাশ হোয়েছে তার উপায় কি? আপনি বুদ্ধিমতি বিপদ কালে এরূপ অস্থির হবেননা, আমি বাইরে কর্ত্তার কাছে এসেছিলেম, বৈটকখানায় তাঁকে দেখ্‌তে না পেয়ে মাঝের ঘরে গেলেম্ ভাবলেম কোন অসুখ হয়ে থাক্‌বে, মাঝের ঘরে শয়ন করে আছেন। গিয়ে দেখি গলায় দড়ী দিয়েচেন; পরমায়ু নাই বিলক্ষন করে দেখেই, আমি বৈটকখানায় চাবি লাগিয়ে এখানে—

কম।—(উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন)।

সুম।—(উচ্চৈঃস্বরে) ওগো আমাদের কি হলো বাবা গো—ওগো তোমার মনে কি এই ছিল বাবা গো—ওগো বাবা কোথায় গেলে বাবা গো; ওগো গোলাপী ছুঁড়ী কি শেষে সব্বনাশ কল্যে বাবা গো, ওগো আমাদের কি হলো মাগো, ওমা—

সহ।—(সুমতির মুখে বস্ত্র দিয়া মুখ রোধ, এবং স্বগত) হায় হায় আমি আগুন আনিতে গিয়া এ খবর যদি কর্ত্তাকে না দিতাম তবে কখনই তাঁহার অপমৃত্যু হইত না (প্রকাশে) দিদি চুপ্ কর, ছি, দিদি আর কেঁদোনা।

রামদা।—ছি ছি ছি, কাঁদবেন না, কাঁদবেন না, এখন কাঁদবার সময় নয়, একবার গলায় খুরে কত বিপদ গেছে, মনে করুন; কত টাকা খরচ

কি? সকলি ঐশ্বরিক নিয়মাধীন) অকালে পুত্রবতী হইয়া সমস্ত দুঃখের তিক্ত রসাস্বাদন করিলে!! যদি ধন দিয়া, শারীরিক পরিশ্রম করিয়া, পরিশেষে প্রাণ পণেও তোমাকে বাঁচাইতে না পারি, তবে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?

রামদা।—ছোট বাবু আপনিও যে দেখ্‌চি বিমর্ষ হয়ে রহিলেন? আমি কোথায় আপনাকে দেখিয়া ভরসান্বিত হলেম। বিপদের সময় বিপদকে সামান্য মনে করিতে হয় এখন সাহস অবলম্বন করুন; ছি শোক করিলে কি—

(কুশোর প্রবেশ।)

এই যে কুশাই দেখ্‌চি, বড় বৌ ঠাকরুণ কেমন আছেন!

কুশো।—তা করতা কোথায়? বৈটক্যাখানায় চাবি কে ন্যাগালে?

রামদা। সে সব ক্রমে বোল্‌চি, এখন সেখানকার সংবাদ কি?

কুশ।—কিছুতেই অঁক্যে প্যালে না, কত ড্যাক্তার দ্যাখ্‌লে, তা অঁক্যে প্যালে না।

রাম। বটে, তা জানাই আছে, এখন বড় বাবু এসেছেন, বড় বাবু কোথায়?

কুশো।—তিনি আঁর চার দিন ব্যাজে আসবে কোলেন, ব আঁকটা কাজ্‌ সেরে যাব, তুই এই পত্তর নে এঁগিয়ে যা, তাই মুই এঁচ। (পত্র দান)

রামদা। (পত্র গ্রহণ করিয়া) এযে আপনার নামীয় পত্র দেখ্‌চি, তিনি কর্ত্তাকে লিখিলেন না কেন? যা হোক্‌ আপনি পত্রখান পড়ুন একবার বেওরাটা শোনা যাক্‌।

বসন্ত।—আমি আর পোড়্‌বো কি? আপনি পড়ুন, আর যা হবার তাই হয়েছে পত্র পড়েই বা কি হবে?

রাম।—তবু পত্র খান দেখা যাক্‌ আচ্ছা আমিই পড়ি—

(পত্র পাঠ।)

"প্রাণাধিকেষু।

আমি তোমাকে অনেক পত্র লিখিয়াছি, অনেক বার অনেক প্রকার সদুপদেশ প্রদান করিয়াছি। তোমার কোমল নিষ্কলঙ্ক স্বভাবাচারে আমি যার পর নাই সুখী;—তাহাতে এমত বোধ আছে, তুমি আমার

প্রাগুক্ত উপদেশাবলী কখনই উল্লঙ্ঘন করিবে না ; যাহা হউক ভ্রাতঃ আমি এইবার যে তোমাকে কএকটি কথা বলিতেছি এই আমার শেষ লিখন জানিবে। বোধ হইতেছে, জগদীশ্বর এতদিনে আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হইলেন ; আমি মহা পাপী, পৃথিবীর সমস্ত পাপই আমাকে অধিকার করিয়াছে। আমি সংসারাশ্রমোৎপন্ন বিষফলের আস্বাদ বিলক্ষণ অবগত আছি ; আমাদের পরিবারগত যে সকল দুর্দ্দৈব ঘটিয়াছে তোমার তত্তাবৎ জ্ঞাত হইতে অধিক বিলম্ব হইবে না ; পশ্চাৎ বা কি হয় বলিতে পারি না !! সবিশেষ বিতর্ক করিয়া বহুবিধ কারণে আমি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অবলম্বন করিব মনে মনে স্থির নিশ্চয় করেছি, আমি দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া স্বভাবের পরম রমণীয় শোভা সন্দর্শন করিয়া নয়ন মনঃ বিকশিত ও চরিতার্থ করিব, ইষ্টদেবের আরাধনায় শরীর পতন করিব, স্থির করেছি, এই জন্য প্রাণাধিক, এই আমার শেষ লিপি।"

"বৃদ্ধ জনক জননী রহিলেন, তুমি কখনই তাঁহাদের সন্তোষ দানে পরাঙ্মুখ হইও না ; পৃথিবীর মধ্যে পিতা মাতার তুল্য প্রত্যক্ষ পূজ্য পাত্র কেহ নাই ; আমার, তাঁহাদের নিকট না থাকার ক্লেশ তাঁহারা যেন কদাচই মনে করিতে না পারেন ; সতত তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবা। গৃহ মধ্যে তোমার এক যুবতী বিধবা ভগিনী ও যুবতী ভ্রাতৃ বধূ রহিল, বিবিধ বিধানে তাহাদের তুমি সংরক্ষণে সযত্ন হইয়া বংশের মর্য্যাদা, অতঃপর যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, রক্ষা করিবা ; দেখো যেন কাল বশে তাহাদের অন্নের জন্য পর-দ্বারী হইতে না হয়। আমি মহা পাপী, পাপ-প্রায়শ্চিত্তের জন্যই এরূপ সুসংকল্প করেছি। যৌবন কাল, কি স্ত্রী জাতি, কি পুরুষ জাতি, উভয় পক্ষেই, বিষম কাল, অতএব বিধবা ভগিনীর ও মুখরা ভ্রাতৃ-বধূর স্বভাবাদির প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবা, জগদীশ্বর তোমাকে কখন না কখন অবশ্যই সুখী করিবেন, আমার জন্য তুমি কোন চিন্তা করিবা না, আমার জন্য তুমি কোন ভাবনা করিও না ; মনে মনে নিশ্চয় করিবা বল্কল ধারী বন্য ফলাহারী নির্ঝর বারি পান কারী গিরি গুহা ভ্রমণ কারী পথিকের কোন আপদ আশঙ্কা নাই। যদি কখন তুমি সুখী হও, সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পার, যদি কখন যোগ-ধর্ম্ম সম্পাদনে সংসারাশ্রমের নিদানভূত বহুধা পাপ রাশির প্রায়শ্চিত্ত

করিতে পারি, তবেই সন্ন্যাসী বেশে আসিয়া কখন না কখন তোমার মুখারবিন্দ সন্দর্শন করত পরম সুখী হইব। পত্রবাহক বৃদ্ধ ও চির-বিশ্বস্ত ভৃত্য, ইহাকে সর্ব্বদা সযত্নে ও সুখে সন্নিকট রাখিবা। আমার আর অধিক লিপিবদ্ধ করিবার সময় নাই, অথবা অধিক কি লিখিব কি কহিব? তুমি বিজ্ঞ বিবেচক, অধিক লিখিবারও আবশ্যকতা নাই, জ্ঞাপন মিতি।"

(প্রসন্নর বিয়োগে সমস্ত পরিবারে পরিতাপ ও ক্রন্দন)

নাটক সমাপ্ত।